Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SP

N-1.3

LIBRARY
No. 5731
Sr ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ হরিঃ

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ

ও

তাঁহাদের উপদেশাবলী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

LIBRARY
No. 5731
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

শ্রীশ্রীসনকাদি চতুঃসন্ (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার) ও তাঁহাদের উপদেশাবলী

ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত
শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা
তর্ক—তর্ক ব্যাকরণ তীর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :—
শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য
কাঠিয়া বাবার আশ্রম,
পোঃ সুখচর, জিলা ২৪ পরগণা।

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

১। মহন্ত শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী শ্যামসুন্দর দাসজী, কাঠিয়া বাবার আশ্রম। পোঃ সুখচর, জিলা ২৪ পরগণা।

২। মহেশ লাইব্রেরী, পুস্তক-বিক্রেতা। ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২।

৩। শ্রীদাশরথি চক্রবর্ত্তী, ১নং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড্। পোঃ বজ্‌বজ্, জিলা ২৪ পরগণা।

৪। শ্রীনিত্যানন্দ মিত্র, ৫১।১।২বি সিক্‌দার বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৪।

[গ্রন্থকারকর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্বসংরক্ষিত] মূল্য—৩৲ টাকা

১৩৭০

মুদ্রাকর :—
শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসু
নব শ্রীধর প্রেস
৫৭/৪এ কলেজ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ড "সনকাদি চতুঃসন্ (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার) ও তাঁহাদের উপদেশাবলী" শ্রীভগবৎ কৃপায় প্রকাশিত হইল। কি করিয়া এই গ্রন্থ রচনার সূচনা হয়,—তাহা আমরা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছি। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

গ্রন্থ সম্বন্ধে ইহা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায় যে, পরমপূজনীয় শ্রীগুরুদেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে যাইয়া শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তৎসমস্তের যেরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন তাহাতে শাস্ত্রের আপাত প্রতীয়মান বিরোধ যে প্রকৃত বিরোধ নহে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে গ্রন্থোক্ত সিদ্ধান্তকে সার্ব্বজনীন না বলিয়া উপায় নাই। ঐরূপ ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্তই যে শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা তাহাও স্বীকার করিতে হয়। অতএব গ্রন্থপাঠে আমরা শুধু নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত জিজ্ঞাসুকেই আহ্বান করিতেছি না, আমরা সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক তত্ত্বজিজ্ঞাসুকেই গ্রন্থপাঠে সাদর আহ্বান জানাইতেছি এই বিশ্বাসে যে, গ্রন্থোক্ত তত্ত্ব সম্যক্ অধিগত হইলে তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর ও সমস্যার সমাধান পাইবেন।

গ্রন্থ প্রকাশ বহু জনের সহায়তাতেই সম্ভব। এক্ষেত্রে যাঁহাদের নিকট হইতে সেই সহায়তা পাইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সক্ষম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলাম, তাঁহাদের সকলকেই আমি কৃতজ্ঞচিত্তে, আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করিতেছি। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারায় আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। ইহার তৃতীয় খণ্ড "দেবর্ষি নারদ ও তাঁহার উপদেশাবলী" যন্ত্রস্থ। আশা করি শ্রীভগবৎ কৃপায় তাহাও যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

গ্রন্থ তাহার অভীষ্ট ফল প্রদান করুন, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে আমি প্রার্থনা করিতেছি। ইতি

দোলপূর্ণিমা—
১৪ই চৈত্র ১৩৭০।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

সনকাদিকুমার চতুষ্টয় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার প্রথম মানস-পুত্র চতুঃসন্ নামে আখ্যাত, অতুলনীয় তাঁহাদের ত্যাগ, ব্রত, তপস্যা,—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের মূর্ত্তবিগ্রহ তাঁহারা। তাঁহাদের জীবনকথা—লীলাকথা বিস্ময় হইতেও বিস্ময়কর—অপূর্ব্ব সে কথা।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সর্ব্বত্র দেখিতে পাই সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ এই চতুঃসন্ দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, মনুষ্য সকলেরই পূজনীয়—বন্দনীয়। ঋষিসঙ্ঘে, দেবসভায় তাঁহাদের আসন সর্ব্বাগ্রে—সর্ব্বোচ্চে।

ধর্ম্মালোচনায়—তত্ত্বমীমাংসায় কি দেবতাগণ, কি মুনি ঋষিবৃন্দ যখনই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন, তখনই তাঁহাদের নিকট সমাধানের জন্য ছুটিয়াছেন এবং স্থিরসিদ্ধান্ত লইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে তৃপ্তির পূর্ণতা বহন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। আবার কখনও বা তাঁহারা স্বয়ংই বিচারস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন শেষ মীমাংসা বলিয়া দিতে, একেই বলে অহৈতুকী কৃপা। তত্ত্বমীমাংসায় তাঁহাদের সিদ্ধান্তই ছিল শেষ সিদ্ধান্ত—তাহার উপর আর কাহারো কিছু বলিবার থাকিত না। সকলেই মস্তক অবনত করিয়া সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতেন, অনিচ্ছায় নহে আনন্দসহকারে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং আত্মকল্যাণার্থীর নিকট তাই তাঁহাদের দর্শন, উপস্থিতি এবং সান্নিধ্য ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনার বিষয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিখিল শাস্ত্রের সর্ব্বত্র তাঁহাদের কত না তত্ত্বকথা ও লীলা-কাহিনী ছড়াইয়া আছে। সেই সব তত্ত্ব কথা, সেই সব লীলাকাহিনী বলিয়া শেষ করে কাহার সাধ্য। মূল গ্রন্থে আমরা তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনায় প্রয়াস পাইয়াছি, কথঞ্চিৎই বলিব কারণ অগাধ বারি-রাশিসম সেই জীবন কথার কতটুকুই বা অঞ্জলি ভরিয়া দেওয়া সম্ভব? ক্ষুদ্র আমাদের অঞ্জলি, তাই ক্ষুদ্রই আমাদের সংগ্রহ। এই সংগ্রহ পাঠ করিয়া পাঠকগণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলেও আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

শ্রীমান্ বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই পুস্তক প্রকাশনের সমস্ত ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় সানন্দে বহন করিয়াছে। তজ্জন্য আমি তাহাকে ভূয়োভূয়ঃ আশীর্ব্বাদ করিতেছি ও শ্রীভগবৎচরণে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

ইতি

দোলপূর্ণিমা

গ্রন্থকার

১৪ই চৈত্র ১৩৭০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No..........
Shree Shree Anandamayee Ashram
BENARAS

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥	
অবতরণিকা—শ্রীসনকাদি চতুঃসনের পরিচয় ও স্বরূপ বর্ণনা	১
॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥	
শ্রীসনকাদি ঋষিগণের মহিমা ও প্রভাব বিষয়ক কতিপয় ঘটনার বর্ণনা	৭
॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥	
দানবরাজ বৃত্রাসুরের প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উপদেশ ...	২৮
॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥	
রাবণের প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উপদেশ ...	৩৩
॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥	
শ্রীসনৎকুমারের ঋষিগণের নিকট ভগবৎস্বরূপ বর্ণনা ...	৩৭
॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥	
মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উপদেশ ...	৪২
॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥	
পৃথুর প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ	৫১
॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥	
মহাভারতের উদ্যোগ-পর্ব্বের অন্তর্গত সনৎসুজাত প্রকরণে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ ...	৫৭
॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥	
শুকদেবের প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ ...	৮২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়		পৃষ্ঠা
॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥		
দেবর্ষি নারদের প্রতি সনকের উপদেশ	...	৮৭
॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥		
দেবর্ষি নারদের প্রতি সনন্দনের উপদেশ	...	১১৭
॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥		
দেবর্ষি নারদের প্রতি সনাতনের উপদেশ	...	১২২
॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥		
দেবর্ষি নারদের প্রতি সনকাদি কুমার চতুষ্টয়ের উপদেশ		১২৪
॥ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ॥		
দেবর্ষি নারদের প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ	...	১৪৪
॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥		
সনন্দন কর্ত্তৃক ব্রহ্মার অন্য মানসপুত্র সনকাদির প্রতি উপদেশ		১৫১
॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥		
ভগবান্ সনৎকুমারের উপদেশ শ্রবণে নন্দবাবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রভাব ত্যাগ ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জ্ঞান লাভ	...	১৬৪
॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥		
পার্ব্বতীর পুণ্যকব্রতে সনৎকুমারের পৌরোহিত্য	...	১৭৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ হরিঃ

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীসনকাদি চতুঃসন্ (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার) ও তাঁহাদের উপদেশাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতরণিকা—শ্রীসনকাদিচতুঃসনের পরিচয় ও স্বরূপ বর্ণনা

যাঁহাদের চরিত্রানুশীলনে এবং উপদেশাবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, দেবর্ষি-মহর্ষিগণ-বন্দিত সেই সকল ঋষিগণের কীর্ত্তিগাথা বেদপুরাণাদি নিখিল শাস্ত্রের সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত রহিয়াছে।

ইঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি—মানসপুত্র। ইঁহাদের নাম—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। চতুঃসন্ নামেও ইঁহারা প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে কোথাও বা অবতাররূপে, কোথাও বা শ্রুতির উপদেষ্টা মন্ত্রদ্রষ্টা, ঋষিরূপে কোথাও বা মোক্ষ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আচার্য্যরূপে, কোথাও বা লোকাচার্য্যগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে বরিষ্ঠরূপে, কোথাও বা অধ্যাত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা তথা ভাগবতধর্ম্মের প্রবক্তা গুরুরূপে ইঁহারা বর্ণিত হইয়াছেন।

ইঁহার প্রমাণস্বরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের কতিপয় বাক্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

ইঁহারা যে ভগবান্ বিষ্ণুরই স্বরূপ এবং ভগবানের অবতার শ্রীমদ্ভাগবতে এবং অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে আমি কুমার—চতুঃসন্—"কুমারো ব্রহ্মচারিণাম্" (ভাঃ ১১।১৬।২৫)। ঋষভ পুত্র ব্রহ্মজ্ঞ দ্রুমিল বলিতেছেন—অচ্যুত ভগবান্ বিষ্ণুই জগৎ-কল্যাণের জন্য অংশরূপে পরম-হংসস্বরূপী, দত্তাত্রেয়, সনকাদি ঋষি এবং আমাদের পিতা ঋষভদেবরূপে আত্মযোগ (জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ) উপদেশ করিয়াছিলেন। হয়গ্রীব অবতারে আবার তিনিই মধুদৈত্যকে বধ করিয়া তাঁহার কবল হইতে বেদসকল উদ্ধার করেন—

"হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং
দত্তঃ কুমার ঋষভো ভগবান্ পিতা নঃ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণ-
স্তেনাহৃতা মধুভিদা শ্রুতয়ো হয়াস্যে ॥"

(ভাঃ ১১।৪।১৭)

কুমার অবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে সূত বলিতেছেন :—সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ প্রথমে সনৎকুমারাদি ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণরূপে (জগতের শিক্ষার্থ) অতি দুশ্চর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাস্থিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্ ॥"

(ভাঃ ১।৩।৬)

সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা বলিয়াছেন—বিবিধ সৃষ্টির মানসে আমি যে তপস্যা করি, সেই তপস্যার ফল ভগবানে অর্পিত হওয়ায় কল্পের প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ চতুঃসন্‌রূপে উৎপন্ন হন। পূর্ব্ব-কল্পের মহাপ্রলয়ে যে আত্মতত্ত্ব বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা এই কল্পে পুনরায় ভগবান্ চতুঃসন্‌রূপে (শিষ্যগণকে) সম্যক্ উপদেশ করেন। নারদাদি মুনিগণ সেই তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়াই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন—

"তপ্তং তপো বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া মে
আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ।
প্রাক্‌কল্পসংপ্লববিনষ্টমিহাত্মতত্ত্বং
সম্যগ্ জগাদ মুনয়ো যদচক্ষতাত্মন্ ॥"

(ভাঃ ২।৭।৫)

ইঁহাদের উৎপত্তি শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

ব্রহ্মা ভগবদ্ধ্যানে পবিত্রীকৃত-হৃদয়ে নিষ্কাম, ঊর্দ্ধরেতা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামক মুনিগণকে সৃষ্টি করিলেন—

"ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসান্যাংস্ততোঽসৃজৎ ॥
সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথাত্মভূঃ ॥
সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ ॥"

(ভাঃ ৩।১২।৩—৪)

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে :—বিধাতার পূর্ব্ব-সৃষ্ট সনকাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষিগণ সকল লোকে অনাসক্ত, প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে উদাসীন, আজন্ম আত্মতত্ত্বজ্ঞ, বীতরাগ ও বিমৎসর। তাঁহারা সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিবিহীন হইয়া ত্যাগের পথ—নিবৃত্তি-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন—

"সনন্দনাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাস্তু বেধসা।
ন তে লোকেষু সজ্জন্তে নিরপেক্ষাঃ প্রজাসু তে।
সর্ব্বে তে হ্যাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ॥"

(১।৭।৬-৭)

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে ইঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে,—ইঁহারা যোগবিৎ, মোক্ষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক আচার্য্য এবং লোকাচার্য্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রখ্যাত—

"এতে যোগবিদো মুখ্যা লোকাচার্য্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
আচার্য্যা মোক্ষশাস্ত্রেষু মোক্ষশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৩০ অধ্যায়ে শ্রীসনৎ-কুমার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে ঃ—

"ব্রহ্মতেজোদৃপ্ত একটি বালকের ন্যায় উলঙ্গবেশে ভগবান্ সনৎকুমার আগমন করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক বালক সদৃশ, চূড়াবিহীন, উপনয়নরহিত এবং বৈদিকসন্ধ্যাবিবর্জ্জিত ছিলেন। তাঁহার গুরু ভগবান্ নারায়ণ, তিনি সতত কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতেন। অনন্তকাল ধরিয়া তিন ভ্রাতার সহিত তিনি বর্ত্তমান্ আছেন। তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য এবং জ্ঞানিদিগেরও গুরুর গুরু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে দেখিতে পাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরূপে সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিতেছেন। নারদ সেই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াই কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, যথা—"তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ"—রাগাদি-দোষবিমুক্ত নারদকে ভগবান্ সনৎকুমার অজ্ঞানান্ধকারের পরপার দর্শন করাইলেন। শ্রুতিতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে সনৎকুমারের নামের পূর্ব্বে ভগবান্ শব্দ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা যে তাৎপর্য্যপূর্ণ তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পদ্মপুরাণেও দেবর্ষি নারদ ও সনৎকুমারের কথা উল্লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে দেবর্ষি নারদ সনকাদি ঋষিগণকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ স্তুতিপর বাক্য বলিতেছেন —আপনারা যোগিশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্, সর্ব্বদা পঞ্চ-বর্ষ-বয়স্ক কুমার সদৃশ অথচ প্রাচীনতম-জনগণেরও অগ্রজ। বৈকুণ্ঠবাসী আপনারা সর্ব্বদা হরিগুণগানে রত আছেন। শ্রীহরির লীলা কথার অমৃতরসে আপনারা ভাবোন্মত্ত এবং সতত হরিস্মরণে তৎপর—

"ভবন্তো যোগিনাং শ্রেষ্ঠা বুদ্ধিমন্তো বহুশ্রুতাঃ।
কুমার এব পঞ্চাব্দাঃ পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজাঃ॥
সদা বৈকুণ্ঠনিলয়া হরিকীর্ত্তনতৎপরাঃ।
লীলামৃতকথোন্মত্তা হরিস্মরণতৎপরাঃ॥"

(পদ্মপুঃ উঃ খণ্ড ১৯৪।৪৪-৪৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে সনকাদি ঋষিগণের মাহাত্ম্য ও ভগবত্তা সর্ব্ব শাস্ত্রেই কীর্ত্তিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইঁহারা শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীহংসভগবানের শিষ্য। ইঁহাদের শিষ্য দেবর্ষি নারদ এবং দেবর্ষি নারদের শিষ্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য। তাঁহারই নাম অনুসারে সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধি।

শ্রীহংসভগবানেরই শিষ্য যে সনকাদি ঋষিগণ তাহা ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যথা ঃ—

যে প্রকারে মনকে সমস্ত বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া সাক্ষাৎ আমাতে নিবেশিত করিতে পারা যায়, আমার শিষ্য সনকাদি ঋষিগণ তাহাকেই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা॥"

(ভাঃ ১১।১৩।১৪)

এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রথম সত্যযুগে যিনি শ্রীহংসভগবান্‌রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব শ্রীহংসভগবান্ ও শ্রীকৃষ্ণ মূলতঃ অভিন্ন। "মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ" বাক্য যদিও শ্রীকৃষ্ণের মুখহইতেই উচ্চারিত, তথাপি স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিয়া ইহা শ্রীহংসভগবানের বাক্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। *

* (শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধের এই ১৩শ অধ্যায়েই পরে গিয়া তাহা পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন—১৯ ও ৩৮ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

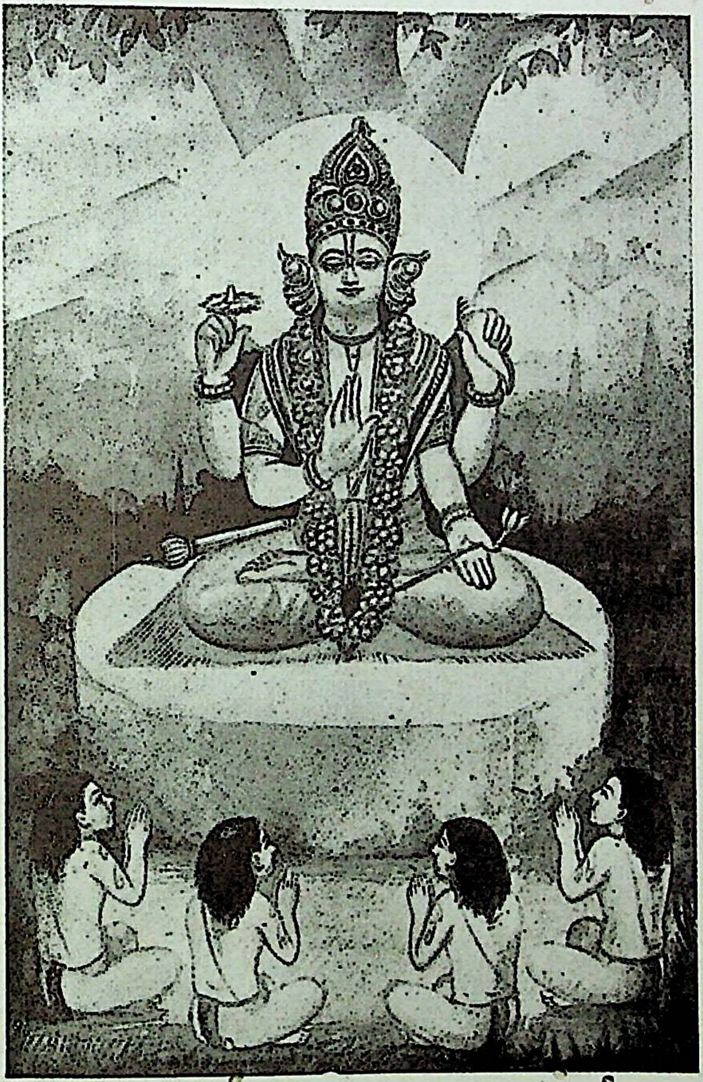

ব্রহ্মার মানস পুত্র—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমাকে
শ্রীহংসভগবান্ উপদেশ করিতেছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীসনকাদি ঋষিগণের মহিমা ও প্রভাব-বিষয়ক কতিপয় ঘটনার বর্ণনা

বৈকুণ্ঠবাসী নারায়ণও সনকাদি ঋষিগণকে কিরূপ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন, সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ কাহিনী আমরা এখানে বর্ণনা করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ ১৫ অধ্যায়ে ও ৭ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে—

সর্ব্বত্র বিচরণশীল সনকাদি ঋষিগণ নারায়ণের দর্শন-মানসে একদা বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত হন। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় বিজয়। ঋষিগণ পঞ্চম-বর্ষীয় বালক, উলঙ্গবেশ। জয় বিজয় ইঁহাদিগকে জানিতেন না এবং ইঁহাদিগের মাহাত্ম্যও অবগত ছিলেন না। তাই তাঁহারা ইঁহা-দিগকে বৈকুণ্ঠনাথের দর্শনে বাধা প্রদান করিলেন। ঋষিগণ গুণাতীত, আত্মজ্ঞ, জাগতিক সুখ দুঃখে এবং মান অপমানে সমজ্ঞান-সম্পন্ন। কাজেই জয় বিজয় তাঁহাদের প্রতি সম্মান অথবা অসম্মান যাহাই প্রদর্শন করুক না কেন, তাহাতে তাঁহাদের কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারপালের ঐরূপ ব্যবহার অনুচিত বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের কল্যাণের নিমিত্তই সমুচিত শিক্ষাদানের ইচ্ছা করিলেন। ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "দেখিতেছি বৈকুণ্ঠে বাস করিয়াও তোমাদের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয় নাই। বৈকুণ্ঠবাসিগণের পক্ষে ভেদবুদ্ধিবশতঃ হিংসাপরায়ণ হওয়া নিতান্তই গর্হিত কর্ম্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ গর্হিত কর্ম্মের জন্য তোমাদের অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত। তোমরা বৈকুণ্ঠবাসের অনুপযুক্ত; অতএব আমরা অভিশাপ দিতেছি, যে লোকে রাগ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি বর্ত্তমান্ আছে, তোমরা সেই লোকে যাইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ কর্ম্মফল ভোগ কর।" এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া জয় বিজয় অত্যন্ত কাতর ভাবে বলিলেন—"আমরা ঘোরতর অপরাধে অপরাধী, অতএব উপযুক্ত শাস্তিবিধানই আপনারা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা আমাদের অন্যায়কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে ও কর্ম্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। অতএব ইহা আমাদের প্রতি আপনাদের কৃপা বলিয়াই মনে করি। তবে যে কোন যোনিতেই আমাদের জন্ম হউক না কেন, আমাদের যেন ভগবদ্ বিস্মৃতি না ঘটে দয়া করিয়া তাহাই করিবেন এই বিনীত প্রার্থনা।"

এদিকে ভক্তের অবমাননায় ভগবানের আসন টলিয়াছে। ভক্তের অবমাননা ভগবান্ সহিতে পারেন না। ভক্ত যে তাঁহার নিকট কতটা সম্মানার্হ তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" (ভাঃ ১১।১৯।২১) বাক্যে।

বৈকুণ্ঠনাথ ঋষিগণের প্রতি জয় বিজয়ের এই অপরাধকে নিজ-কৃত অপরাধ মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লইয়া ঋষিগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অতি বিনীতভাবে কহিলেন—"হে ঋষিগণ! আপনারা আমার পরম ভক্ত। আমার দ্বারপালদ্বয় আপনাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা আমারই নিজকৃত অপরাধ বলিয়া মনে করি। ভৃত্যকৃত অপরাধ প্রভুর অপরাধ বলিয়াই গণ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। ব্রাহ্মণগণ যে কিরূপ সর্ব্বলোকে সম্মানার্হ ইহারা তাহা অবগত নহে। আমি ব্রাহ্মণগণকে কিরূপ সম্মান করিয়া থাকি তাহা ইহারা জানে না বলিয়াই আপনাদিগকে এইভাবে অবমাননা করিতে সাহসী হইয়াছে। ভৃগুমুনি ক্রুদ্ধ হইলে আমি পূজা ও স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। শুধু তাহাই নহে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে পদাঘাত করিলে, তাঁহার সেই পদাঘাতচিহ্ন আমি অদ্যাবধি আমার বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি—ব্রাহ্মণগণ আমার নিকট এতই সম্মানার্হ ও পূজার যোগ্য। অতএব তাহাদের প্রতি আপনারা যে শাস্তিবিধান করিয়াছেন তাহা যথোপযুক্তই হইয়াছে এবং আমিও আপনাদের এইরূপ শাস্তিপ্রদান সমর্থন করি। তবে তাহারা যেন অপরাধ-জনিত ভোগ ক্ষয় করিয়া শীঘ্র বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া আসিতে পারে কৃপা করিয়া তদ্রূপ ব্যবস্থা করুন এই প্রার্থনা।"

সনকাদি ঋষিগণ ভগবদ্‌বাক্যে ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং ভগবানের সন্তোষবিধানার্থ স্তব করিতে লাগিলেন। এইভাবে ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর পরস্পরের অভিনন্দন দ্বারা উভয়েই প্রীত হইলে পর সনকাদি ঋষিগণ জয় বিজয়কে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—তোমরা অপরাধ জনিত পাপ হইতে তিন জন্মে মুক্ত হইয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া আসিবে—"প্রোক্তৌ পুনর্জ্জন্মভির্ব্বাং ত্রিভির্ল্লোকায় কল্পতাম্" (ভাঃ ৭।১।৩৮) এইরূপ বলিয়া তাঁহারা ভগবানের চরণকমল বন্দনা করিয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া জয় বিজয় তিন তিনবার মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইহাদিগের উদ্ধারের জন্য ভগবান্‌ও তিন তিনবার অবতাররূপে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হন। প্রথম জন্মে ইঁহারা হইলেন হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু। অসুর-যোনি প্রাপ্ত তাঁহাদিগকে উদ্ধারের জন্য ভগবান্ বরাহরূপে এবং নৃসিংহরূপে অবতার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বারে রাক্ষসকুলে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তের উদ্ধারের জন্য ভগবান্‌কে আসিতে হইল—আসিলেন রামরূপে অবতার হইয়া। রাবণ এবং কুম্ভকর্ণকে বধ করিয়া তাঁহাদিগকে রাক্ষস জন্ম হইতে মুক্ত করিলেন। তৃতীয় জন্মে তাঁহারা হইলেন দন্তবক্র ও শিশুপাল। শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে ভগবান্ সুদর্শন চক্রদ্বারা তাঁহাদিগকে বধ করিয়া ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত করিলেন—"অধুনা পাপনির্ম্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ"। (ভাঃ ৭।১।৪৫) এইরূপে তিন জন্মে ব্রহ্মশাপের ভোগ ক্ষয় হইলে তাঁহারা পুনরায় বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া গেলেন। এই উপাখ্যানে আমরা যেমন ভগবানের ভক্তবাৎসল্য দেখিতে পাই, তেমনি সনৎ-কুমারাদি ঋষিগণের সর্ব্বলোকে পূজার্হতার পরিচয়ও প্রাপ্ত হই।

ভগবান্ সনৎকুমারের সর্ব্বলোকমান্যতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আরো একটি উপখ্যান এখানে বর্ণনা করিতেছি। মহাভারতের বনপর্ব্বের অন্তর্গত ১৮৫ অধ্যায়ে উপাখ্যানটী এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপ্রসিদ্ধ বেন রাজার পুত্র রাজর্ষি পৃথু বৈন্য নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি এক সময় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি যখন সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন, সেই সময় মহামুনি অত্রি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করিতে ইচ্ছা করেন। স্ত্রীর নিকট তাঁহার মনোবাসনা জ্ঞাপন করিলে, স্ত্রী বলিলেন—"আপনি তপস্যার্থ বনে গমন করিবেন, এ বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? তবে এ সম্বন্ধে আমার মনে যে কথাটি উদিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। রাজর্ষি পৃথু অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে তিনি প্রচুর ধন দান করিবেন। অতএব আপনি রাজা বৈন্যের অশ্বমেধ যজ্ঞে গমন করুন। সেখানে দক্ষিণাস্বরূপ যে প্রচুর অর্থপ্রাপ্ত হইবেন, তাহা পুত্রগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া গেলে তাহারা নিজেদের ভরণপোষণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। তাহাতে আপনিও নিশ্চিন্ত হইয়া তপস্যা করিতে পারিবেন। সর্ব্ববিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিলেই নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা করা যায়। নিজের মনে কিংবা প্রতিপাল্যদের কারো মনে যদি এই কার্য্যের দ্বারা উদ্বেগ সৃষ্টি হয়, তবে তদ্দ্বারা তপস্যার বিঘ্নই ঘটিয়া থাকে।"

ইহা শুনিয়া অত্রি মুনি প্রথমে যজ্ঞে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু স্ত্রী তাঁহার অনিচ্ছার কারণ অবগত হইয়া তৎসমস্ত খণ্ডনার্থ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় অবশেষে তিনি যজ্ঞে যাইতে মনস্থ করিলেন। যথাসময়ে তিনি যজ্ঞস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা বিষ্ণুস্বরূপ—বিষ্ণু-অংশে তাঁহার জন্ম, শাস্ত্রের এই অভিমত তিনি অবগত ছিলেন। অতএব রাজা অবশ্যই সম্মানার্হ এবং স্তুত হইবার যোগ্য বিবেচনা করিয়া যজ্ঞস্থলে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"হে রাজন্! আপনি এই পৃথিবীর প্রথম পরিপালক। আপনি বিষ্ণুস্বরূপ—কারণ রাজা বিষ্ণু-অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনি অতি পুণ্যবান্ এবং আপনি ধন্য। ঋষিমুনিগণেরও আপনি সম্মানের পাত্র। আপনি ধর্ম্মবিৎ—রাজার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ আর কে আছে? রাজাই ধর্ম্মের ধারক ও বাহক—রাজার শাসনেই ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। রাজাহীন রাজ্যে অধর্ম্ম বিস্তার করে। এমন যে রাজা, যিনি ধর্ম্মস্বরূপ এবং প্রজারঞ্জন ও জগৎকল্যাণই যাঁহার ব্রত, কে না তাঁহার সম্মান করিবে? অতএব আশীর্ব্বাদ সহ সর্ব্বান্তকরণে আমি আপনার জয় গান করিতেছি।"

ঋষি গৌতম অত্রিমুনির রাজার প্রতি এইরূপ সম্মান প্রদর্শন অনুচিত বিবেচনা করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অত্রিমুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে অত্রে! রাজার প্রতি তোমার এইরূপ স্তবপরায়ণ বাক্য-প্রয়োগ, বালসুলভ চপলতার ও অজ্ঞতারই পরিচায়ক। দেখিতেছি, তুমি অজ্ঞান এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। বুঝিলাম অজ্ঞতানিবন্ধনই তুমি ঐরূপ অযথা বাক্য প্রয়োগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছ। যাহা হউক, ভবিষ্যতে আর কখনও ঐরূপ করিবে না। আমাদের প্রথম পরিপালক যে রাজা বৈন্য নহেন, প্রজাপতি মহেন্দ্র, দেখিতেছি তুমি তাহা অবগত নহ।" গৌতমের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামুনি অত্রি বলিলেন—"হে গৌতম! তুমি আমাকে অজ্ঞ বলিতেছ বটে, কিন্তু আমি অজ্ঞ নহি, আসলে তুমিই অজ্ঞ, কারণ তুমি কিছুই জান না—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সম্বন্ধে তুমি একেবারে অনভিজ্ঞ। আমি যাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে গৌতম! ইন্দ্র যেমন প্রজাপতি, সেইরূপ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বিধানকর্ত্তা বলিয়া রাজর্ষি পৃথুও প্রজাপতি। তোমার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত তাই ধর্ম্ম কি—সত্য কি তাহা অবগত হইতে পারিতেছ না। আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ কর। এ বিষয়ে অন্যথা করিলে তোমার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে।"

তদুত্তরে ঋষি গৌতম কহিলেন—"হে অত্রে! তুমি বয়োবৃদ্ধ কিন্তু তোমার বুদ্ধি বালকের ন্যায় চঞ্চল এবং বিচারহীন, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না; তাই ঐরূপ অযথা বাক্য প্রয়োগ করিয়া রাজার স্তুতি করিয়াছ। আমার মনে হয় অর্থলোভই ইহার কারণ। লোভবশতঃই তোমার বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটিয়াছে।"

এইভাবে একে অন্যকে বিবেকহীন অজ্ঞ বলিয়া দোষারোপ করিতে লাগিলেন। তর্কের বিরাম নাই—কথা কাটাকাটি চলিতেছে, কেহই কাহারো নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; ফলে যজ্ঞস্থল তর্কযুদ্ধের মল্লভূমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া দাঁড়াইল। এইভাবে যজ্ঞস্থলের শান্তিভঙ্গ হওয়ায় যজ্ঞে দীক্ষিত অন্যান্য মুনিগণ অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—"শান্তরসাস্পদ এই যজ্ঞভূমিকে মল্লভূমিতে পরিণত করিবেন না, আপনারা ক্ষান্ত হউন।" এইসময় মহাতপস্বী কশ্যপমুনি উভয়ের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—"আপনারা কি লইয়া বিবাদ করিতেছেন? যজ্ঞস্থলে এইরূপ বাদবিসম্বাদ নিশ্চয়ই অবাঞ্ছনীয়, আপনারা শান্ত হউন।" তখন ঋষি গৌতম তাঁহাকে মধ্যস্থ করতঃ সমবেত মুনিঋষি ও ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে বরেণ্য মহাত্মাগণ! আমাদের মধ্যে যে কারণে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ করুন—"মহামুনি অত্রি রাজা বৈন্যকে বিধাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে তদ্রূপ স্তবস্তুতি করিতেছিলেন। ইহা আমার নিকট ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অযৌক্তিক মনে হওয়ায় আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি, সেজন্যই আমাদের মধ্যে তর্ক বাধিয়াছে এবং বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন আপনারাই বলুন, অত্রি মুনির ঐরূপ বলা সঙ্গত হইয়াছে কিনা। যদি তাহা সঙ্গত না হইয়া থাকে তবে আমার প্রতিবাদ নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।" সমবেত মুনি-ঋষিগণ তাঁহাদের মতভেদ এবং বিবাদের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে এই বিবাদের সুষ্ঠু মীমাংসা মহাত্মা সনৎকুমারের দ্বারাই সম্ভব। অতএব তাঁহার নিকট গমন করিয়াই বিচারপ্রার্থী হওয়া উচিত। এবিষয়ে সকলেই একমত হওয়ায় তাঁহারা আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া সকলে মিলিয়া ভগবান্ সনৎকুমারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাদের বক্তব্য সবিস্তার তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়া বিচারপ্রার্থী হইলেন। ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন— "হে ব্রাহ্মণগণ! এবিষয়ে আমি যাহা ধর্ম্মসঙ্গত, শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি, তাহা বলিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। রাজা ধর্ম্মস্বরূপ। তিনি প্রজাদিগের পতি, ইন্দ্র, শুক্রাচার্য্য, বিধাতা ও বৃহস্পতি স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। প্রজাপতি, বিরাট্, সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, ভূপতি, নৃপতি প্রভৃতি শব্দের দ্বারা যিনি অভিহিত হন, তাঁহাকে স্তব স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে কেইবা পরাঙ্মুখ হইবে? ধর্ম্মমার্গ প্রবর্ত্তনের আদি কারণ রাজা। রাজাই ধর্ম্মের রক্ষক—রাজা ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করেন। ঈশ্বর, স্বর্গপ্রাপক, সহজিৎ, বিষ্ণু প্রভৃতি নামের দ্বারাও রাজা অভিহিত হইয়া থাকেন। রাজা সত্যের প্রকাশস্থল-স্বরূপ, তত্ত্বজ্ঞ ও সত্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ঋষিগণ অধর্ম্ম হইতে ভীত হইয়া রাজার মধ্যে ক্ষাত্রশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। সেই শক্তি দ্বারা রাজা সকলকে সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম এবং অন্যায় হইতে রক্ষা করেন। সূর্য্য যেমন স্বীয় তেজ দ্বারা দেবলোকের অন্ধকার দূর করেন, রাজাও তেমনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীস্থ সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্মের নাশ করেন। যেমন অগ্নি ও বায়ু একত্রে মিলিত হইলে, অতি সত্বর সমস্ত বনকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে, তেমনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইলে শত্রুগণকে সহজেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনাশ করিতে পারে। রাজার শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, সম্মানার্হতা শাস্ত্রসিদ্ধ। অতএব রাজাকে প্রজাপতিরূপে সম্বোধন করিয়া তাঁহার সম্মান করা এবং স্তব করা ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে। রাজার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেহই নাই, সমস্ত শাস্ত্র একবাক্যে তাহাই বলিয়া থাকেন। অতএব মহামুনি অত্রি যে রাজর্ষি পৃথুকে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্তবস্তুতি করিয়াছেন, তাহা ন্যায়ানুমোদিত এবং ধর্ম্মসঙ্গতই হইয়াছে বুঝিতে হইবে।" ভগবান্ সনৎকুমার এইরূপ বলিলে সকলেই নতমস্তকে তাঁহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেন এবং স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

তখন রাজা বৈন্য অত্রি মুনিকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিনয়নম্রবচনে কহিলেন—"হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমাকে সর্ব্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ রাজা ও সর্ব্বদেবতুল্য বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন, ইহাতে আমি যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি যেমন ধর্ম্মজ্ঞ তেমনি সর্ব্বজ্ঞ। আমি পরম শ্রদ্ধাসহকারে আপনাকে ধনরত্ন, দশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা এবং এক সহস্র বস্ত্রালঙ্কার শোভিতা দাসী দান করিতেছি। এইরূপ মহামূল্য বস্তুসকল আপনাকে দান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি—আপনি কৃপাপূর্ব্বক তৎসমস্ত গ্রহণ করুন।"

মহাতপস্বী মহামুনি অত্রি রাজপ্রদত্ত ঐ সকল রত্নরাজি ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ উপহার সকল গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে রাজা কর্ত্তৃক এইভাবে সম্মানিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। মুনিবর অত্রি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া রাজপ্রদত্ত সেই সমস্ত ধনরত্ন পুত্রগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। এই উপাখ্যান পাঠে আমরা অবগত হই যে, ভগবান্ সনৎকুমার রাজর্ষি, মহর্ষি, প্রভৃতি সকলেরই পূজনীয় বন্দনীয়, এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কি দেবলোকে, কি মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বত্রই স্বীকৃত এবং কীর্ত্তিত রহিয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্রের অবতার লীলায় তিনি যে পত্নীবিরহে কাতর হইয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্য তাঁহার ভগবত্তা বিস্মরণ হইয়াছিল, তাহার মূলেও ভগবান্ সনৎকুমারের অভিশাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, একদা রাজা অরিষ্টনেমি বাল্মীকি মুনিকে জিজ্ঞাসা করেন "হে মুনিবর! রাম কে? তাঁহার স্বরূপ কি? তিনি বদ্ধ না মুক্ত?"

তদুত্তরে বাল্মীকি মুনি বলেন—"হে রাজন্! আপনার ইষ্ট ভগবান্ নারায়ণই ভক্তপ্রদত্ত শাপের মর্য্যাদাদান-কল্পে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া কিছুকাল অল্পজ্ঞের ভান করিয়াছিলেন। আসলে তিনি নারায়ণই—শুধু মর্ত্ত্যলীলায় মানুষী তনু ধারণ করিয়া মনুষ্যোচিত আচরণ করিয়াছিলেন।" তখন রাজা জিজ্ঞাসা করেন, "অভিশাপের কারণ কি এবং কেই বা এই অভিশাপ প্রদান করেন?" রাজার প্রশ্নোত্তরে মহামুনি বাল্মীকি বলিতে লাগিলেন—"একদা ভগবান্ সনৎ-কুমার ব্রহ্মলোকে আসীন আছেন, এমন সময় ত্রৈলোক্যাধি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতি বিষ্ণু তথায় উপস্থিত হইলে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং সত্যলোক-বাসী সকলেই তাঁহার পূজা, বন্দনা ও স্তবস্তুতি করেন। কিন্তু ভগবান্ সনৎকুমার ত্রৈলোক্যাধিপতিকে কোনরূপ সম্মানই প্রদর্শন করিলেন না। তখন ত্রৈলোক্যাধিপতি তাঁহাকে বলিলেন—"হে সনৎকুমার! দেখিতেছি তুমি কার্য্যাকার্য্য বিবেকহীন—তাই আমার প্রতি তোমার এইরূপ অজ্ঞানোচিত আচরণ। আমি অভিশাপ দিতেছি, তুমি স্মরদেবের অবতার কার্ত্তিকেয়রূপে জন্মগ্রহণ করিবে।" তখন সনৎকুমার বলিলেন, "আমিও আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, আপনিও কিছুকালের জন্য স্বীয় ভগবত্তা এবং সর্ব্বজ্ঞতা ভুলিয়া মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় আচরণ করিবেন।" তাহা ছাড়া ভৃগু, বৃন্দা এবং দেবদত্ত কর্ত্তৃকও বিষ্ণু অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহাকে পত্নীবিরহ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রীরামচন্দ্রের অবতারলীলা ভগবান্ সনৎকুমারের এবং অন্যান্য ভক্তদের অভিশাপ সফল করিয়া ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শনের জন্য। *

শ্রীভগবানের শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতার গ্রহণের মূলেও ভগবান্ সনৎকুমারের অভিশাপ ছিল দেখা যায়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত আছে যে, একদা ভগবান্ সনৎকুমার সশিষ্য বৈকুণ্ঠনাথের দর্শন মানসে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত হন। দ্বারপাল তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"প্রভো! ভগবান্

* পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সম্পাদিত বঙ্গবাসীর তৃতীয় সংস্করণের চতুর্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণে অন্তঃপুরে নির্জ্জনস্থানে অবস্থান করিতেছেন। এই সময় তাঁহার দর্শনে নিষেধ আছে। আপনি বিশ্রাম করুন, যথাসময়ে অভ্যন্তরে গিয়া দর্শন করিবেন।" তদুত্তরে সনৎকুমার বলিলেন—"ওরে মূঢ়! আমি কে তাহা না জানিয়াই এইরূপ বলিতেছ,—আমার মাহাত্ম্য অবগত থাকিলে নিশ্চয়ই আমাকে ভগবদ্দর্শনে বাধা প্রদান করিতে না। আমি নির্জ্জন স্থানে গিয়াই বৈকুণ্ঠনাথকে দর্শন করিব"। এই বলিয়া সশিষ্য তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, দ্বারপাল বেত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রহার করিলেন এবং দ্বার ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত হইলেন। দৈবের লিখন কে খণ্ডাইবে? ইহাও তো ভগবদ্-বিধানই, তাই মান অপমানে নিরপেক্ষ, গুণাতীত ভগবান্ সনৎকুমারকেও ক্রোধের ভান করিতে হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত নয়নে, কম্পিত ওষ্ঠে বলিলেন, "ওরে মূঢ়! ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হওয়াতেই তোমাদের এইরূপ অশিষ্ট আচরণ। অতএব আমি অভিসম্পাত করিতেছি যে, তোমার প্রভু বৈকুণ্ঠনাথ এবং তাঁহার পার্ষদগণ সকলেই ঐশ্বর্য্যহীন হইয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইবেন।" এইরূপ বলিয়া অগ্নিতুল্য তেজস্বী সনৎ-কুমার সশিষ্য বৈকুণ্ঠধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মশাপ বড়ই দুর্জ্জয়। তাহার ফলে গোলোকে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় দেখা দিল। গোলোকধাম প্রকম্পিত হইল। আকাশ হইতে অস্থি ও শোণিত বর্ষণ হইতে লাগিল। সূর্য্য চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইল। নিদারুণ বেগে প্রলয় সদৃশ ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। গোলোকবাসিগণও তেজবীর্য্য ও ওজঃশক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হারাইয়া আনন্দহীন ও উৎসাহহীন হইলেন। গোলোকবাসিগণ তাঁহাদের এই দুর্দ্দশার কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইবার জন্য তাঁহার নিকটে গমন করিয়া জোড়হস্তে দণ্ডায়মান্ হইলেন। ভগবান্‌কে কিছু বলিতে হইল না—তিনি সমস্তই অবগত ছিলেন। গোলোকবাসিগণের এই দুরবস্থা দর্শনে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিছু সময় নীরব রহিলেন। তৎপর যেন বিশেষ কিছুই হয় নাই এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! ঋষি সনৎকুমারের অভিশাপেই প্রাকৃতিক এই বিপর্য্যয় ও তোমাদের দুরবস্থা ঘটিয়াছে। কি কারণে তিনি এই অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমি অবগত আছি। তাঁহার অভিশাপ অমোঘ, তাহা খণ্ডন করা যাইবে না। ভগবদ্‌বিধানেই তাঁহার মুখ হইতে ঐরূপ অভিশাপ বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা এক্ষণে তোমরা বুঝিতেছ না বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহা দেখিতে পাইবে। অতএব তোমরা পৃথিবীতে গমন করিয়া কুরু, বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর, দাশার্হ, ভোজ, পাঞ্চাল, বাহ্লীক ও যদুকুলে জন্মগ্রহণ কর। মনুষ্য জন্মে তোমরা আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে এবং আমার গুণানুকীর্ত্তন ও আমার ধ্যানে রত হইবে। ভক্তমুখে শ্রবণমঙ্গল আমার লীলাকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে কালাতিপাত করিবে। আমার ভক্তসঙ্গ যেমন দুর্লভ তেমনি মাহাত্ম্যপূর্ণ; অতএব শ্রদ্ধা ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিবে। তোমরা সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া বিদ্বান্ হইবে। অস্ত্রবিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া ধনুর্দ্ধারীগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও নাগগণের অজেয় হইবে। এইভাবে কিছুকাল মর্ত্ত্যধামে বাস করতঃ আমার অবতারলীলায় সহায়ক হইবে। তৎপর পুনরায় গোলোকধামে ফিরিয়া আসিবে। অতএব এজন্য দুঃখিত হইও না। মনুষ্য জন্মে আমাকেও তোমরা প্রাপ্ত হইবে। কারণ ভূভার হরণ করিবার জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় সনৎকুমারের অভিশাপ অবলম্বনে আমাকেও মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে হইবে। আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ সহস্র সহস্র গোপ ও গোপী গোকুলে গিয়া তথাকার গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিবে এবং আমার লীলার সহায়ক হইবে। আর আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রাধাও বৃষভানু-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া মর্ত্ত্যলীলায় আমার সহায়ক হইয়া ব্রজবাসিগণকে আনন্দ দান করিবে। সনৎ-কুমারের বাক্য অব্যর্থ, তাহার অন্যথা হইবে না, অতএব আমি যেরূপ আদেশ করিলাম, তদনুসারে তোমরা মর্ত্ত্যলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ কর। আমিও সত্বরই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইব।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলকে এইরূপ আদেশ করিয়া তাঁহাদের সহিত নিজেও গোকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশানুসারে দেবগণ ও গোলোকবাসী সমস্ত গোপ-গোপী পৃথিবীতলে, কুরু বৃষ্ণি প্রভৃতি কুলে ও গোকুলের গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীরাধাও ব্রজে বৃষভানু-নন্দিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে ভগবান্ সনৎকুমারের শাপ ফলিত হইল। *

* নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত, তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ উত্তর খণ্ড দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবপুরাণে বর্ণিত সনৎকুমার কর্ত্তৃক অভিশাপ প্রদানের আর একটি উপাখ্যান এইরূপ ঃ

একদা দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, "দক্ষকন্যা সতী দেহত্যাগের পর পুনরায় কিরূপে গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ?" তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—"গিরিরাজ হিমালয়ের দ্বিবিধ স্বরূপ। একরূপে তিনি স্থাবর, অন্যরূপে জঙ্গম। স্থাবররূপে তিনি তুষারাবৃত, প্রস্তরময় অরণ্যসঙ্কুল পর্ব্বত। জঙ্গমরূপে তিনি দিব্যদেহ-ধারী দেবতা এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনোহর রমণীয় তাঁহার রূপ। দেবতাগণের প্রার্থনায় পিতৃগণ দেবরূপী হিমালয়ের সঙ্গে তাঁহাদের কন্যা মেনার বিবাহ দেন। মেনার জন্ম বিষয়ে কথিত আছে যে, ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের ষাটটি কন্যার মধ্যে স্বধা নামে একটি কন্যা ছিল। পিতৃগণের সঙ্গে এই স্বধার বিবাহ হয়। মেনা, ধন্যা ও কলাবতী নামে স্বধার তিন কন্যা। তন্মধ্যে মেনা জ্যেষ্ঠা। ইঁহারা পিতৃগণের মানসকন্যা। পিতৃগণের মন হইতে ইঁহাদের জন্ম। মাতৃগর্ভে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং ইঁহারা অযোনিসম্ভবা—কেবল লোক-ব্যবহারে স্বধার কন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহারা সমস্ত জগতের বন্দনীয়া লোকমাতা। ইঁহারা সকলেই পরমযোগিনী ও পরমজ্ঞানী ছিলেন। যোগবলে ত্রিলোকের সর্ব্বত্র ইঁহারা গমনাগমন করিতে পারিতেন। কোন এক সময় এই তিন ভগিনী ভগবান্ বিষ্ণুর নিবাসস্থান শ্বেতদ্বীপে তাঁহাকে দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার জন্য গমন করেন। তাঁহারা ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। ভগবান্ তাঁহাদের পূজাঅর্চ্চনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কিছুকাল তথায় বাস করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহারা তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় অন্যান্য মুনিঋষিগণও তথায় গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণও ভগবানের দর্শন মানসে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানের স্তব করিলেন। এইরূপে সনকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ভগবান্ পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে তথায় কিছুকাল বাস করিবার জন্য আদেশ করিলে তাঁহারা সেখানে রহিয়া গেলেন। তাঁহারা সমস্ত দেবতাগণের অগ্রজ আদি পুরুষ এবং সমস্ত লোকের বন্দনীয়। সেখানে তাঁহারা উপস্থিত হইলে শ্বেতদ্বীপবাসী জনগণ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান্ হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং পূজা অর্চ্চনা ও স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তোষ বিধান করিলেন। সকলের নিকট ইঁহারা এইভাবে পূজিত ও সম্মান-প্রাপ্ত হইলেও ঐ তিন ভগিনী তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ সম্মানপ্রদর্শন করিলেন না। গর্ব্বে উদ্ধতা তিন ভগিনী মিথ্যা অহংকারে নিজেদিগকে ঋষিগণ অপেক্ষা বড় মনে করিয়া বসিয়াই রহিলেন—উঠিয়া দাঁড়াইলেন না। সনকাদিঋষিগণ তাঁহাদের মিথ্যা গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া শিক্ষাদানের জন্য বলিলেন, "তোমরা সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান করিতে জান না। অহংকৃত হইয়াই তোমরা এই অজ্ঞজনোচিত আচরণ করিয়াছ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ আচরণ নিতান্তই গর্হিত। এজন্য তোমাদের কিছু শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। অতএব আমি তোমাদিগকে অভিশাপ দিতেছি যে, তোমরা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নরলোকে মনুষ্য জন্ম লাভ কর।"

ঋষিগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তিন ভগিনী অনুতপ্ত হইয়া বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। স্তবস্তুতি দ্বারা ঋষিগণের সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করিলেন। তখন সনৎকুমার বলিলেন— "তোমরা অনুতপ্ত হইয়া যে স্তবস্তুতি করিয়াছ তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আমাদের বাক্য অন্যথা হইবার নহে। তবে মনুষ্য জন্মেও তোমরা সাধারণের ন্যায় দুঃখভাগী হইবে না, সুখভোগই করিবে। তোমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা মেনা নরলোকে ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ-সম্ভূত গিরিরাজ হিমালয়ের পত্নী হইবেন এবং মহেশ্বর শিবের পত্নী দক্ষকন্যা সতী তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পার্ব্বতী নামে খ্যাত হইবেন। দ্বিতীয়া ধন্যা নরলোকে মহারাজা জনকের পত্নী হইবেন এবং মহালক্ষ্মী তাঁহার কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়া সীতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। আর কনিষ্ঠা কলাবতী দ্বাপর যুগের অন্তে বৃষভানু বৈশ্যের স্ত্রী হইবেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা শ্রীরাধা তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। মেনা পার্ব্বতীর বরে নিজ পতির সহিত পরমপদ কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হইবেন। ধন্যা ও তৎপতি লক্ষ্মীস্বরূপা সীতার প্রভাবে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইবেন। আর নিজ পতি বৃষভানু সহ কলাবতীও কন্যা রাধার সহিত গোলোক ধাম প্রাপ্ত হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি যাহা বলিলাম তাহা সত্যই ঘটিবে—এ বিষয়ে কোন সংশয় করিও না।"

"আমি আরও বলিতেছি যে, মেনার কন্যা পার্ব্বতী দুশ্চর তপস্যা করিয়া ভগবান্ শিবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবেন। ধন্যার কন্যা সীতা ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবেন এবং কলাবতীর কন্যারূপে সাক্ষাৎ গোলোকধাম-নিবাসিনী শ্রীরাধা অবতীর্ণ হইয়া শ্রীভগবানের লীলার পরিপুষ্টি-রূপে গুপ্তভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তমরূপে প্রাপ্ত হইবেন।"

আপাতদৃষ্টিতে এতৎসমস্তকে শাপ বলিয়া প্রতীয়মান্ হইলেও জগৎকল্যাণের জন্য ভগবানের অবতার লীলার পুষ্টিই এতদ্দ্বারা সাধিত হইয়াছে এবং তাঁহাদেরও পরম কল্যাণ সাধিত হইয়াছে—তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব ভগবান্ সনৎকুমারের শ্রীমুখনিঃসৃত এই সকল উক্তিকে যথার্থতঃ অভিশাপ না বলিয়া বরই বলা যাইতে পারে। অবতার লীলায় যাহা অবশ্যম্ভাবী, দ্রষ্টা ঋষি সেই সকল ঘটনারই ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন মাত্র। কাজেই শাপচ্ছলে ভগবান্ সনৎকুমার যাহা বলিলেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই শাপদানের ভিতর দিয়া ভগবান্ সনৎকুমারের ক্রোধ-পরবশতার পরিচয় পাওয়া যায় না, পরন্তু তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও জগৎকল্যাণকারিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ভগবান্ সনৎকুমারের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার বর্ণনা করা যাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজা দশরথ ছিলেন পুত্রহীন। কিন্তু ভবিষ্যতে যে তাঁহার পুত্র হইবে, একথা ভগবান্ সনৎকুমার বহু পূর্ব্বেই অন্যান্য ঋষিদিগের নিকট ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন।

বাল্মীকি-রামায়ণের আদিকাণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ঋষিদিগের নিকট ঐ ভবিষ্যদ্‌বাণী সুমন্ত্র অবগত হইয়া রাজা দশরথকে বলিতেছেন—"কশ্যপ ঋষির বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছেন। তাঁহার ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিবেন। তাঁহার সুকঠোর তপশ্চরণের খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। সেই সময় অঙ্গদেশে রোমপাদ নামক এক রাজা রাজত্ব করিবেন। রোমপাদ রাজধর্ম্মহীন—অধর্ম্মপরায়ণ হইবেন। ফলে ঘোরতর অনাবৃষ্টিতে দেশে দারুণ দুরবস্থা দেখা দিবে। রাজা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার প্রতিকার কি উপায়ে হইতে পারে জানিতে চাহিলে তাঁহারা বলিবেন—"হে মহারাজ! যে কোন উপায়েই হউক, বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আপনার রাজ্যে আনয়ন করুন এবং আপনার কন্যা শান্তাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করুন, তাহা হইলে অনাবৃষ্টি এবং রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল দূর হইবে।" বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা তাঁহাদের পরামর্শানুসারে রাজপুরোহিত ও অমাত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কয়েকজন বেশ্যা দ্বারা প্রলোভিত করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে স্বীয় রাজ্যে আনয়নকরতঃ কন্যা শান্তাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। তখন ইন্দ্রদেব প্রচুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারিবর্ষণ করিবেন। অতঃপর রাজা ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিবেন। ঋষি সনৎকুমার আরও বলিয়াছিলেন,—"ইক্ষ্বাকু বংশে ধার্ম্মিক সত্যসন্ধ দশরথ নামে এক রাজা হইবেন। তাঁহার সহিত অঙ্গরাজের সখ্যতা স্থাপিত হইবে। সেই সময় অঙ্গরাজ-পুত্র রোমপাদের যশ ও খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজা দশরথ তখন তাঁহার নিকট গিয়া বলিবেন—"হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি অপত্যবিহীন, আমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে চাই। ঋষ্যশৃঙ্গকে এই যজ্ঞের পুরোহিত করিতে পারিলে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক ঋষ্যশৃঙ্গ যাহাতে আমার অভিলষিত যজ্ঞের পৌরোহিত্য করেন তাহার ব্যবস্থা করুন। দশরথের অনুরোধে রাজা রোমপাদ শান্তাপতি ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করিবেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি রাজা দশরথের সঙ্গে তাঁহার রাজধানীতে গমন করিয়া পুত্রেষ্টি-যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিবেন, ফলে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ দশরথের চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন।"

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন প্রভৃতির জন্মের কতকাল পূর্ব্বে ঋষি সনৎকুমারের এই ভবিষ্যদ্বাণী। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে সনকাদি ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। আমরা শুধু দিক্ দর্শনার্থ এই কয়টি মাত্র ঘটনা এখানে বর্ণনা করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দানবরাজ বৃত্রাসুরের প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উপদেশ

চতুঃসনের মধ্যে সনৎকুমারই ছিলেন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তাঁহারা চারিজন যেমন একসঙ্গে বাস করিতেন, তেমনি একসঙ্গে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন। কোথাও কাহাকেও উপদেশ প্রদানকালে সকলের মুখপাত্ররূপে সনৎকুমারই উপদেশ প্রদান করিতেন। তাই সনৎকুমারের উপদেশকেই চতুঃসনের উপদেশ বলিয়া সর্ব্বত্র বলা হইয়াছে। মাত্র একস্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সেকথা আমরা যথাস্থানে বর্ণনা করিব।

সনৎকুমার বহুজনকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ শাস্ত্রের বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দানবরাজ বৃত্রাসুর, রাবণ, মার্কণ্ডেয় ঋষি, ঋষিগণ, মহারাজ পৃথু, ধৃতরাষ্ট্র, শুকদেব ও দেবর্ষি নারদ। এই কয়জনের প্রতি উপদেশের কথাই আমারা এই গ্রন্থে বর্ণনা করিব।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ২৮০ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে-দৈত্যরাজ বৃত্রাসুর দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাহার কারণ অবগত হইবার জন্য দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে প্রশ্ন করেন। ঠিক সেই সময় ভগবান্ সনৎকুমার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া দৈত্যরাজ ও দৈত্যগুরু উভয়েই বিস্মিত ও আনন্দিত হন এবং যথোচিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহাকে আসনে উপবিষ্ট করাইয়া পূজা-অর্চ্চনা করেন। সনৎকুমার আসনে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজিত হইবার পর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য করজোড়ে বিনয়নম্র-বচনে তাঁহাকে বলিলেন—"হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আপনি কৃপা-পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে বিষ্ণুর মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কিছু উপদেশ করুন।" এইভাবে প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ সনৎকুমার বলিতে লাগিলেন—"হে দৈত্যরাজ! আমি বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সমস্ত বিশ্ব বিষ্ণুতেই স্থিত আছে। বিশ্বের সৃষ্টি ও বিনাশ কর্ত্তা তিনিই—তিনিই পুনঃ পুনঃ বিশ্ব সৃষ্টি করেন, আবার প্রলয়কালে নিজের মধ্যেই বিশ্ব সংহরণ করেন। ইন্দ্রিয় সংযমবিহীন কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা বা যজ্ঞ দ্বারা তিনি লভ্য নহেন; তাঁহাকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়সংযম। শমদমাদি দ্বারা সংযতচিত্ত হইয়া যিনি নিষ্ঠার সহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেন, তিনিই পরলোকে মোক্ষপ্রাপ্ত হন। স্বর্ণকার যেমন বার বার আগুনে পোড়াইয়া স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুকে নির্ম্মল করে, মনুষ্যও তেমনি পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় করতঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ করে। তবে নিষ্কাম যজ্ঞ এবং শমদমাদি ইন্দ্রিয়সংযম ও সুকঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা এক জন্মেও মনুষ্য নির্ম্মলচিত্ত হইতে পারে। অতএব ইন্দ্রিয় সংযমের সতত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গুণ-প্রভাবে স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি যে আসক্তি যাহা জন্ম জন্মান্তরের ভোগের দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, তাহাও যত্নসহকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা দূর করিতে পারা যায়। হে দানবরাজ! কর্ম্মের প্রতি আসক্তিহেতু এবং কর্ম্মের প্রতি বিরক্তিহেতু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মান্তরে যে সব কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় এবং যে প্রকারে সেই সব কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয় তৎসমস্ত আমি তোমাকে বলিতেছি। তুমি অনন্যচিত্তে শ্রবণ কর।

আদি অন্তহীন ভগবান্ নারায়ণ হরিই সর্ব্বজীবের প্রভু। তিনিই সর্ব্বভূতের স্রষ্টা। তিনিই সর্ব্বভূতে 'ক্ষর'—দেহ ও "অক্ষর" অর্থাৎ জীবরূপে বর্ত্তমান্ আছেন। হে দৈত্যরাজ! পৃথিবী তাঁহার চরণদ্বয়, স্বর্গ তাঁহার মস্তক, দিক্‌সমূহ তাঁহার বাহু, আকাশ তাঁহার শ্রোত্র, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, চন্দ্র তাঁহার মন, বুদ্ধিতত্ত্ব তাঁহার জ্ঞান ও জল তাঁহার রসনেন্দ্রিয়। গ্রহসমূহ তাঁহার ভ্রূর মধ্যে স্থিত। নক্ষত্রসমূহ তাঁহার নেত্র হইতে উদ্ভূত। তিনিই বিশ্বের আদি কারণ ও পরমেশ্বর। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকেও নারায়ণাত্মক বলিয়াই জানিবে। সমস্ত আশ্রমধর্ম্মের ফল, সমস্ত কর্ম্মের ফল এবং কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসের ফলও পরম অব্যয় স্বরূপ সেই পরমাত্মাই। ছন্দসমূহ তাঁহার রোমস্বরূপ এবং প্রণব তাঁহার বাক্য। তিনিই সকলের আশ্রয়, তিনি ব্রহ্ম, তিনি পরম ধর্ম্মস্বরূপ, তিনিই তপস্যা। সৎ অসৎ সবই তিনি, শ্রুতি ও শাস্ত্র তিনিই; যজ্ঞপাত্র ও ষোড়শ ঋত্বিক্‌যুক্ত যজ্ঞও তিনিই। তিনি যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতিরূপে অভিহিত ও দৃষ্ট হন, আবার ঋত্বিক্‌গণ তাঁহাকে এক অদ্বিতীয় বলিয়াও অবগত আছেন।

পরিদৃশ্যমান্ এই সমস্ত জগৎ সেই পরমাত্মারই অধীন। হে দৈত্যরাজ! নানা প্রাণী এবং বহু পদার্থরূপে প্রকাশিত সেই পরমাত্মার একত্বই বেদের প্রতিপাদ্য বলিয়া জানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত পদার্থ এবং প্রাণীকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়া দর্শন হয়। এইরূপ জ্ঞানীর নিকটই ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। জ্ঞানাগ্নির দ্বারা যিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ দগ্ধ করিয়াছেন সেই যোগিপুরুষই প্রলয়কালে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জীবগণ কর্ম্মানুসারেই জন্মান্তে স্ব স্ব স্থান প্রাপ্ত হয়। সমস্ত জীবই প্রলয়কালে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মে লীন হয়। প্রলয়কালে দেবভাবাপন্ন জীব যদি কর্ম্মফল ভোগের পূর্ব্বেই লয়প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে কল্পান্তে পুনরায় সৃষ্টির সময় তাঁহার সেই অবশিষ্ট ফল ভোগের জন্য তিনি পূর্ব্বকল্পের তাঁহার সেই পূর্ব্বাবস্থাই প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁহার প্রলয়কালে সেই জন্মের সমস্ত ভোগ শেষ হইয়া যায়, তাঁহার আর প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে পুনরায় আর সেই যোনিতে সেই স্থানে আসিতে হয় না। তাঁহার কর্ম্মানুসারেই তখন তাঁহার জন্ম হয়। যে যোগী পুরুষ কোন কারণে সিদ্ধলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য-লোকে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি কর্ম্মফল ভোগ করিয়া দেহান্তে পুনরায় সেই লোকেই গমন করেন। অন্যান্য জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে গতি প্রাপ্ত হয়। যতাত্মা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি নির্লিপ্ত-ভাবে জীবনযাপন করেন। তখন তাঁহারা জীবন্মুক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত সেই সকল পুরুষ ভগবৎ-ইচ্ছায় জীবকল্যাণের হেতুভূত হইয়া থাকেন। শুদ্ধচিত্ত সাধক, পরমার্থবিষয়ক চিন্তনের দ্বারা পরমা গতি—অব্যয় শাশ্বত দুর্ল্লভ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। হে দৈত্যরাজ! বিষ্ণু-মাহাত্ম্য এবং মোক্ষ সম্বন্ধে ইহাই আমার উপদেশ জানিবে। এইরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া দৈত্যরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে লাগিলেন—"ভগবন্! আপনার বাক্য যথার্থ। আপনার উপদেশ লাভ করিয়া আমি এক্ষণে বিষাদমুক্ত। আপনার উপদেশ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। ফলে, আমি সর্ব্বপ্রকার পাপ ও কলুষমুক্ত হইয়াছি। হে ভগবন্! মহাদ্যুতি অনন্তস্বরূপ বিষ্ণুর অনন্তবীর্য্যশালী চক্র নিয়তই ঘূর্ণিত হইতেছে। তাঁহার স্থান সনাতন। তিনি পুরুষোত্তম এবং তাহা হইতে তাঁহার চক্রের দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি এবং তাঁহাতেই সমস্ত জগৎ বিধৃত রহিয়াছে।" এইরূপ বলিয়া দৈত্যরাজ পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মা সংযোজিত করিয়া দেহ ত্যাগ করেন এবং পরম স্থান প্রাপ্ত হন—*

"এবমুক্ত্বা স কৌন্তেয়! বৃত্রঃ প্রাণানবাসৃজৎ।
যোজয়িত্বা তথাত্মানং পরং স্থানমবাপ্তবান্ ॥"

(মহাঃ শান্তিঃ ২৮০।৫৯)

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে (৬ষ্ঠ স্কন্ধ ১২ অঃ) ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রাসুর যুদ্ধে নিহত হন। অতএব সনৎকুমারের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৃত্রাসুরের পরমধামপ্রাপ্তির কথা যাহা আমরা এখানে বর্ণনা করিলাম, তাহার সহিত ভাগবতের উক্তির সামঞ্জস্য কই? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধের ১২শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেও দেবগণের সমক্ষে তাঁহার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত আছে। অতএব তাঁহার পরমধাম প্রাপ্তি বিষয়ে ভাগবত ও মহাভারতের উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। তারপর তাহার পরবর্ত্তী ১৪শ অধ্যায়ে তাহার পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্তের (চিত্রকেতুর উপখ্যানে) বর্ণনায় তিনি নারদের নিকট মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিলেন এবং পার্ব্বতীর শাপে বৃত্রাসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বৃত্রবধের পূর্ব্বে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে পরাজিত অবস্থায় সনৎকুমারের নিকট উপদেশ প্রাপ্তি এবং তাঁহার পরমধামে গমনবিষয়ে মহাভারতের উক্তির সহিত বাস্তবিক কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাবণের প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উপদেশ

বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৪৩শ হইতে ৪৫শ সর্গে লেখা আছে, কোন একসময় মহামুনি অগস্ত্যের নিকট শ্রীরামচন্দ্র নানাপ্রকার মনোহর পৌরাণিক কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন। সেই সময় কথাপ্রসঙ্গে অগস্ত্য 'রাবণ কেন সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন' সে সম্বন্ধে এক পুরাতন কাহিনী বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"একদা রক্ষরাজ রাবণ ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীসনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন, দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বাধিক বলবান্ কে? বিপ্রগণ কাহার পূজা করেন এবং যোগিগণই বা কাহার ধ্যানে সতত নিমগ্ন?" রাবণের প্রশ্ন শুনিয়া সনৎকুমার ধ্যানযোগে তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা এবং যাঁহার উৎপত্তি কেহই জানে না, সেই আদি অন্তহীন প্রভু নারায়ণকেই দেবতা ও অসুরগণ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা যাঁহার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন এবং সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব যাঁহার সৃষ্টি, তিনিই দেবতা-দিগেরও আশ্রয়স্বরূপ। বেদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং যোগিগণ তাঁহারই ধ্যান করেন এবং যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সর্ব্বকালে সকলের দ্বারাই তিনি পূজিত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতাদিগের দ্বেষকারী দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি অসুরগণকে তিনিই পরাভূত করিয়া দমন করেন। *

তখন রাবণ পুনরায় সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন—"হে ভগবন্! দৈত্য, দানব এবং রাক্ষস প্রভৃতি যে সকল শত্রু দেবগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং যাঁহারা হরিকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহার কিরূপ গতিলাভ হইবে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি; দয়া করিয়া তাহা বলুন।" সনৎকুমার তাঁহার প্রশ্নোত্তরে বলিতে লাগিলেন—"দেবগণ কর্ত্তৃক যাঁহারা নিহত হইয়াছেন তাঁহারা স্বর্গে গমন করিবেন এবং ভোগকাল শেষ হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে। কিন্তু ত্রিলোকাধিপতি চক্রপাণি বিষ্ণু যাঁহাদের বধ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাতেই বিলীন হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং দেবদেবের ক্রোধও বরই।" রাবণ মহর্ষি মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে এবং কি করিলে বিষ্ণু কর্ত্তৃক সমরে নিহত হওয়া যায়। রাবণকে এইরূপ চিন্তাকুল দেখিয়া মহর্ষি সনৎকুমার বলিলেন—"হে রক্ষরাজ! তুমি চিন্তা করিও না, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। মহাসমরে ভগবান্ই তোমাকে বধ করিবেন।" রাবণ বলিল—"আপনি যাঁহার কথা বলিলেন তাঁহার লক্ষণ কিরূপ জানিতে ইচ্ছা করি।"

রাবণের প্রশ্নোত্তরে সনৎকুমার বলিলেন—"হে দশানন!

---

* পণ্ডিতপ্রবর ৺পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণ বঙ্গবাসী সংস্করণ, উত্তর কাণ্ড ৪৬—৪৩ স্বর্গ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। তিনি সনাতন, আদিদেব, অব্যক্ত, সূক্ষ্ম এবং সর্ব্বব্যাপী। চরাচর সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া তিনি বিরাজিত। ভূমি, স্বর্গ, পাতাল, বন, নগর, স্থাবর, নদনদী যাহা কিছু দৃশ্যমান্ সমস্তই তিনি। তিনি ওঁকারস্বরূপ, সত্যস্বরূপ। সাবিত্রীরূপেও তিনিই। রাত্রি দিন প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাও তিনিই। পৃথিবীও তাঁহারই রূপ। অনন্তদেব নামে খ্যাত তিনিই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। আদিত্য, যম, চন্দ্র, কাল, বায়ু, অগ্নি ও জল তিনিই। তিনিই ব্রহ্ম, রুদ্র এবং ইন্দ্র। তিনি সকল লোকের প্রকাশক এবং সূর্য্যরূপে সন্তপ্তকারক। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তাও তিনি। অধিক আর কি বলিব? এই বিষ্ণুই সব এবং সকল লোক ব্যাপিয়া বিরাজিত আছেন। নীলোৎপল সদৃশ তাঁহার চক্ষু, নবনীরদমালার ন্যায় শ্যামবর্ণ তাঁহার দেহকান্তি, বক্ষঃস্থল চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় শ্রীবৎসলাঞ্ছিত। সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী মেঘমণ্ডলে চপলার ন্যায় তাঁহার দেহ আবরণ করিয়া নিয়ত অবস্থান করিতেছেন—কি সুরগণ, কি অসুরগণ, কি নাগগণ কেহই তাঁহাকে দেখিতে পান না।

কিন্তু যাঁহাকে তিনি কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পান।

কেবলমাত্র যজ্ঞ, দুশ্চর তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, দান প্রভৃতি দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায় না; কিন্তু জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যাঁহাদের পাপ ভস্মীভূত হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্ত তাঁহাতেই একাগ্র হইয়াছে, যাঁহাদের মনপ্রাণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust: Funding by MoE-IKS

সমর্পিত হইয়াছে এবং যাঁহারা অন্য সব বিষয় ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহাতেই তন্ময় হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই তাঁহাকে দেখিতে পান। হে রক্ষরাজ! যদি তুমি তাঁহাকে দেখিতে চাও এবং তাঁহার কথা শুনিতে চাও তবে আমি তোমাকে তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ঃ

ত্রেতাযুগে ইক্ষ্বাকু বংশে দশরথ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। রাম নামে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত তাঁহার এক পুত্র হইবেন। রাম পিতৃসত্য পালনার্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও স্ত্রী সীতা সহ বনে গমন করিবেন। সেই সীতা অযোনিসম্ভবা, তিনি পৃথিবী হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন। স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপা সেই সীতার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অতুলনীয়া হইবে। মনুষ্যলোকে সীতার ন্যায় রূপবতী, গুণবতী রমণী আর দৃষ্ট হইবে না। কৌমুদী যেমন চন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন কখনও থাকে না, ছায়ার ন্যায় সতীশিরোমণি সীতাও তেমনি সতত রামের সঙ্গিনী হইয়া থাকিবেন। তাঁহার রূপগুণের যশঃসৌরভে সমগ্র পৃথিবীমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইবে।"

"ভগবান্ সনৎকুমারের মুখে রাম-অবতারের কথা শ্রবণ করিয়া রক্ষরাজ রাবণ কি করিয়া রামের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন ও মহাসমরে তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারিবেন তজ্জন্য চিন্তাকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন"। রাবণের সীতা হরণের মূল কারণ ইহাই।" মহামুনি অগস্ত্য রামকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এ সমস্ত কাহিনী তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No.............
Shri S... ...yee Ashram
BANARAS.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীসনৎকুমারের ঋষিগণের নিকট ভগবৎস্বরূপ বর্ণনা।

একদা মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন *—"হে দেব! তত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে বিদ্বজ্জনগণের মধ্যেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে প্রকৃতি ও পুরুষ দুই তত্ত্ব। আবার কাহারও মতে প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ত্ব। আবার কেহ কেহ তত্ত্ব সংখ্যা ততোধিকও বলিয়া থাকেন। এইরূপ নানা জনের নানা মত এবং বিভিন্ন শাস্ত্রেও এ বিষয়ে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। অতএব এ বিষয়ে যথার্থ সত্য কি? তত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক নির্ণয়টি আপনার কাছে জানিতে চাই, দয়া করিয়া তাহা আমাকে বলুন।"

প্রশ্নোত্তরে মহামতি ভীষ্ম একটি প্রাচীন কাহিনী বলিতে আরম্ভ করেন: এক সময় দেবতাত্মা হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে প্রায় ছয় হাজার ঋষি সমবেত হন। তাঁহাদের মধ্যে তত্ত্ব নিরূপণ বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হইয়া বাদপ্রতিবাদ চলিতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে জগৎ সত্য চিরস্থায়ী নিত্য বা ধ্রুব। কেহ কেহ বলিতেছিলেন ঈশ্বরই একমাত্র সদ্‌বস্তু। আবার কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নাস্তিক্যবাদ প্রতিপাদন করিতেছিলেন। কেহ কেহ

* গোরক্ষপুর গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মের ২২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের কোন প্রাকৃত কারণ নাই বলিতেছিলেন। আবার কেহ কেহ জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছিলেন। এইরূপ বাদপ্রতিবাদে কেহ স্বভাবকে, কেহ কর্ম্মকে, কেহ পুরুষার্থকে কেহ দৈবকে জগতের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিতেছিলেন। এইভাবে স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠা এবং অপরের মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়ায় মহাগণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। সেই সময় তাঁহারা এইরূপ দৈববাণী শুনিতে পাইলেন—"তোমরা কলহ করিও না, শান্ত হও। সুবর্ণময় মহাগিরি মেরুপর্ব্বতে মহামুনি সনৎকুমার বাস করেন। তোমরা তাঁহার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসু হইলে তিনি তোমাদিগকে তত্ত্বসম্বন্ধে যথার্থ উপদেশ প্রদান করিবেন।" দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা মহর্ষি বশিষ্ঠ ও নারদকে সঙ্গে লইয়া শ্রীসনৎকুমারের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া ঋষি সনৎকুমার বলিলেন—"আপনারা যে দৈববাণীর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছেন তাহা আমি অবগত আছি। আপনারা ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন করুন আমি উত্তর প্রদান করিতেছি।"

তখন সমস্ত ঋষিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—"হে জ্ঞাননিধে! জগতের প্রকৃততত্ত্ব ও পরমকারণ কি তাহা আমাদিগকে বলুন। সেই বিশ্বরূপ পরমাত্মার পরমপদ কিরূপ এবং কোথায় স্থিত আছেন এবং তাঁহার উপাসনাই বা কিরূপে করিতে হয়? আমরা আপনার শরণাগত, কৃপা করিয়া আমাদের সত্যজ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করুন।" ঋষিশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার তাঁহাদের বিনয়নম্রবচনে এবং তাঁহাদিগকে যথার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসু দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই বিশ্বরূপ পরমাত্মাই সকল কারণের কারণ। সেই পরমেশ্বরকে জানিয়া জীব সর্ব্বপ্রকার ভয় রহিত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক-বিচারের মধ্যে না গিয়া সর্ব্বদা সকলের মধ্যে তাঁহাকে অনুভব করিতে চেষ্টা করুন। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপী, বিভিন্ন দ্রষ্টা ও দৃশ্যাত্মক সমস্ত জাগতিক পদার্থ হইতে পৃথক্‌ভাবে স্থিত বলিয়া প্রতীয়মান্ হইলেও বস্তুতঃ তাঁহা হইতে একান্ত পৃথক কিছুই নাই—দৃশ্যমান্ সব-কিছু তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তিনিই সব কিছু হইয়াছেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থসমূহের তাঁহা হইতে পৃথক্ বলিয়া যে জ্ঞান তাহা মিথ্যাজ্ঞান। সূর্য্যকিরণ যেমন সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, তদ্রূপ পরমাত্মা হইতেই চরাচর সমস্ত জগৎ প্রকাশিত। সূর্য্যকিরণের লয়স্থান যেমন সূর্য্য, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে প্রকাশিত এই জগৎ অন্তিমে তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দ্রষ্টা ও দৃশ্যস্থানীয় সবকিছুই পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সূর্য্যের উদয় অস্ত যেমন তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম্ম নহে—স্বরূপে সর্ব্বদা প্রকাশস্বরূপ; ঠিক তেমনি, পরমাত্মাও দৃক্‌দৃশ্যরূপে প্রকাশিত হন এবং তৎসমস্ত পুনঃ তাঁহাতেই লীন হয় বলিয়া বলা হয়; কিন্তু পরমাত্মস্বরূপে প্রকাশ হওয়া বা লীন হওয়া কিছুই নাই। তিনি স্বরূপে সর্ব্বদা স্বপ্রকাশরূপেই বর্ত্তমান আছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পতিত বা উত্থিত অবস্থায় ভোজন গমনাদি সর্ব্বাবস্থায় ঊর্দ্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধে ইত্যাদি সর্ব্বস্থানে সেই এক পরমাত্মাই স্থিত আছেন। তাঁহার সুবর্ণময় দিব্যধামই পরমপদ; তাহাই প্রাপ্তব্য—জীবের শ্রেষ্ঠ গন্তব্য স্থান। স্বপ্রকাশ তিনিই স্বীয় জীবরূপী আত্মার মধ্যে অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে অবস্থিত। মধু সঞ্চয়ের পর ভ্রমর যেমন পুষ্পের চতুর্দ্দিকে নিরাসক্তভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ যিনি প্রথমে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জাগতিক সমস্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই সময় তাঁহাকে কোথাও বা অভিমানী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আসলে তিনি সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত মোহহীন এবং সবকিছু করিয়াও অকর্ত্তা। যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া জ্ঞানী হন, তিনি নির্ম্মলবুদ্ধি দ্বারা হৃদয়স্থিত তাঁহাকে দর্শন করেন। তিনি তখন ধর্ম্মী বা অধর্ম্মী কিছুই নন। তাঁহাকে জানিয়া ব্রাহ্মণ দ্বন্দ্বাতীত ও মাৎসর্য্যবিহীন হয়েন—তাঁহার আত্মা অমৃতময় হইয়া যায়। প্রভু পরমাত্মা স্বীয় অভিন্নশক্তি মায়ার সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন অর্থাৎ জগৎরূপে নিজেকে বিস্তার করেন এবং তিনিই সেই সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ, মোহগ্রস্ত জীব তাহা জানিতে পারে না। তিনি নিজেই দৃশ্য বস্তু সমূহের ধ্যাতা, দ্রষ্টা, মননকর্ত্তা ও বোদ্ধা। জগৎকারণ সেই পরমাত্মাকে কে জানিতে পারে?" এইভাবে ঋষিগণ সনৎকুমার কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পরমার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ করিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার সন্দেহমুক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।"

ঋষিগণের প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ সম্বন্ধে কাহিনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে বর্ণনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া মহামতি ভীষ্ম কহিলেন—"হে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির! তুমিও জ্ঞানযোগ অবলম্বন কর—কারণ জ্ঞানই সর্ব্বদুঃখহর এবং আত্মার স্বরূপ প্রকাশক। সংসার তাপে তাপিত, দুঃখার্ত্ত মনুষ্যগণের পরিত্রাণের জন্য পুরাকালে মহামুনীন্দ্র পুরাণপুরুষ ঋষিশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার এই ধ্রুবজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন।"

LIBRARY
No............
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উপদেশ।

একদা জন্মেজয় বৈশম্পায়নকে পিতৃগণের উৎপত্তি, স্বরূপ, মহত্ত্ব, প্রভাব এবং শ্রাদ্ধের বিধি সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করেন, তাহা খিল হরিবংশের হরিবংশ পর্ব্বের ১৬।১৮।১৯ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। জন্মেজয়ের প্রশ্নোত্তরে বৈশম্পায়ন 'মার্কণ্ডেয় সনৎকুমার সংবাদ' নামক এক কাহিনীর বর্ণনা করেন। সেখানে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, একই প্রশ্ন যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে করিয়াছিলেন এবং ভীষ্ম সেই প্রশ্নই মার্কণ্ডেয় মুনিকে করেন। মার্কণ্ডেয় ঐ প্রশ্নই সনৎ-কুমারকে করিলে তিনি যে উত্তর প্রদান করেন,—তাহাই এখানে বর্ণিত হইতেছে।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভীষ্মকে বলিতেছেন—"হে নিষ্পাপ ভীষ্ম! আমি পিতৃপ্রসাদে দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিয়াছি। যুগাবসানে সুমেরু শৈলে আমি বহু সহস্র বর্ষ দুশ্চর তপস্যা করি। তখন একদিন সুমেরুর উত্তর ভাগে সমস্ত আকাশমার্গ আলোকিত করিয়া এক তেজঃপুঞ্জ বিমান আসিতেছে দেখিলাম। সেই বিমানে এক পর্য্যঙ্কে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র এক পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত এবং আদিত্যের ন্যায় তেজোদীপ্ত সেই পুরুষ। অতীব বিস্ময়সহকারে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া পরিচয় জানিতে চাহিলাম। তখন সেই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ মূর্ত্তি সুমনোহর রূপ ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বেদে যে সনৎকুমারের নাম উল্লিখিত আছে, আমি সেই ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং ব্রহ্মার সৃষ্ট দেব-মনুষ্যাদি সমস্ত প্রাণিগণেরও অগ্রজ সনৎকুমার। আমি ভিন্ন ব্রহ্মার অন্য যে সপ্ত পুত্র—তাঁহারা সকলেই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমার সেই ভ্রাতৃগণ অতিশয় তেজস্বী এবং তাঁহাদের সৃষ্ট বংশই সমুদয় লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের নাম ক্রতু, বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা ও মরীচি। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণও ইঁহাদের সেবা করিয়া থাকেন। আমি যতির ধর্ম্ম আচরণ করি। গৃহস্থধর্ম্ম প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে আমি নিরপেক্ষ এবং সর্ব্বদা আত্মযোগে স্থিত আছি, আমি জন্মাবধি একরূপই আছি। অতএব আমাকে 'কুমার' বলিয়া জানিবে। আমি কুমারের ন্যায় নিরন্তর রাগ দ্বেষশূন্য, সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত বলিয়া আমি "সনৎকুমার" নামে প্রসিদ্ধ। আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তুমি যে দুশ্চর তপস্যা করিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। এখন বল, তোমার কোন্ ইচ্ছা পূরণ করিব?" আমার প্রতি তাঁহার কৃপারূপ সন্তোষ দর্শন করিয়া আমি তখন আনন্দসহকারে তাঁহাকে বলিলাম—"হে ব্রহ্মর্ষে! সৃষ্টির অগ্রজ পুরুষ! আমি পিতৃগণের সৃষ্টি, পিতৃগণের স্বরূপ ও মহিমা এবং শ্রাদ্ধকৃত্যের ফল কি তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি।" তখন তেজঃপুঞ্জ কলেবর সনৎকুমার বলিতে লাগিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"একদা ব্রহ্মার সৃষ্ট দেবগণ ব্রহ্মাকে পূজা না করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মা তাহাতে রুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন। অভিশপ্ত দেবগণ মূঢ়, জ্ঞানহীন এবং অজ্ঞ হইয়া খুবই অনুতপ্ত হইলেন এবং ব্রহ্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন—"তোমরা পূজ্য ব্যক্তির পূজা না করিয়া ঘোরতর অন্যায় করিয়াছ। অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত তোমাদিগকে করিতে হইবে। পুত্রগণের নিকট শিষ্যের ন্যায় প্রণত হইয়া জিজ্ঞাসু হইলে তোমরা পুনরায় লুপ্তজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।" তদনুসারে দেবগণ পুত্রগণের নিকট গমন করতঃ প্রণত হইয়া জ্ঞানোপদেশের জন্য প্রার্থনা করেন। সেই পুত্রগণ দেবগণকে "পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত জ্ঞানোপদেশ করেন। দেবতারা "পুত্র"রূপে অভিহিত হইয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—"পুত্রগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থই। তোমরা তাহাদের শরীরের জন্মদাতা কিন্তু তাঁহারা তোমাদের জ্ঞানদাতা; অতএব পিতা ইহাতে সংশয় করিও না। তোমরা দেবগণ এবং তাঁহারা পিতৃগণ হইলেও তাঁহারা এবং তোমরা পরস্পর পরস্পরের পিতা।" ব্রহ্মার ঐ কথায় তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন হইলে তাঁহারা পুত্রগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—"আমাদের মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছিল, প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহা নিরসন করিয়াছেন। তোমরা যখন আমাদিগকে জ্ঞানদান করিয়াছ, তখন তোমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের পিতা। তোমরা যখন আমাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ তখন তোমরা যে আমাদের পিতাই তাহাতে আর সন্দেহ কি? মানবগণ শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণের পূজা না করিয়া কোন কর্ম্ম করিলে, সেই কর্ম্মফল রাক্ষস, দানব ও নাগগণ প্রাপ্ত হইবে।

পিতৃগণ শ্রাদ্ধের দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া স্বীয় অধিদেবতা অব্যয় চন্দ্রমাকে আপ্যায়িত করিবেন। চন্দ্রমা শ্রাদ্ধের দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া সমুদ্র, শৈল, স্থাবর ও জঙ্গমসহ লোকসকলকে আপ্যায়িত করিবেন। পুষ্টিকামী হইয়া শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ তাঁহাদের পুষ্টিবিধান করিবেন। নাম গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পিণ্ডত্রয় প্রদান করিলে পিতৃগণ তদ্দ্বারা তর্পিত হইয়া শ্রাদ্ধকারিদিগকে সমৃদ্ধি দান করিবেন। পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার অনুশাসন এইরূপ; অতএব তাঁহার বাক্য সত্য হউক। আমরা এক্ষণে পরস্পর পিতা ও পুত্র হইলাম।” তৎপর ঋষি সনৎকুমার কহিলেন—“এই সেই পিতৃগণই দেবগণ এবং দেবগণই পিতৃগণ। এই দেবগণও ও পিতৃগণ একে অপরের পিতা হন।”

অতঃপর মার্কণ্ডেয় পুনরায় সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন—“পিতৃগণের সংখ্যা কত? তাঁহারা কোন্ লোকে অধিষ্ঠিত আছেন?” উত্তরে সনৎকুমার বলিলেন—“পিতৃগণের সংখ্যা সাত। ইঁহারা দেবলোকে স্বর্গের অধিষ্ঠাতা। ইঁহাদের মধ্যে চারজন মূর্ত্তিমান্, অপর তিনজন অমূর্ত্ত। মূর্ত্তিমান্ চারিজনের নাম সুকাল, আঙ্গিরস, সুস্বধা ও সোমপা। ইঁহারা স্বীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মানুসারে দিব্য শরীরধারী। আর অমূর্ত্ত তিনজনের নাম বৈরাজ, অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ। ইঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট শরীর নাই, ইহারা অমূর্ত্ত ও কামরূপ অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ যে কোন শরীর ধারণ করিতে সমর্থ। ইঁহারা আকাশ হইতেও মহান্ ও বিরাট। আবার অণু হইতেও সূক্ষ্ম—পরমাণুর ভিতরেও ইঁহারা প্রবেশ করিতে সমর্থ। অমূর্ত্ত পিতৃগণ ধর্ম্ম-মুর্ত্তি এবং মূর্ত্ত চারিজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দীপ্তিমান্ অমূর্ত্ত পিতৃগণ প্রজাপতির পুত্র। ইঁহাদের আবাসস্থল সনাতনলোক নামে অভিহিত। হে দ্বিজবর! বিরাজের স্থান "বৈবাজ" নামে আখ্যাত। দেবগণ বিধি অনুসারে কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন।

যোগভ্রষ্ট যতিগণ পুণ্যবলে সনাতন প্রজাপতি লোকসমূহ প্রাপ্ত হন এবং সহস্র যুগ পরে পুণ্যক্ষয় হইলে কল্পান্তে পুনর্ব্বার প্রজাপতি লোক হইতেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারাই অত্যুত্তম সাংখ্যযোগে সিদ্ধ হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মবাদিরূপে খ্যাতি লাভ করেন। ইঁহারাই যোগিগণের যোগবর্দ্ধন পিতৃগণ এবং ইঁহারাই পূর্ব্বে যোগবলে সোমকে আপ্যায়িত করিতেন। এই নিমিত্ত যোগিগণকে বিশেষরূপে শ্রাদ্ধদান করা উচিত।

সোমপা পিতৃগণের মানস কন্যা 'মেনা' মহাগিরি হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা পত্নী। তাঁহারই পুত্র মৈনাক নামে বিখ্যাত। মৈনাকের তনয় শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চ নামে মহাগিরি। এই পর্ব্বত শুভ্রবর্ণ ও নানা রত্নসমন্বিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৈলরাজ মেনকার গর্ভে তিন কন্যা উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নাম অপর্ণা, একপর্ণা ও একপাটলা। এই কন্যাত্রয় দেব-দানবগণেরও অসাধ্য তুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে ত্রিলোক সন্তাপিত হইয়াছিল।

তপস্যাকালে একপর্ণা মাত্র পত্র ভক্ষণ করিতেন, তাই তাহার নাম হয় একপর্ণা। একপাটলা কেবলমাত্র পটলপুষ্প ভক্ষণ করিতেন, তাই তাহার নাম হয় একপাটলা। অপর্ণা নিরাহারে পর্ণ পর্য্যন্ত ভক্ষণ না করিয়া তপস্যা করিতেন, তাই তাঁহার নাম হয় অপর্ণা। মাতা মেনকা অপর্ণার এই তুশ্চর তপস্যা দর্শনে মাতৃস্নেহ বশতঃ তুঃখিতা হইয়া তাঁহাকে "উ, মা" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া তপস্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; তদবধি অপর্ণা ত্রিভুবনে উমা নামে বিখ্যাত হইলেন। অতুলনীয় যোগবলে বলীয়ান্ ইঁহারা তিনজনেই ব্রহ্মবাদিনী এবং উৰ্দ্ধরেতা। বরবর্ণিনী উমা তাঁহাদিগের মধ্যে জেষ্ঠা। তিনি মহাযোগবলে বলীয়ান্ হইয়া মহাদেবের নিকট উপনীত হন। আর একপর্ণা হইলেন যোগাচার্য্য অসিত দেবলের স্ত্রী। একপাটলা মহামুনি জৈগীষব্যকে পতিরূপে বরণ করিলেন। সোমযাজিগণের সোমপদা নামক যেসকল লোক আছে, মরীচি প্রজাপতির পুত্রগণ ও পিতৃগণ সেই স্থানে অবস্থান করেন। দেবগণ সেই লোকসকলকে তর্পিত করেন। সেই সকল পিতৃগণ অগ্নিষ্বাত্তা নামে বিখ্যাত। তাঁহারা সকলেই মহাতেজস্বী। অচ্ছোদা নামে নদী অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের মানস কন্যা, যাঁহা হইতে অচ্ছোদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামক বিখ্যাত সরোবর উদ্ভূত হইয়াছে। অচ্ছোদা পূর্ব্বে কখনও পিতৃগণকে দর্শন করেন নাই, সুতরাং সেই শুচিস্মিতা একদা অমূর্ত্তপিতৃগণকে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় পিতা বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। পরে যখন পিতৃগণের কথা জানিতে পারিলেন তখন খুব দুঃখিতা হইলেন। কোন বিশেষ কারণে তিনি ধর্ম্মচ্যুতা হইয়া স্বর্গ-ভ্রষ্টা হন। এজন্য অনুতপ্ত হইলে পিতৃগণ তাঁহাকে বলিলেন— "তুমি দুঃখ করিও না। এতদ্দ্বারা তোমার কল্যাণই লাভ হইবে। তুমি পৃথিবীতলে মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া মহাত্মা বসু-নৃপতির কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবে। পরাশরের ত্রিলোক-বিখ্যাত পুত্র তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিবেন। পূর্ব্বজন্মে যিনি মহাভিষ নামে বিখ্যাত ছিলেন, পরজন্মে তিনি শান্তনু নামে নরপতি হইবেন। তাঁহার বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র হইবে। তুমি ধর্ম্মচ্যুতা হওয়ার ফলে নীচ জন্ম প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বজন্মে যিনি বসুরূপে বিখ্যাত ছিলেন, সেই নৃপতির অদ্রিকা নাম্নী ভার্য্যাতে তুমি কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে তুমি মৎস্য-যোনিতে উৎপন্না হইবে।"

পিতৃগণের অভিশাপের ফলে তিনি পৃথিবীতে দাসবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সত্যবতী নামে বিখ্যাতা হন। তিনি প্রথমে মৎস্যযোনিতে উৎপন্না হইয়া বসু নৃপতির কন্যা হইয়াছিলেন।

স্বর্গলোকে বিখ্যাত বর্হিষদ নামক পিতৃগণ যে স্থানে বাস করেন সেই বৈভ্রাজ নামক সুদৃশ্য লোকসকল দ্যুলোক মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাজ করিতেছে। মহাতেজা দেবগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ব্রাহ্মণ, নাগ, সর্প ও সুপর্ণ প্রভৃতি সেই সমস্ত স্থানকে তর্পিত করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রজাপতি পুলস্ত্যের পুত্র। ইঁহারা মহাপ্রভাবশালী, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, তেজস্বী ও মহাতপস্বী। হে মুনে! অমূর্ত্ত এই পিতৃগণ ধর্ম্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উদ্বেগশূন্য অক্ষয়, শাশ্বত ব্রহ্মধামে স্বলোকে আকাশগতি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন।

বশিষ্ঠ প্রজাপতির সুকাল নামক পিতৃগণ স্বর্গে ও সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ-জ্যোতির্ম্ময় লোকে ভাস্বর হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে তর্পণ করিয়া থাকেন। সাধ্য সকলের কীর্ত্তিবর্দ্ধিনী একশৃঙ্গা নামে বিখ্যাতা এক কন্যা আছেন। তিনি সূর্য্য-মরীচির ন্যায় প্রকাশমান লোকসকলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। পুরাকালে যে সমস্ত অঙ্গিরার পুত্রগণ সাধ্যগণকর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, হে তাত! ফলাভিলাষী ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মানসী কন্যা যশোদা নামে বিখ্যাতা। ইনি বিশ্বমহতের পত্নী, বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্রবধূ এবং মহাত্মা রাজর্ষি দিলীপের জননী। কর্দ্দম প্রজাপতির সুস্বধা নামক পিতৃগণ দ্বিজবর মহানুভব পুলহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা কামগামী লোক-সকলে ও আকাশে আকাশগতি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। হে তাত! ফলকামী বৈশ্যগণ তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মানসী কন্যা বিরজা নামে বিখ্যাতা। তিনি যযাতি রাজার জননী এবং মহারাজা নহুষের মহিষী। এই ত তিনটি গণ কথিত হইল। এক্ষণে চতুর্থ-গণের বিষয় শ্রবণ কর। কবির কন্যা স্বধাতে যে সকল সোমগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন তাঁহারা হিরণ্যগর্ভের পুত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শূদ্রগণ তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আকাশে যে প্রদেশে বিদ্যমান থাকেন, তাহাকে মানসলোক বলা হয়। সরিদ্বরা নর্ম্মদা তাঁহাদের মানসী কন্যা। দক্ষিণাপথগামী এই নর্ম্মদা জীবগণকে পবিত্র করিতেছেন। তিনি পুরুকুৎসের পত্নী এবং ত্রসদস্যুর জননী। হে দ্বিজোত্তম! সমস্ত পিতৃগণের মধ্যে যম প্রথমে উৎপন্ন হন এবং স্বধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের পালন করেন। এই নিমিত্ত বেদে যমকে শ্রাদ্ধদেব কহে। সমস্ত পিতৃগণকে রজত পাত্রে অথবা রজতযুক্ত পাত্রে "স্বধা" মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ দান করিলে ঐ সমস্ত দ্রব্য পিতৃগণকে তৃপ্ত করে। অগ্রে বৈবস্বত যমের, পরে সোমের আপ্যায়ন অর্থাৎ তৃপ্তিসাধন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। অগ্নির অভাবে জলে আহুতি দিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃগণের প্রীতি বিধান করেন, পিতৃগণ তাঁহাকে প্রীতিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং অভিলষিত সমস্ত কাম্যবস্তু প্রদান করেন। হে মুনে! দেবকার্য্য অপেক্ষা পিতৃকার্য্য উৎকৃষ্ট এবং দেবগণের পূর্ব্বে পিতৃগণের পরিতৃপ্তির বিধান শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। পিতৃগণ শীঘ্র প্রসন্ন হন এবং তাঁহাদের ক্রোধ নাই। তাঁহারা সর্ব্বলোকের পরম পরিতৃপ্তি বিধান করিয়া থাকেন। হে ভৃগুবংশপ্রভব মার্কণ্ডেয়! পিতৃগণের প্রসন্নতা সর্ব্বদা অবিচলিত থাকে। তুমি তাঁহাদিগকে নমস্কার কর। হে বিপ্রর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত, বিশেষতঃ আমার প্রতি তোমার দৃঢ়তর ভক্তি রহিয়াছে; অতএব আমি তোমার শ্রেয়ের বিধান করিব, তুমি স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ কর। হে অনঘ! আমি তোমাকে বিজ্ঞানের সহিত দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি। সেই দেবেশ্বর সনৎকুমার এইরূপ বলিয়া দেবগণেরও দুর্ল্লভ বিজ্ঞানসহ দিব্যচক্ষু আমাকে প্রদান করিলেন এবং প্রজ্জ্বলিত দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ পৃথুর প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধ ২২শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে একদা পিতৃগণ, ব্রাহ্মণগণ ও দেবগণ মহাপরাক্রান্ত মহারাজ পৃথুর স্তব করিতেছেন, এমন সময় অনুচরবর্গের সহিত মহারাজ পৃথু অকস্মাৎ দেখিলেন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সনৎকুমারাদি চারিজন মুনি আকাশ হইতে অবতরণ করিতেছেন। লোকসমূহের পাপ বিনাশকারী তাঁহাদের তেজ হইতেই বুঝা যাইতেছিল যে তাঁহারা সনৎকুমারাদি ঋষি। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই সদস্য ও অনুচরবর্গের সহিত মহারাজ পৃথু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের পূজা করিলেন ও তাঁহাদের পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহাদিগকে বলিলেন—"হে মঙ্গলময় মুনিগণ! আহা! আমি এমন কি শুভকর্ম্ম করিয়াছি যে যোগীগণও যাঁহাদের দর্শন সহজে পান না, সেই আপনাদের দর্শন আমি লাভ করিলাম। ব্রাহ্মণগণ এবং শিব, বিষ্ণু ও তাঁহাদের অনুচরগণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার জন্য কি ইহলোক, কি পরলোক কোথায়ও কোনও বস্তুই দুর্ল্লভ হয় না। যাঁহাদের গৃহে পরম পূজনীয়দের গ্রহণীয় জল, তৃণ, ভূমি এবং গৃহস্বামী ও পুত্র আছে এবং যেখানে সাধুগণ শুভাগমন করিয়া পূজিত হন, সেই সকল গৃহস্থ ধনহীন হইলেও ধন্য। যে সকল গৃহে বৈষ্ণবের পদধূলি পড়ে নাই, সেই সকল গৃহ নিখিল সম্পদে পূর্ণ হইয়া থাকিলেও বিষধর সর্পময় বৃক্ষের মতই ভীষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের শুভাগমনে আমি ধন্য হইয়াছি। আপনাদের আচরিত নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য-ব্রতসমূহ জিতেন্দ্রিয় ও নিরহঙ্কার মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধার সহিত পালন করেন। হে নাথ! আমরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য অনিত্য বিষয়সমূহকেই চিরস্থায়ী বলিয়া জ্ঞান করি। আমরা নিজকর্ম্ম অনুসারে এই দুঃখপূর্ণ সংসাররূপ সাগরে পতিত হইয়াছি। আমাদের কিসে মঙ্গল হইবে? আপনারা আত্মারাম এবং মুমুক্ষুগণের পরম বান্ধব। সুতরাং আমি শ্রদ্ধার সহিত বিনীতভাবে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই সংসারে ভগবৎপ্রাপ্তি কি উপায়ে হইতে পারে? ইহা নিশ্চিত যে ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই এই পৃথিবীতে যোগেশ্বররূপে বিচরণ করেন।"

তখন পৃথুর রহস্যপূর্ণ, সমীচীন ও শ্রুতিমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সনৎকুমার প্রীতির সহিত সেই প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে লাগিলেন।

সনৎকুমার বলিলেন—"হে মহারাজ! আপনি পরম জ্ঞানী হইলেও সর্ব্বভূতের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই এই উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। সাধুগণই সর্ব্বভূতের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সাধুসঙ্গ বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই বাঞ্ছিত, কারণ সাধুসঙ্গে যে যে কথোপকথন ও প্রশ্নাদি হইয়া থাকে তাহা সকলেরই কল্যাণকর হয়।

হে রাজন! শ্রীহরির প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি ও নৈষ্ঠিকী রতিই মানবের সংসারের প্রতি আসক্তি নাশ করে। আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুতে আসক্তিহীনতা এবং পরমাত্মাতে দৃঢ়া রতিই মানবগণের মোক্ষরূপ পরম মঙ্গলের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে নিশ্চিতরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রদ্ধা, ভগবদ্ধর্ম্মের আচরণ, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক যোগ-নিষ্ঠা, যোগেশ্বরদিগের উপাসনা এবং সর্ব্বদা ভগবানের পুণ্য কথার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তন—এই সমস্তের দ্বারা আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুতে অনাসক্তি ও পরমাত্মাতে দৃঢ়া রতি জন্মিয়া থাকে। বিষয়ী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের এবং তাহাদের সঙ্গীগণের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া শ্রীহরির লীলামৃত পানের সুযোগ না পাইলেও নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হইলেও পরমানন্দ লাভ করা যায়। ইহার দ্বারাও সংসারের অনাসক্তি ও ভগবানে দৃঢ়া রতি জন্মিয়া থাকে।

অহিংসা, পরমহংসগণের আচরণ, আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য-জ্ঞান, পরমাত্মবিষয়ক স্মৃতি, ভগবানের অমৃতময় লীলাচিন্তন, ইন্দ্রিয়-দমন, কামনাত্যাগ, নিয়ম, নিন্দাচর্চ্চাবর্জ্জন, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণে চেষ্টা না করা এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা—এই সকলের দ্বারা সংসারে অনাসক্তি ও ভগবানে দৃঢ়া রতি জন্মিয়া থাকে। শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনে এবং ক্রমবর্দ্ধমান্ হরিভক্তির দ্বারাই স্থূলসূক্ষ্মাত্মক এই সংসারে অনাসক্তি ও ব্রহ্মে রতি জন্মিয়া থাকে।

পুরুষ যখন সদ্‌গুরু লাভ করে, তখন সেই গুরুর অনুগ্রহেই পরমজ্ঞান ও পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইতে পারে। পরে সেই জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইতেই সেই পুরুষের ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মে নৈষ্ঠিকী রতি জন্মিয়া থাকে। অনন্তর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন তাহার উৎপত্তির স্থল কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেইরূপই ঐ জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইতে উৎপন্ন শ্রীভগবানে নৈষ্ঠিকী রতি আত্মজ্ঞানের আবরক ও আত্মার বন্ধনস্বরূপ ক্লেশকর এই লিঙ্গদেহকে দগ্ধ করে।

স্বপ্নে জীব যেমন শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অনুভব করে এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলে সেই সমস্ত স্বপ্ন দৃষ্ট কিছুই আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে পায় না, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যাহার নানা বাসনাময় অহঙ্কার বিনষ্ট হয় ও যিনি অভিমানাদি অহঙ্কারজাত সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হন, সেই পুরুষের শত্রু-মিত্র, মান-অপমান ও সুখদুঃখাদির কোনওরূপ বোধ থাকে না এবং তিনি পরমাত্মা ও জীবের মধ্যে অত্যন্ত ভেদও দেখেন না।

যিনি মুক্তি লাভ করেন, তাঁহার অহঙ্কার সমূলে বিনষ্ট হয়। তখন সেই জ্ঞানী মুক্ত পুরুষ কোনও কিছুকেই আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের অজ্ঞানতা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই সে নিজেকে পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপে দেখে। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখন তিনি নিজকে ব্রহ্মাত্মক দেখেন।

তীরে জাত তৃণগুচ্ছ তাহার মূল দ্বারা যেমন হ্রদ হইতে জল আকর্ষণ করে, সেইরূপ বিষয়চিন্তাশীল পুরুষের মন ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়াতে তাহার পূর্ব্বাপর অনুসন্ধানরূপ স্মৃতি বিনষ্ট হয়, স্মৃতি বিনষ্ট হইলে জ্ঞান বিনষ্ট হয়। সেই জ্ঞানের বিনাশকে পণ্ডিতগণ "আত্মবিস্মৃতি" বলিয়া থাকেন। যে আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই আত্মা ভিন্ন অন্য সব কিছু প্রিয় হইয়া থাকে, সেই আত্মার নিজের দ্বারাই নিজের বিস্মৃতি ঘটিলে তাহা হইতে এই জগতে পুরুষের অধিক দুঃখদায়ক ও স্বার্থহানিকর আর কি আছে?

মানবগণ ইন্দ্রিয়প্রীতির নিমিত্ত বিষয়সমূহের চিন্তা করিলে তাহার ফলেই তাহার সকল পুরুষার্থের বিনাশ হয়। কারণ ক্রমাগত ঐ বিষয়চিন্তার দ্বারা মানব জ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঘোর অজ্ঞান হইতে উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী পুরুষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুবর্গের বিঘাতক বিষয়ের সঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবেন না। ঐহিক ও পারলৌকিক কোনও পদার্থেরই স্থায়িত্ব নাই; তাহারা সকলেই কালক্রমে বিনষ্ট হয়। অতএব ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ ক্ষয়শীল। একমাত্র মোক্ষই পরম-পুরুষার্থ ও চিরস্থায়ী বস্তু। অতএব হে মহারাজ! যিনি প্রাণীগণের প্রতি-হৃদয়ে প্রকাশিত থাকিয়া নিয়ামকরূপে স্থিত আছেন, আপনি মোক্ষলাভের জন্য তাঁহাকে "তিনিই আমি" অর্থাৎ "আমি তাঁহা হইতে অভিন্ন" এইরূপ ভাবনা করুন! যাঁহাতে মায়া ও কর্ম্মজনিত কোনও প্রকার মালিন্য বা দোষ নাই—স্বভাবতঃই যিনি অবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত প্রকার দোষরহিত ও পরম শুদ্ধ, যিনি জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ—সেই সত্যস্বরূপ ভগবান্‌ই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক অনন্ত রূপ ধারণ করিয়াছেন,—আপনি সেই সর্ব্বরূপী অনন্ত ভগবানের শরণ গ্রহণ করুন। হে রাজন্! ভক্তিমার্গের দ্বারাই সহজে সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়। অতএব আপনি ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ভক্তগণের রক্ষক সেই বাসুদেবেরই ভজনা করুন। যাঁহারা হরিভক্তি বিমুখ হইয়া জ্ঞানাদির দ্বারা ইন্দ্রিয় ও ষড়্‌রিপুরূপ হাঙ্গরে পরিপূর্ণ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব আপনি শ্রীহরির শ্রীচরণকমলকে নৌকারূপে আশ্রয় করিয়া এই দুস্তর সংসার-রূপ দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হউন।"

মহামুনি সনৎকুমার এইরূপ উপদেশ করিলে মহারাজ পৃথু তাঁহার এবং অন্য কুমারত্রয়ের যথোচিত পূজা করিলেন। তখন পৃথু কর্ত্তৃক সম্যক্‌প্রকারে পূজিত হইয়া শ্রীসনকাদি কুমারগণ পৃথুর প্রশংসা করিয়া সকলের সমক্ষেই আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। সজ্জনশ্রেষ্ঠ মহারাজ পৃথুও অধ্যাত্ম শিক্ষার দ্বারা নিজেকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন বোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া শ্রীভগবানেই পূর্ণ স্থিতি লাভ করিলেন এবং তাহার ফলে নিজেকে পূর্ণকাম মনে করিতে লাগিলেন। সূর্য্য যেমন জাগতিক সমস্ত পদার্থের সহিত যুক্ত থাকিয়াও তৎসমস্তে লিপ্ত হন না, তদ্রূপ মহারাজ পৃথুও গৃহে অবস্থান করিয়াও এবং রাজৈশ্বর্য্যের সহিত যুক্ত থাকিয়াও নিরহঙ্কার থাকিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদিবিষয়সমূহে লিপ্ত হইলেন না।

এইরূপে আত্মজ্ঞানী সেই মহারাজ পৃথু সাধুগণের ধর্ম্মরক্ষক হইয়া প্রজাপালনাদিরূপ সমস্ত কর্ত্তব্য নির্লিপ্তভাবে সম্পাদন করিয়া বার্দ্ধক্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুত্রগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পত্নীর সহিত তপোবনে গমন করিলেন। তাহার পর সেই তপোবনে থাকিয়া উগ্র তপস্যা আচরণ করিয়া ভগবান্ সনৎকুমার যে আধ্যাত্মিক যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই যোগের দ্বারাই পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথু পরমেশ্বরের ভজনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শ্রদ্ধার সহিত শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে থাকিলে শ্রীভগবানে তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মিল। তারপর যথাসময়ে সেই মহারাজ পৃথু পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে আত্মাকে দৃঢ়রূপে সংযোজিত করিয়া স্বীয় দেহ ত্যাগ করিলেন এবং ব্রহ্মভূত হইয়া মোক্ষ লাভ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ মহাভারতের উদ্যোগ-পর্ব্বের অন্তর্গত সনৎসুজাতপ্রকরণে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ ॥

[এই উপদেশ সনৎসুজাত করিতেছেন বলিয়া মহাভারতে লিখিত হইয়াছে। এই সনৎসুজাতই সনৎকুমার। যদিও "সনৎকুমার" ভিন্ন "সনৎসুজাতে"র নামও মহাভারতের অন্যস্থানে আছে, তথাপি এখানে সনৎকুমারকেই সনৎসুজাত নামে বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ এই সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র ধৃতরাষ্ট্র-সনৎকুমার-সংবাদ নামে প্রসিদ্ধ। এখানের 'সনৎ-সুজাত' পদে যে সনৎকুমারকেই বুঝায়, তাহা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই সনৎ-সুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যে সনৎ-সুজাৎ শব্দের যৌগিক অর্থ প্রদর্শন করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন, যথা "সনদিতিসনাতনং ব্রহ্মোচ্যতে হিরণ্যগর্ভাখ্যম্। তস্মাৎ সনাতনাৎ ব্রহ্মণো মানসাজজ্ঞান-সুষ্ঠু বৈরাগ্যাদিসমন্বিতঃ জাত ইতি সনৎসুজাত ইত্যুক্তো ভগবান্ সনৎকুমারঃ" অর্থাৎ "সনৎ" শব্দে সনাতন হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মাকে বুঝায়, সেই সনাতন ব্রহ্মার মানস হইতে জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সমন্বিত হইয়া সুষ্ঠুভাবে (সর্ব্বপ্রকার দোষ-রহিতভাবে) জাত বলিয়া ভগবান্ সনৎকুমারকে সনৎ-সুজাত বলা হইয়াছে। আমার পরমপূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব ব্রজবিদেহী শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাসজী মহারাজও একপত্রে লিখিয়াছেন—"স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন 'ন ত্বরমানেন লভ্যঃ' এবং মহাভারতে সনৎসুজাত প্রকরণে শ্রীভগবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনৎকুমারের উক্তিতে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে" (পত্রাবলী ১ম খণ্ড ৫নং পত্র দ্রষ্টব্য ।)]

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের অন্তর্গত সনৎ-সুজাত প্রকরণে দেখা যায় যে মহামতি বিদুর চিন্তাকুল অশান্তমনা ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁহার মনের শান্তির জন্য নানাপ্রকার উপদেশ করিতেছিলেন, সেই সময় প্রসঙ্গক্রমে "মৃত্যু বলিয়া কোন পদার্থ নাই" ভগবান সনৎসুজাতের এই উক্তি বলিয়া তদ্বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের মনের সংশয় দূর করিবার জন্য বিদুর সেই সনাতন ঋষি নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী মহামুনি সনৎসুজাতকে মনে মনে ধ্যান করিয়া তথায় আগমন করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বিদুর তাঁহাকে স্মরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া সনৎসুজাত বা সনৎকুমার তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইলেন। বিদুর যথাবিধি পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্কাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং সেই সনৎকুমার সুখে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিলে বিদুর বলিলেন—"ভগবন্ ! ধৃতরাষ্ট্রের মনে কিছু সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সমাধান আমি করিতে অসমর্থ। আপনিই উপদেশ দিয়া ইঁহার সংশয় দূর করিতে সমর্থ। অতএব যাহাতে ইনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারেন এবং লাভ-অলাভ, প্রিয়-অপ্রিয়, জরা, মৃত্যু, ভয়, অমর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, মদ, ঐশ্বর্য্য, চিন্তা, আলস্য, কাম, ক্রোধ, ক্ষয়, উন্নতি—এই সমস্ত যাহাতে তাঁহাকে কষ্ট না দিতে পারে বা তাঁহার মনের চাঞ্চল্য না ঘটাইতে পারে সেইরূপ উপদেশ ইঁহাকে করুন।"

অনন্তর সেই বুদ্ধিমান্ মহামান্য ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের বাক্যের সমাদর করিয়া পরমজ্ঞানপ্রাপ্তির ইচ্ছায় নির্জ্জনস্থানে সনৎসুজাত মুনিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন—"হে মুনিবর ! আমি শুনিয়াছি যে আপনি বলিয়া থাকেন—"মৃত্যু নাই", অথচ দেবগণ ও অসুরগণ মৃত্যুকে অতিক্রম বা জয় করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন সুতরাং 'মৃত্যু আছে' ও 'মৃত্যু নাই' এই দুই মতের মধ্যে কোন্ মতটি সত্য, ইহা কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ দিয়া আমার সংশয় দূর করুন।"

সনৎ-সুজাত বলিলেন—"কেহ বলেন 'মৃত্যু আছে' ইহাকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া জয় করা যায়। অপর কেহ বলেন—'মৃত্যু নাই'। এই দুই পক্ষের মধ্যে যে কোন বিরোধ নাই—তাহা আমি আপনাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। 'মৃত্যু আছে' ও 'মৃত্যু নাই' এই দুই পক্ষই সত্য। বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন যে মোহ হইতেই মৃত্যু হয় এবং মোহহীন হইলেই অমরত্ব লাভ হয়। আমি বলি 'প্রমাদ'ই মৃত্যু এবং অপ্রমাদই অমৃত ; অসুরগণ তাঁহাদের প্রমাদের জন্য পরাজিত হয় এবং দেবতাগণ অপ্রমাদ হইয়াই অমৃত লাভ করেন। যমদেব রাজ্যশাসন করেন পিতৃলোকে, তিনি পুণ্যবানগণের জন্য মঙ্গলময় এবং পাপীগণের জন্য অমঙ্গলময়। ইঁহারই আদেশে ক্রোধ, প্রমাদ ও লোভ-রূপ মৃত্যু মনুষ্যগণের বিনাশের জন্য উদ্ভূত হয়। অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া যে ব্যক্তি বিপথগামী হয় সে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার-লাভ করিতে পারে না। ক্রোধ, লোভ ও প্রমাদের দ্বারা মোহিত ও অহঙ্কারের বশীভূত ব্যক্তি দেহত্যাগের পর পরলোকে গমন করে এবং পুনরায় তথা হইতে ইহলোকে ফিরিয়া আসে, আবার দেহত্যাগান্তে পরলোকে চলিয়া যায়। এইরূপে বার বার সে জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমনের সময় তাহার ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত সূক্ষ্মদেহও তাহার সঙ্গে যায়। স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিয়োগ হওয়াকেই মৃত্যু বা মরণ বলে। স্থূলদেহ নষ্ট হইলেই মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। দেহাভিমানী জীবের পরমাত্মা সাক্ষাৎকারের উপায়স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান না থাকায় বিষয়সমূহের প্রতি তাহারা আসক্ত হয় ও বিষয় ভোগ করিতে থাকে। এই বিষয় উপভোগহেতু বিভিন্ন যোনিতে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইপ্রকার বিষয়সমূহের যে ভোগ তাহাই ইন্দ্রিয়গণকে মহামোহে নিপাতিত করে। সর্ব্বদা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মানুষের তাহাতে আসক্তি জন্মায়, সেই বিষয়াসক্তি হইতেই ক্রমে আসে কামনা ও কামনার ব্যাঘাতে আসে ক্রোধ, এইরূপে বিষয়াসক্তি জনিত কাম ও ক্রোধের প্রভাবে মানুষ বিবেকহীন হইয়া পড়ে এবং ক্রমে অকল্যাণের পথে অগ্রসর হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ধীর পুরুষগণ ধৈর্য্যের দ্বারা এই বিষয়াসক্তিস্বরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। পরমাত্মার ধ্যান করিলে বিষয়ের প্রতি আসক্তি দূর হয়; সুতরাং বিষয়-কামনা আর উদিত হইতে পারে না।

এইরূপে পরমাত্মার ধ্যান করিয়া বিষয়-কামনাকে যে বিদ্বান্ পুরুষ নষ্ট করিয়া দেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইতে হয় না। কামনার বশীভূত পুরুষের কামনার সহিতই বিনাশ হয়, কিন্তু যে জ্ঞানী পুরুষ কামনা ত্যাগ করেন তাঁহার সমস্ত দুঃখই নষ্ট হইয়া যায়। এই কামনাই প্রাণিমাত্রের মোহ উৎপাদন করে বলিয়া "তমঃ" অর্থাৎ অজ্ঞানস্বরূপ এবং নরকের ন্যায় দুঃখদায়ক। যেমন মদ্যপানে মত্ত ব্যক্তি চলিতে চলিতে গর্ত্তের দিকে যায় ও গর্ত্তে গিয়া পড়ে, সেইরূপ কামী পুরুষ বিষয়ের ভোগকেই সুখ মনে করিয়া সেই ভোগের প্রতি ধাবিত হইয়া নরকগামী হয়। যাঁহার চিত্তবৃত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ভোগে মোহিত হয় নাই, তাঁহার নিকট মৃত্যু তৃণনির্ম্মিত ব্যাঘ্রের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর, মৃত্যু তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। হে মহারাজ, বিষয় ভোগের মূল কারণ অজ্ঞান এবং অজ্ঞানকে নাশ করিতে হইলে কাম্য পদার্থকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তাহার চিন্তা পরিত্যাগ করুন। আপনার শরীরের মধ্যে যে অন্তরাত্মা আছেন তিনিই অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও মোহের বশীভূত ক্রোধ, লোভ ও মৃত্যুস্বরূপ হইয়া যান। মৃত্যুকে এই প্রকার মোহ হইতে উৎপন্ন জানিয়া যিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, এই সংসারে তিনি কখনও মৃত্যুকে ভয় করেন না। মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য যেমন যমের অধিকারে আসিয়া বিনষ্ট হয়, তেমনই মৃত্যুও ঐ জ্ঞানী পুরুষের নিকট আসিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"দ্বিজাতিগণের যজ্ঞের দ্বারা যে পুণ্যতম সনাতন শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্তি হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, বেদে তাহাকেই পরম পুরুষার্থ বলা হইয়াছে—ইহা জানিয়াও বিদ্বান্ পুরুষ কেন সেই উত্তম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না।" সনৎসুজাত বলিলেন—"বেদে ভিন্ন ভিন্ন সকাম কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ফল উক্ত হইয়াছে। অজ্ঞানী পুরুষগণ সেইসব সকাম কর্ম্ম করিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করেন, কিন্তু নিষ্কাম পুরুষগণ সকাম কর্ম্মের মার্গ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার অভিমুখী হন এবং মোক্ষ মার্গকেই অবলম্বন করেন। তাহার ফলে সেই নিষ্কাম পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মস্বরূপ হইয়া যান।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"ভগবন্! যিনি এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জন্মরহিত পুরাতন পুরুষ পরমাত্মাকে এইরূপ কার্য্যে কে নিয়োগ করেন? তাঁহার কার্য্যই বা কি? এবং কি প্রকার সুখই বা তিনি ভোগ করেন? আপনি দয়া করিয়া আমাকে এই সমস্ত বলুন"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনৎসুজাত বলিলেন—"অনাদি অবিদ্যা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অত্যন্ত ভেদ প্রতীতি হয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেদ স্বীকার করিলে শ্রুতিবিরোধরূপ মহান্ দোষ হয়। জীব নিত্য অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি ভোগ করেন ; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার স্বরূপের চ্যুতি হয় না অর্থাৎ জীব যে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপ, তদ্রূপই তিনি থাকেন। পরমাত্মা নিত্য এবং তিনিই মায়াযোগে এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন। এই মায়া সেই পরমাত্মার শক্তি, ইহাই জ্ঞানী পুরুষগণের মত। বেদও ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন !"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"এই জগতে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ধর্ম্মের আচরণ করেন না, আবার এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ধর্ম্মের আচরণ করেন। অতএব আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—পাপ ধর্ম্মকে নষ্ট করে অথবা ধর্ম্মই পাপকে নষ্ট করে ?"

সনৎসুজাত বলিলেন—"ধর্ম্ম ও পাপ উভয়েরই পৃথক্ পৃথক্ ফল আছে। যিনি ধর্ম্ম আচরণ করেন তাঁহাকে ধর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় এবং যিনি পাপ আচরণ করেন তাঁহাকে পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যে জ্ঞানীপুরুষ পরমাত্মাতে স্থিতি লাভ করেন, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য ও পাপ উভয়ই নাশপ্রাপ্ত হয়—ইহা নিত্য প্রসিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত। ইহাও প্রসিদ্ধি আছে যে যিনি পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ করেন নাই, তিনি পুণ্যকারী হইলে পুণ্যের ফল এবং পাপকারী হইলে পাপের ফল ভোগ করেন। এইরূপ পুণ্য ও পাপকর্ম্মের জন্য স্বর্গ ও নরকে গিয়া স্বর্গে সুখ ও নরকে দুঃখ ভোগ করিয়া ভোগান্তে পুনরায় মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনরায় পাপ ও পুণ্য-কর্ম্ম করিতে থাকেন। কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষ নিষ্কাম ধর্ম্মরূপ কর্ম্মের দ্বারা পাপকে নাশ করেন। অতএব ধর্ম্মই বলবান্। ধর্ম্মাচরণকারী বিদ্বান্ পুরুষ অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করেন।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"পুণ্যকর্ম্মকারী দ্বিজাতিগণ নিজ নিজ ধর্ম্মের ফলস্বরূপ যে সব সনাতন লোক প্রাপ্ত হন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাদের ক্রম ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় যাহা আছে তাহাও কৃপা করিয়া বলুন।"

সনৎকুমার বলিলেন—"বলবান্ বীরপুরুষ যেমন নিজের বল-বীর্য্যের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন তেমনই যাঁহারা নিজ নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের স্পর্দ্ধা করেন, সেই ব্রাহ্মণগণ দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যাঁহাদের ধর্ম্মে স্পর্দ্ধা আছে, তাঁহাদের এই ধর্ম্মই হইল জ্ঞানের সাধন; তাঁহারা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। ব্রাহ্মণগণের ঐ সব সৎকর্ম্মাচরণের বেদবিদ্গণ প্রশংসা করেন। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মপালনে বহির্ম্মুখ, তাঁহাদের আচরণের তেমন মহত্ত্ব দেন না। যাঁহারা অন্তর্ম্মুখী হইয়া ধর্ম্মপালন করেন তাঁহাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণের যোগ্য অন্নপানীয় প্রচুর পরিমাণে যে স্থানে আছে, সেই স্থানেই ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবেন। ক্ষুৎ-পিপাসার দ্বারা অন্তরাত্মাকে কষ্ট দিবেন না। আত্মা ক্ষুৎ-পিপাসার দ্বারা ক্লেশ পাইলে শান্তচিত্তে সাধন করা যায় না। যে স্থানে নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ না করিলে অমঙ্গলের ও ভয়ের সম্ভাবনা, সেইস্থানে বাস করিয়াও যিনি নিজের উৎকর্ষ প্রকাশ করেন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। কাহাকেও আত্মপ্রশংসা করিতে দেখিয়াও যাঁহার ঈর্ষ্যা হয় না ও যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণের স্বত্ব উপভোগ করেন না, তাঁহার আদর্শই সৎপুরুষদিগের গ্রহণযোগ্য। কুকুর যেমন বমন করিয়া তাহা খাইয়া ফেলে, সেইরূপ যাঁহারা ব্রাহ্মণত্বের প্রভাব দেখাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন, তাঁহারাও কুকুরেরই মতন বমনই ভোজন করেন বলিতে হইবে। এইরূপ ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা অবনতিই হয়। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিগণের মধ্যে বাস করিয়াও নিজের আচরণের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিগূঢ় মহত্ত্ব অপরের নিকট হইতে নিয়তই গোপন করিয়া রাখেন, অর্থাৎ আত্মপ্রচার করেন না, তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। তিনি সাধু-পুরুষদিগের আদরণীয় হন এবং তাঁহার আচরণও সাধুগণের সম্মত হয়। তিনি সর্ব্বাবস্থায় উদ্বেগশূন্য হন এবং শিষ্ট হইয়াও নিজের শিষ্টতা দেখান না। যাঁহারা লৌকিক বিত্তবিষয়ে ধনহীন হইয়াও দৈবী সম্পদে ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকল্পে ধনী, তাঁহারাই দুর্দ্ধর্ষ এবং তাঁহারা কিছুতেই বিচলিত হন না। তাঁহাদিগকে ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ বিগ্রহ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহলোকে অভীষ্ট প্রদানকারী সমস্ত দেবগণকেও যদি কেহ জ্ঞাত হন, তাহা হইলেও তিনি ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের সমান হইতে পারেন না; কারণ তিনি নিষ্কাম নন, নিজ অভীষ্ট ফলের সিদ্ধির জন্যই তিনি চেষ্টা করিয়া থাকেন। যিনি অপরের নিকট হইতে সম্মান পাইয়াও অভিমান করেন না, মাননীয় পুরুষকে দেখিয়াও ঈর্ষ্যা করেন না এবং নিজে চেষ্টা না করিলেও বিদ্বান্ পুরুষগণ যাঁহাকে সম্মান দেন, তিনিই যথার্থ সম্মানিত। কারণ মাননীয় ব্যক্তিকে সম্মান দেওয়া বিদ্বান্ পুরুষগণের স্বভাব।

সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে সত্য, সরলতা, লজ্জা, দম, শৌচ ও বিদ্যা—এইগুলি ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার। বহু কঠিন তপস্যার ফলে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণগুলিকে লাভ করা যায়; এই গুণগুলি থাকিলে মোহ আর উৎপন্ন হইতে পারে না।

এই সংসারে অধার্ম্মিক ও ছলকপটে চতুর মূর্খ লোকেরা মাননীয়-ব্যক্তিগণকে সম্মান দেয় না, পরন্তু অবমাননাই করিয়া থাকে। ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে 'মান' ও 'মৌন' সর্ব্বদা একত্র বাস করে না। 'মানের' ইহলোক ও 'মৌনের' পরলোক নির্দ্দিষ্ট আছে।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"আপনি যে মৌনের কথা বলিলেন, এই মৌন কাহার নাম? বাক্‌সংযম ও পরমাত্মস্বরূপ—এই উভয়ের মধ্যে মৌন কোন্‌টী? বিদ্বান্‌পুরুষ মৌনের দ্বারা মৌনরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন না কি? এই সংসারে মৌনের আচরণই বা কিরূপ? এই সম্বন্ধে কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।"

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সনৎসুজাত বলিলেন—"মহারাজ! মন এবং সমস্ত বেদরূপ বাক্যও পরমাত্মাকে জানিতে পারে না বলিয়া সেই পরমাত্মাকে মৌন বলা হয়। বৈদিক ও লৌকিক শব্দ যাহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তন্ময় হইয়া তাঁহার ধ্যান করিলে তিনি ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন "ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের জ্ঞানলাভ করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি পাপ করেন, তাহা হইলে তিনি কি সেই পাপে লিপ্ত হইবেন?"

সনৎসুজাত বলিলেন—"আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি যে ঋক সাম ও যজুর্ব্বেদ পাপাচারী অজ্ঞানীকে পরিত্রাণ করে না। যে কপটতাপূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ করে, সেই মিথ্যাচারীকে বেদ পাপ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধার করে না। যেমন ডানা বাহির হইলে পক্ষী বাসা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বেদ অন্তকালে তাহাকে পরিত্যাগ করে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"হে বিচক্ষণ! যদি ধর্ম্ম ব্যতিরেকে বেদ পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে সনাতন কাল হইতে ব্রাহ্মণগণ যে বেদকে পাপনাশক বলিয়া আসিতেছেন তাহা কি প্রলাপ মাত্র"?

সনৎসুজাত বলিলেন—"পরমাত্মাই বিশেষ বিশেষ নাম রূপের দ্বারা এই জগৎরূপে প্রতীতির বিষয়ীভূত হইতেছেন, বেদ ইহা নিশ্চিত-রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এই বিশ্ব পরমাত্মারই রূপ হইলেও তিনি এই বিশ্ব হইতে অতীতরূপেও বর্ত্তমান্ আছেন। সেই পরমাত্মার প্রাপ্তির নিমিত্তই বেদে তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। বিদ্বান্ পুরুষ সেই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা পুণ্যলাভ করেন এবং সেই পুণ্যের দ্বারা পাপ নষ্ট হইলে তাঁহার আত্মা জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়; তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ ঐ জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু জ্ঞানের উদয় না হইলে অজ্ঞানী পুরুষ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গের ফলাকাঙ্ক্ষী হন। তিনি ইহলোকে কৃত সমস্ত কর্ম্মের সহিত পরলোক গমন করেন এবং তথায় সেই কর্ম্মফলের ভোগ শেষ হইলে আবার সংসারে ফিরিয়া আসেন। এই মর্ত্ত্যলোকে সকামভাবে যে তপস্যা করা হয় তাহার ফল পরলোকে ভোগ করিতে হয়; কিন্তু যে ব্রহ্মোপাসকগণ এই লোকে নিষ্কামভাবে কঠোর তপস্যা করেন, তাঁহারা এই লোকেই আত্মজ্ঞান-লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হন"।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"সনৎসুজাত! সমৃদ্ধ ও অসমৃদ্ধ এই দুই-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকার তপস্যার কথা শুনা যায়। তাহাদের বিষয় আমাকে বুঝাইয়া বলুন"।

সনৎসুজাত বলিলেন—"যে তপস্যা কামনাদি দোষের সংস্পর্শ-রহিত তাহাকে কেবল তপস্যা বলে এবং কেবলমাত্র সেই তপস্যাকেই 'সমৃদ্ধ' ও 'ঋদ্ধ' এই উভয় নামেই অভিহিত করা হয়। মহারাজ! আপনি যে তপস্যার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই তপস্যাই হইল সমস্ত জগতের মূল। বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই তপস্যার দ্বারাই মোক্ষ লাভ করেন"।

পরে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সনৎসুজাত তপস্যার দোষের কথা বলিতেছেন—"কাম ক্রোধাদি দ্বাদশটি ও আত্মশ্লাঘা, নৃশংসাচার প্রভৃতি ত্রয়োদশটী তপস্যার দোষ বলিয়া অভিহিত হয়।

শাস্ত্রে যে দ্বাদশটী দ্বিজাতিগণের গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই ধর্ম্মাদি দ্বাদশটী পিতৃগণেরও গুণ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বিধিৎসা (অধিক কর্ম্ম-প্রবৃত্তি) নির্দ্দয়তা, অসূয়া, মান, শোক, স্পৃহা, ঈর্ষ্যা, জুগুপ্সা (নিন্দা) এই দ্বাদশটী মনুষ্যের দোষ, এইগুলি যত্নসহকারে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা উচিত। ব্যাধ যেমন মৃগদিগকে বধ করিবার জন্য ছিদ্র (অবসর) অনুসন্ধান করে, সেইরূপ এক একটি দোষও মনুষ্যের ছিদ্র দেখিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। আত্মশ্লাঘাকারী, ভোগাসক্ত, অপমানে অসহিষ্ণু, সদা ক্রোধী, চঞ্চল ও আশ্রিতদিগের অরক্ষক—এই ছয় প্রকার মনুষ্য পাপী। মহাসঙ্কটে পতিত হইলেও তাহারা নির্ভীকভাবে এই সব পাপকর্ম্ম করিয়া থাকে। যাহারা সম্ভোগে অত্যন্ত আসক্ত, যাহাদের সমদৃষ্টি নাই এবং যাহারা অত্যন্ত অভিমানী, যাহারা দান করিয়া পরে 'কেন দান করিলাম' এই বলিয়া অনুতাপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, যাহারা অত্যন্ত কৃপণ, অর্থলোভী ও কামপরায়ণ ও স্ত্রীবিদ্বেষী এই সাত প্রকার ও উপরে উক্ত ছয় প্রকার—এই ত্রয়োদশ প্রকারের পাপী মনুষ্য নৃশংস। ধর্ম্ম, সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা অর্থাৎ সহনশীলতা, অনসূয়া অর্থাৎ পরদোষ দর্শন না করা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও শাস্ত্রজ্ঞান এই দ্বাদশটি হইল ব্রাহ্মণের ব্রত। এই দ্বাদশটি ব্রত যিনি পালন করিয়া থাকেন, তিনি সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন। ইহার মধ্যে তিনটি, দুইটি বা একটি ব্রতও যিনি সর্ব্বদা আচরণ করেন তিনিই যথার্থ ধনী। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটি অমৃতস্বরূপ। মনীষী ব্রাহ্মণগণ এই তিনটীকে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রাপক বলিয়া থাকেন।

দমের আঠারটি গুণ। নিম্নলিখিত আঠারটি দোষের বর্জ্জন করাকেই দমের আঠারটি গুণ বলিয়া জানিবে। যথা—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিষয়ে বিপরীত আচরণ, অনৃত অর্থাৎ অসত্য, অসূয়া, কাম, অর্থ, স্পৃহা, ক্রোধ, শোক, তৃষ্ণা, লোভ, পৈশুন্য বা কপটতা, মাৎসর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, শাস্ত্র ও সৎ কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, কর্ত্তব্য বিস্মরণ, অতিবাদ অর্থাৎ অধিক কথা বলা ও নিজের সম্বন্ধে মহত্ত্ববোধ এই আঠারটি দোষ যাহার নাই তাহাকেই সাধুগণ দান্ত অর্থাৎ দমগুণসম্পন্ন বলেন। এই আঠারটি দোষকে মদের দোষ বলিয়া বলা হয়। অর্থাৎ লোকবিরোধী কার্য্য করা, শাস্ত্রের প্রতিকুল আচরণ করা, গুণী পুরুষে দোষারোপ করা, মিথ্যা বলা, কাম, ক্রোধ, পরাধীনতা, অপরের নিন্দা করা, খলস্বভাব, অর্থহানি, বিবাদ, মাৎসর্য্য, প্রাণিপীড়ন, ঈর্ষ্যা, হর্ষ, অতিবাদ (অধিক কথা বলা) সংজ্ঞানাশ (অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান নাশ) ও অভ্যসূয়িতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(গুণে দোষ দেখার স্বভাব)—এই আঠারটি মদের দোষ। অতএব প্রাজ্ঞ পুরুষ মদকে ত্যাগ করিবেন।

ত্যাগ ছয় প্রকার। এই ছয় প্রকার ত্যাগই শ্রেয়ঃ প্রদান করে। হে রাজেন্দ্র! ছয় প্রকার ত্যাগ হইল এই ঃ—(১) শ্রী অর্থাৎ সম্পদ লাভ করিয়াও হৃষ্ট না হওয়া, (২) যজ্ঞ, হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও কূপ পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন, (৩) সর্ব্বদা বৈরাগ্য সম্পন্ন হইয়া কামনা ত্যাগ। ইহা মোক্ষপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া ইহাকে মুনিঋষিগণ 'অবাচ্য' বলিয়া থাকেন, অতএব এই তৃতীয় ত্যাগটি গুণরূপে গণ্য। স্বেচ্ছায় ভোগ্য পদার্থ ত্যাগ করিলেই নিষ্কাম হওয়া যায়; কিন্তু স্বেচ্ছায় তাহা উপভোগ করিলে (অর্থাৎ উপভোগের দ্বারা) কামনার উপশম হয় না। কামনার দ্বারা অধিক ধন সম্পত্তি সংগ্রহ করিলেও নিষ্কাম ভাব আসে না। অতএব কর্ম্ম অসিদ্ধ হইলেও মনে দুঃখ গ্লানি আনিতে নাই। এইরূপ করিলেই ক্রমশঃ কাম ত্যাগ হইতে থাকে, (৪) অপ্রিয় উপস্থিত হইলে তাহাতে ব্যথিত না হওয়াকে চতুর্থ ত্যাগ বলা হয়, (৫) পঞ্চম ত্যাগ হইল স্ত্রীপুত্রাদির যাচ্ঞা না করা, (৬) সুযোগ্য ব্যক্তি যাচক হইলে তাহাকে অভিলষিত দান করাই হইল ষষ্ঠ ত্যাগ। এই ষড়্‌বিধ ত্যাগ হইতে যথার্থ কল্যাণ হয় এবং মনুষ্য অপ্রমাদী হয়।

অপ্রমাদীর সত্য, ধ্যান, সমাধি, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, বৈরাগ্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই আটটি গুণ। ত্যাগ ও অপ্রমাদ উভয়ই এই আট প্রকার গুণসম্পন্ন বলিয়া জানিবেন। পূর্ব্বে মদের যে অষ্টাদশ প্রকার দোষ উক্ত হইয়াছে সেই সমস্ত দোষ বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। অতএব সেই ছয়টি এবং অতীত ও ভবিষ্যৎকালের চিন্তা এই দুইটি, মোট আটটি প্রমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোষ। এই আটটি দোষ হইতে মুক্ত পুরুষ সুখী হন। হে রাজেন্দ্র! আপনি সত্যপরায়ণ হউন, সত্যেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ প্রভৃতিও সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত করায়। সত্যই অমৃতের আধার। দোষ সকল পরিহার করিয়া তপ ও ব্রতের আচরণ করিবে—ইহাই শাস্ত্রমুখে বিধাতার বিধান। সৎপুরুষগণের সত্যই একমাত্র ব্রত। মনুষ্য সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইবে। এইপ্রকারে মনুষ্য যে তপ করে সেই তপই বিশুদ্ধ এবং অতিশয় সমৃদ্ধ। হে রাজেন্দ্র! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে সংক্ষেপে বলিলাম। এই তপ পরম পবিত্র, ইহা সমস্ত পাপকে এবং জন্মমৃত্যু ও জরাকে নাশ করে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"হে মহর্ষে! পঞ্চম বেদ—ইতিহাস, পুরাণ-সহিত বেদ পাঁচ প্রকার বলিয়া কথিত হয়। ঐ সম্পূর্ণ বেদকে লক্ষ্য করিয়া কাহাকে পঞ্চবেদী, কাহাকেও ত্রিবেদী; কাহাকেও একবেদী, কাহাকেও বা 'অনৃচ' বা বেদবিহীন বলা হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিব?"

সনৎসুজাত বলিলেন—"প্রথমে বেদ একই ছিলেন, পরে মনুষ্যের জ্ঞানের অভাব হেতু বেদকে অনেক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সেই এক বেদরূপ সত্যেরও সত্যস্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থিত পুরুষ বিরল। বেদের তত্ত্ব না জানিয়াও কোন কোন ব্যক্তি "আমি প্রাজ্ঞ" এইরূপ মনে করিয়া তুচ্ছ বাহ্য সুখের লোভে দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাঁহারা সত্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে চ্যুত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই এইরূপ সঙ্কল্প হইয়া থাকে; তাঁহারা সত্যস্বরূপ বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়া তাহার দ্বারা যজ্ঞের বিস্তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। কেহ মনের দ্বারা, কেহ বাক্যের দ্বারা কেহ বা কর্ম্মের দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; যে পুরুষের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়, তিনি তাঁহার সঙ্কল্প অনুযায়ী লোক প্রাপ্ত হন। যে পর্য্যন্ত সঙ্কল্প সিদ্ধ না হয় সেই পর্য্যন্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের আচরণ করেন। সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই সৎ-পুরুষগণের আশ্রয় হইয়া থাকেন। মনে রাখিতে হইবে যে, জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ, কিন্তু তপের ফল পরোক্ষ। যে দ্বিজ বহু অধ্যয়ন করেন তাঁহাকে বহুপাঠী বলিয়া জানিবেন। অতএব হে মহারাজ! কেবল বহু বাক্যাড়ম্বর করিলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিবেন না। যিনি কখনও সত্যচ্যুত হন না, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবেন। পুরাকালে ছন্দোবিৎ বা বেদবিৎ অথর্ব্ব মুনি ও অন্যান্য মহর্ষিগণ যে মন্ত্রগুলির গান করিয়াছিলেন, সেইগুলির নামই ছন্দঃ (বেদ)। যাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা বেদবেদ্য পরমাত্মার তত্ত্ব জানিতে পারেন না। বেদ ব্রহ্মবিষয়ে নিরপেক্ষ প্রমাণ: এইজন্যই বেদবেত্তা আর্য-পুরুষগণ তাহার অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া বেদবেদ্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন! বেদ অধ্যয়নকারীদের মধ্যে কেহ কেহ বেদকে জানিতে পারেন, আবার কেহ কেহ জানিতে পারেন না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাহ্যতঃ বেদ অধ্যয়ন করিলেও বেদবেদ্য পরমাত্মাকে জানা যায় না। সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন। বেদ সত্যস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞানলাভে সাহায্য করে। যিনি বেদের যথার্থ ব্যাখ্যাকারী পরমাত্ম-তত্ত্ববেত্তা এবং যিনি নিজে ছিন্নসংশয় হইয়া অন্যের সমস্ত সংশয় দূর করিতে সমর্থ হন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া জানি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই পরমাত্মার অন্বেষণের জন্য কোনও দিকে কোনও স্থানেই যাওয়ার আবশ্যকতা নাই; বেদবাক্যেও তাঁহার অন্বেষণ না করিয়া তপের দ্বারাই তাঁহার দর্শন লাভ করিবেন। ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা চেষ্টা না করিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক নিজের অন্তরস্থিত ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। কিন্তু মৌনী থাকিলেই বা অরণ্যে বাস করিলেই মুনি হওয়া যায় না; যিনি নিজের স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি বলিয়া কথিত হন। যিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ, তিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থান করতঃ তাঁহার জ্ঞানলাভ করিয়া সর্ব্ববিৎ হন।"

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সনৎসুজাত আরও বলিতে লাগিলেন— "যে সাধক ব্রহ্মকে শীঘ্র লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন না। বুদ্ধিতে মন লয়প্রাপ্ত হইলে সর্ব্ববৃত্তির নিরোধের দ্বারা যে বিদ্যালাভ হয়, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই লাভ হয়।"

অতঃপর সনৎসুজাত ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ উপদেশ করিতেছেন—

সনৎসুজাত বলিলেন—"আচার্য্যকুলে প্রবেশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে গুরুর অধীন হইয়া যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তিনি ইহলোকেই শাস্ত্রকার হন অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া আচার্য্যরূপে উপদেষ্টা হন এবং দেহত্যাগের পর পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যান। ইহলোকে যাঁহারা মুক্তিলাভের জন্য দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বপ্রকার কামনাকে জয় করিয়াছেন, তাঁহারা দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া অনুভব করিতে পারেন। পিতামাতা শরীরকে উৎপাদন করেন সত্য; কিন্তু আচার্য্যের উপদেশে যে নবজন্ম হয় সেই জন্মই পবিত্র, অজর ও অমর। আচার্য্য পরমাত্মতত্ত্বের উপদেশ দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে রক্ষা করেন এবং অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করেন। অতএব তাঁহাকে পিতা ও মাতা উভয় স্বরূপ বলিয়াই জানিবেন এবং তাঁহার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি কখনও বিদ্রোহাচারণ করিবেন না। শিষ্য গুরুকে নিত্য প্রণাম করিবেন, শুচি ও অপ্রমত্ত হইয়া স্বাধ্যায় (নিত্য বেদাদি শাস্ত্রপাঠ ও মন্ত্র জপ) অনুষ্ঠান কবিবেন। মান ও ক্রোধ ত্যাগ করিবেন—ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম পাদ। শিষ্যবৃত্তি অনুসারে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া শুচি থাকিয়া বিদ্যালাভ করাকেও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের প্রথম পাদ বলা হয়। প্রাণ, ধন, কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা আচার্য্যের প্রিয় কার্য্য করাকে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ বলে। গৃহস্থ গুরু হইলে তাঁহার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা করিবেন, গুরু-পত্নী ও গুরু-পুত্রের প্রতিও সেইরূপ শ্রদ্ধা করাকেও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ বলা হয়। আচার্য্য যে উপকার করিয়াছেন এবং তাঁহা হইতে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে কৃতজ্ঞ থাকাই ব্রহ্মচর্য্যের তৃতীয় পাদ। গুরুদক্ষিণাদি দিয়া গুরুকে সন্তুষ্ট না করিয়া প্রাজ্ঞ শিষ্য অন্য স্থানে যাইবেন না এবং অন্য আশ্রমে প্রবেশও করিবেন না। দক্ষিণাদি দিয়া গুরুর উপকার করিয়াছি, এইরূপ মনেও করিবেন না বা বলিবেনও না—ইহাই হইল ব্রহ্মচর্য্যের চতুর্থ পাদ।

এইপ্রকার ব্রত পালনে রত ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইবেন সেই সমস্ত বস্তুই আনিয়া আচার্য্যকে অর্পণ করিবেন, এইরূপ করিলে শিষ্য সৎপুরুষগণের বহু-গুণযুক্ত-বৃত্তি সম্পন্ন হন। গৃহস্থাশ্রমী গুরুর পুত্রের প্রতিও গুরুর ন্যায় ভাব থাকা চাই। এইরূপে গুরুগৃহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসকারী শিষ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হয়; তারপর শিষ্য যখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন, তখন তিনি বহু পুত্রের জনক হন এবং সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাও লাভ করেন। দিক্ বিদিক্ হইতে তাঁহার জন্য অর্থ ও সুখের স্রোত বহিতে থাকে এবং বহুলোক ব্রহ্মচারী হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে বাস করেন। এই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া দেবতাগণ দেবত্ব ও মনীষী ঋষিগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণও এই ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবেই দিব্যরূপ লাভ করিয়াছেন। যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তপস্যার দ্বারা নিজের সম্পূর্ণ শরীরকে পবিত্র করেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষ ইহার ফলে রাগ-দ্বেষাদিশূন্য বালকের মত হইয়া যান এবং মৃত্যুকে জয় করেন। সকাম পুরুষ নির্ম্মল পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা নাশশীল অনিত্য লোক সকল প্রাপ্ত হন, কিন্তু জ্ঞানের প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তি—মোক্ষ হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভের আর অন্য কোন উপায় নাই।”

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—“বিদ্বান্ পুরুষ যে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের অমৃত ও অক্ষর পরম পদের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁহার রূপ কি প্রকার? শুক্লবর্ণ, লোহিতবর্ণ, অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অথবা সুবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ?”

সনৎসুজাত বলিলেন—“যদিও তাঁহাতে শুক্ল, লোহিত, কৃষ্ণ, শ্যাম ও সূর্য্যসদৃশ বর্ণ প্রভৃতি অনেক বর্ণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, তথাপি ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ পৃথিবীতেও নাই, অন্তরীক্ষেও নাই এবং সমুদ্রের জলেও তাঁহার রূপ প্রকাশ পায় না। তারকামণ্ডলীতে, বিদ্যুতে, মেঘসমূহে, বায়ুতে, দেবগণে এবং চন্দ্র-সূর্য্যেও তাঁহার রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। চারি বেদেও সেই ধ্রুব (নিত্য) রূপ দেখা যায় না। ব্রহ্মের রূপ অনতিক্রমনীয়, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত সেই রূপ ক্ষুরধারের মত সূক্ষ্ম এবং পর্ব্বত অপেক্ষাও মহৎ। প্রলয়কালে সকলের নাশকারী মৃত্যুও তাঁহাতেই লীন হইয়া যান। তাঁহার ঐ রূপই সকলের প্রতিষ্ঠা বা আধার এবং তাহাই অমৃত। ভূতসকল তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে এবং তাঁহাতেই লীন হইতেছে। জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন যে এই সমস্ত জগৎ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের সেই স্বরূপ রোগ, শোক ও পাপরহিত এবং তাঁহার মহান্ যশোরাশি সর্ব্বত্রই প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। হে মহারাজ! কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, শোক, অধিক নিদ্রা, ঈর্ষ্যা, মোহ, বিধিৎসা (অধিক কর্ম্ম প্রবৃত্তি) কৃপা (দীনতা) অসূয়া (গুণে দোষ দর্শন) ও জুগুপ্সা (নিন্দা করা) —এই বারটি দোষ মনুষ্যের প্রাণনাশক।

হে রাজেন্দ্র! একটির পর একটি করিয়া আসিয়া এই দোষ-গুলি মনুষ্যগণকে আশ্রয় করে এবং মনুষ্য ইহাদের বশীভূত হইয়া পাপাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। লোলুপ, উগ্রস্বভাব, কঠোরভাষী, বহুভাষী, ক্রোধপরায়ণ এবং আত্মপ্রশংসাকারী এই ছয়প্রকার মনুষ্য নৃশংস। ইহারা অর্থ পাইলেও অর্থের সদ্ব্যবহার ত করেই না, সম্মানার্হ ব্যক্তিগণকেও অপমানিত করে। যাহারা সম্ভোগকেই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে, যাহারা সমদর্শী নহে বলিয়া বিষম-ব্যবহারকারী ও অভিমানী, যাহারা দান করিয়া নিজের দান কার্য্যের প্রশংসা করে, যাহারা কৃপণ ও দুর্ব্বল হইয়াও নিজের শক্তি সামর্থ্যের প্রশংসা করে, যাহারা সম্মানিত ব্যক্তির সদা বিদ্বেষী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এই সাত শ্রেণীর লোক পাপী ও নৃশংস। ধর্ম্ম, সত্য, তপ, দম, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম, অমাৎসর্য্য (পরের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি দেখিয়া দ্বেষ না করা), লজ্জা, তিতিক্ষা অর্থাৎ সহনশীলতা, অনসূয়া (পরের গুণে দোষ না দেখা), দান, শাস্ত্রজ্ঞান, ধৈর্য্য ও ক্ষমা এই বারটিই হইল ব্রাহ্মণের মহাব্রত।

যিনি এই দ্বাদশ ব্রত-চ্যুত হন না তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। ইহার মধ্যে তিনটি, দুইটি অথবা একটি ব্রতও যিনি পালন করেন, তাঁহার নিজের বলিতে কিছুই থাকে না, আর তাঁহার কোন বস্তুর প্রতিই মমতা থাকে না। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটি মোক্ষদায়ক। ব্রহ্মই যাঁহার প্রধান লক্ষ্য সেই মনীষী ব্রাহ্মণগণের এই তিনটিই হইল মুখ্য সাধন। সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, অপরের নিন্দা করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অপ্রশস্ত ; যাহারা পরনিন্দা করে তাহাদের নরকে বাস হয়।

সৌহৃদ্যে অর্থাৎ মিত্রতাতে ছয়টি গুণ আছে জানিবেন। (১) সুহৃদের কল্যাণে আনন্দিত হওয়া, (২) সুহৃদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, (৩) সুহৃৎ প্রার্থী হইলে নিজের সঞ্চিত ধনও দান করা এবং যে বস্তুর সুহৃৎ প্রার্থী হন নাই সেই বস্তু পর্য্যন্ত দান করিতে প্রস্তুত থাকা, এমন কি সুহৃৎ যদি চাহেন, তাহা হইলে নিজের প্রিয় পুত্র, বৈভব ও পত্নীকে পর্য্যন্ত শুদ্ধভাবে দান করিতে প্রস্তুত থাকা, (৪) সুহৃৎকে দ্রব্যাদি দান করিয়া প্রত্যুৎপকারের আশায় তাহার বাসস্থানে বাস না করা (৫) সুহৃদের উপার্জ্জনে নির্ভরশীল না হইয়া নিজের উপার্জ্জিত অর্থ উপভোগ করা এবং (৬) সুহৃদের হিত-সাধনার্থে নিজের মঙ্গলজনক কার্য্যেরও ব্যাঘাত করা। যিনি এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রব্যবান্, গুণবান্, দাতা ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হন, তিনি শব্দাদি পাঁচ বিষয় হইতে পাঁচ ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন। যাঁহারা সত্ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা দিব্যলোকপ্রাপ্তির সংকল্প করিয়া যে তপঃ করিয়া থাকেন সেই তপে তাঁহারা সমৃদ্ধ হইলেও তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন না, কেবল উর্দ্ধলোকই প্রাপ্ত হন ; কারণ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান না হওয়ার জন্য তাঁহাদের দ্বারা সকাম যজ্ঞ সকলেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কাহারও মনের দ্বারা, কাহারও বাক্যের দ্বারা, কাহারও বা কর্ম্মের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। সকাম যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা যাঁহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়, তাঁহাদের অপেক্ষা সঙ্কল্পরহিত নিষ্কাম পুরুষ শ্রেষ্ঠ। আর ব্রহ্মবিৎ পুরুষ নিষ্কাম পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ। এতদ্ব্যতীত আরও একটি বিষয় বলিতেছি শ্রবণকরুন—

হে মহারাজ! কেবল পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম-লাভ হয় না। হোম বা যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা অজ্ঞানী পুরুষ মোক্ষলাভ করিতে পারে না। অতএব মোক্ষার্থী পুরুষ সঙ্কল্পবিকল্পরহিত মনে সর্ব্বকর্ম্মচেষ্টা ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থানে একাকী উপাসনা করিবেন এবং প্রশংসাতে প্রীতি এবং নিন্দাতে দ্বেষ বর্জ্জন করিবেন। এই-প্রকারে উপাসনা করিলে সেই সাধক ইহলোকেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং ব্রহ্মেই প্রবিষ্ট হন। হে মহারাজ! বেদে উপদিষ্ট সমস্ত তত্ত্ব আনুপূর্ব্বিক বিচার করিয়া আমি যাহা অবগত হইয়াছি তাহাই আপনাকে বলিতেছি।

যিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম, তিনি মহান্, জ্যোতির্ম্ময়, দীপ্তিমান্ এবং মহান্ যশঃস্বরূপ। দেবগণ তাঁহারই উপাসনা করেন, তাঁহার শক্তিতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূর্য্য স্থিত আছেন। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হন এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। সেই শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মই সমস্ত গ্রহাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, কিন্তু তিনি কাহারও দ্বারা উত্তপ্ত হন না। সেই ভগবান্‌কে যোগিগণ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন।

জীব ও ঈশ্বর, পৃথিবী, আকাশ, দিক্‌সমূহ ও ভুবনকে সেই শুদ্ধ ব্রহ্মই ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহা হইতেই দিক্‌সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে এবং মহাসমুদ্রসকল উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার রূপে অন্য কোন রূপের সাদৃশ্য নাই। তাঁহাকে কেহ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা বুদ্ধি, মন ও হৃদয় দ্বারা তাঁহাকে অবগত হন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। সেই ভগবান্‌কে যোগিগণ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। মধুমক্ষিকা যেরূপ মাসের মধ্যে অর্দ্ধ মাস (১৫ দিন) মধু সঞ্চয় করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ মাস ঐ মধু পান করে, সেইরূপ এই সংসারী জীবও এই জন্মে কৃত সঞ্চিত কর্ম্মফল পরলোকে গমন করিয়া বা অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে ভোগ করে। সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা পরমেশ্বরই সমস্ত জীবের কর্ম্মানুযায়ী ফলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সংসার যেন একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায়। শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদি ভোগ্য বিষয়সমূহ যেন এই সংসার-বৃক্ষের মনোহর পত্র-সদৃশ। জীব যেন একটি পক্ষী আর জীবের কৃতকর্ম্মই যেন সেই জীবরূপ পক্ষীর ডানা। পক্ষী যেমন এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে উড়িয়া যায়, সেইরূপ জীবরূপ পক্ষী সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কর্ম্মরূপ ডানার দ্বারা নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসনানুযায়ী বিভিন্ন যোনিতে উড়িয়া বেড়ায়। ভগবান্‌ই ইহার নিয়ন্তা ও বিধাতা। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতেই বায়ু উৎপন্ন হইতেছেন ও তাঁহাতেই লয় হইতেছেন। তাঁহা হহতে অগ্নি ও সোম উৎপন্ন হইতেছেন, প্রাণ তাহাতেই বিধৃত হইয়া রহিয়াছেন। সমস্ত বস্তুই তাঁহা হইতে উৎপন্ন। প্রাণে অপান, চন্দ্রমায় (মনে) প্রাণ ও সূর্য্যে চন্দ্রমা বিলীন হন। পরমাত্মা সেই সূর্য্যকে আপনাতে বিলীন করিয়া নেন। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। সংসাররূপ সলিল হইতে ঊর্দ্ধে বিচরণশীল হংসরূপ পরমাত্মা তাঁহার এক পাদস্বরূপ জগৎকে ঊর্দ্ধে উত্থিত করেন না। যদি তাহাকেও ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া নেন, তাহা হইলে মোক্ষ বলিয়া কিছুই থাকে না। অন্তরাত্মা জীব লিঙ্গ-শরীরের যোগে জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মূঢ়গণ এই দেহের মধ্যে স্থিত ঈশ, স্তবনীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী আদিকারণ পরমাত্মাকে দেখিতে পায় না। সেই সনাতন ভগবানকে যোগিগণ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। সাধনহীন হউন আর সাধন-সম্পন্নই হউন সকল মনুষ্যের মধ্যেই ব্রহ্ম সমানরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি বদ্ধ ও মুক্ত উভয়ের নিকট সমান। তবে পার্থক্য এই যে, এই উভয়ের মধ্যে যিনি মুক্ত তিনি আনন্দরূপ মধুর উৎস পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু অপরে তাঁহাকে প্রাপ্ত হন না। বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই তত্ত্ব অবগত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। তখন যদি তিনি হোম-বা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান নাও করেন, তাহা হইলেও তাহার ফল তিনি প্রাপ্ত হন। এইরূপে যে মহাত্মা সর্ব্বপ্রকার ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ পরমাত্মাস্বরূপকে অবগত হন, এই জগতে তাঁহার আর প্রয়োজন কিছুই থাকে না, তিনি কৃতকৃত্য হইয়া যান।

সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, সেই পরমাত্মাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন না। কেহ যদি মনের তুল্য বেগশালী হন এবং দশ লক্ষ পাখা (পক্ষ) লাগাইয়া গমন করেন (উড়েন), তথাপি তিনি সেই হৃদয়স্থিত পরমাত্মাতেই আসিয়া উপস্থিত হন। এই পরমাত্মার স্বরূপ সকলের দর্শন হয় না। যাঁহাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারাই ইঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। যাঁহারা সকলের হিতৈষী, মনকে বশীভূত করিয়াছেন, মানসিক দুঃখরহিত এবং সাংসারিক সমস্ত সম্বন্ধ সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তাঁহারাই তাঁহাকে লাভ করিয়া অমৃতস্বরূপ (মুক্ত) হইয়া যান। সর্প যেমন গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজেকে গোপন করে, সেইরূপ ভোগে আসক্ত মর্ত্ত্য মনুষ্যগণ নিজের শিক্ষার দ্বারা ও আচরণের দ্বারা নিজের দোষসমূহ গোপন করে। যেমন প্রতারকগণ পথিকদিগকে বিপন্ন করিবার জন্য অন্য পথ দেখাইয়া দিয়া তাহাদিগকে মোহিত করে এবং মূর্খ মনুষ্যগণ তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত মোহে পতিত হয় ও বিপন্ন হয়, সেইরূপ যাঁহারা পরমাত্মা প্রাপ্তির পথে সৎ-মার্গে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সংসারে আসক্ত ভোগী পুরুষগণ বিপদে ফেলিবার জন্য অসৎ-মার্গে চলিবার পরামর্শ দিয়া মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু যোগিগণ তাহাদের কুচক্রে না পড়িয়া সেই সনাতন ভগবান্‌কে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। পরমাত্মার সাধু বা অসাধু কোন কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ নাই, মনুষ্যগণেরই সাধু বা অসাধু কর্ম্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত সম্বন্ধ আছে দেখা যায়। পরমাত্মা সর্ব্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান্ আছেন—এই প্রকার জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া আনন্দস্বরূপ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। সেই সনাতন ভগবানুকে যোগিগণ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিদ্ যোগিগণ প্রজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহাতে স্থিত হন, সুতরাং সেই স্থিতপ্রজ্ঞ যোগিগণ অপরের নিন্দাবাদের দ্বারা সন্তপ্ত হন না। অধ্যয়ন বা অগ্নিহোত্র না করার জন্যও তাঁহাদের মন সন্তপ্ত হয় না ; কোনপ্রকার লঘুতা তাঁহাদের মনে আসে না। সুতরাং এইপ্রকার প্রজ্ঞা লাভ করার পর যিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে নিরন্তর দর্শন করেন, তিনি বিষয়াসক্ত মনুষ্যগণের জন্য শোক করেন না। যেমন সর্ব্বদিকে জলে পরিপূর্ণ বৃহৎ জলাশয় থাকিলে জলের জন্য অন্য স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানী পুরুষের সমস্ত বেদে অন্য কিছু জানিবার প্রয়োজন হয় না। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, কিন্তু তিনি কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না। তিনি জন্মরহিত, চরাচর-বিশ্বরূপী এবং দিবারাত্র অতন্দ্র। তাঁহাকে যিনি অবগত হন, সেই জ্ঞানী পুরুষ সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন, অর্থাৎ আনন্দময় হইয়া যান।"

এইরূপে সনৎসুজাত বা সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে অধ্যাত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া তাঁহার শোক দূর করিয়াছিলেন। একমাত্র অধ্যাত্ম জ্ঞানই সকলপ্রকার শোক দূর করিয়া মানুষকে পরম শান্তি ও আনন্দ দিতে পারে ইহা ইহার দ্বারা বুঝা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম পরিচ্ছেদ

॥ শুকদেবের প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ ॥

নারদ পুরাণের পূর্ব্বভাগের দ্বিতীয় পাদে* বর্ণিত আছে যে এক সময় হিমালয় পর্ব্বতে মহামুনি ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব পিতার আদেশে নিত্য বেদপাঠে (স্বাধ্যায়ে) রত আছেন, এমন সময় ব্রহ্মপুত্র মহামুনি ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ সনৎকুমার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সনৎকুমারকে দেখিয়াই শুকদেব তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তাহার পর সনৎকুমার সুখে উপবিষ্ট হইলে শুকদেব তাঁহাকে বলিলেন "হে প্রভো! যাহাতে মনুষ্যের পরম কল্যাণকর মোক্ষপ্রাপ্তি হয় আমাকে সেইরূপ উপদেশ করুন।" তখন সনৎকুমার তাঁহাকে মোক্ষ-প্রাপক তত্ত্ব উপদেশ করিতে লাগিলেন। সনৎকুমার বলিলেন—"হে বিপ্র! বিদ্যার সমান চক্ষু নাই, সত্যের তুল্য তপস্যা নাই, বিষয়াসক্তির ন্যায় দুঃখ নাই, আর ত্যাগের তুল্য সুখ নাই। পাপকর্ম্ম হইতে বিরত থাকা, সর্ব্বদা চিত্ত-শুদ্ধিকর পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধুপুরুষদের সঙ্গ ও উত্তম সদাচার পালন—এইগুলি পরম কল্যাণকর সাধন। অনিত্য ও অসুখকর এই মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হইয়া যে বিষয়ে আসক্ত হয়, সে কখনও সুখ পাইতে পারে না। কারণ বিষয়ের সংযোগে পরিণামে দুঃখই পাইতে হয়, বিষয়ে আসক্ত হইলে পুরুষের বুদ্ধি

---

* গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত কল্যাণ-পত্রিকার "সংক্ষিপ্ত নারদ-বিষ্ণুপুরাণ অঙ্কের" নারদ মহাপুরাণ-পূর্ব্বভাগের দ্বিতীয় পাদ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চঞ্চল ও মোহগ্রস্ত হয়। কল্যাণার্থী পুরুষের কাম এবং ক্রোধকে সর্ব্বদাই বশে রাখা কর্ত্তব্য। ক্ষমা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল, আত্মজ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং সত্যই পরম হিতকর। সমস্ত প্রাণীর হিতকর সত্যবাক্য বলাই কল্যাণকামী পুরুষের কর্ত্তব্য। যিনি সঙ্কল্প করেন না, কামনারহিত, সঞ্চয় বা পরিগ্রহ করেন না ও ত্যাগী, তিনিই যথার্থ বিদ্বান্ ও পণ্ডিত। যিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনাসক্তভাবে বিষয় গ্রহণ করেন, যাঁহার অন্তঃকরণ সদা প্রশান্ত, যিনি নির্ব্বিকার ও একাগ্র চিত্ত এবং যিনি আত্মাকে শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জানিয়া এই শরীরাদিতে আসক্ত ও লিপ্ত হন না বা ইহাতে মমত্ব বুদ্ধি করেন না, তিনি শীঘ্রই সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম কল্যাণদায়ক মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

হস্তী যেরূপ পঙ্কে পতিত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে বন্ধন ও মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করে, সেইরূপ স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত মনুষ্যও অতি নিদারুণ যাতনা প্রাপ্ত হয় এবং জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধনে পুনঃ পুনঃ আবদ্ধ হয়। যেরূপ বৃহৎ মৎস্য জালে বদ্ধ হইয়া জলের বাহিরে আসিলে যাতনায় ছট্‌ফট্ করিয়া মৃত্যুবরণ করে, সেইরূপ অবিদ্যাযুক্ত জীব স্নেহরূপ জালে আবদ্ধ হইয়া নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণায় সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করে। নিজের শরীর, স্ত্রী-পুত্র কুটুম্বাদি ও ভোগ্যবিষয়, এই সমস্তই অনিত্য ও অসুখকর, ইহাদের কোনটিই "আমার নিজের নহে"; কেবল পুণ্য ও পাপই আমার সহগামী হইলেও উভয়ই বন্ধনের কারণ; সুতরাং এই পুণ্য ও পাপের নাশ করিয়া পরমাত্মার দর্শনের জন্য বিদ্যা, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, পবিত্রতা এবং তত্ত্বজ্ঞানের সহায়তা লইতে হয়। পরমাত্মার দর্শন লাভ হইলেই মানুষ সর্ব্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। এই সংসার একটি নদীর ন্যায়, 'রূপ' এই সংসাররূপ নদীর তীর, 'মন' ইহার স্রোত, 'স্পর্শ' ইহার দ্বীপ, 'রস' ইহার প্রবাহ, 'গন্ধ' ইহার শৈবাল, 'শব্দ' ইহার জল, ও 'স্বর্গ' ইহার দুর্গম ঘাট। মনুষ্য-শরীররূপ নৌকার দ্বারাই এই সংসাররূপ নদীকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। 'ক্ষমা' ও 'তিতিক্ষাই' এই শরীররূপ নৌকার দাঁড় এবং ধর্ম্মই এই নৌকাকে স্থির রাখিবার নোঙর। বিষয়াসক্তির ত্যাগরূপ অনুকূল বায়ুর সাহায্যেই এই মনুষ্য-শরীররূপ নৌকা এই সংসাররূপ নদীর পারে যাইতে পারে। অতএব হে মুনিবর! তুমি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হও। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজয়ী, সিদ্ধ এবং ভাব ও অভাব হইতে রহিত হও (অর্থাৎ ভাবাভাব নিরপেক্ষ হও)। জ্ঞানী পুরুষগণ সংযম ও তপস্যার বলে সর্ব্বপ্রকার বন্ধনের উচ্ছেদ করিয়া অক্ষয়-সুখপ্রদ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

হে শুকদেব! শাস্ত্রই লোকের চক্ষুস্বরূপ, শাস্ত্রই মনুষ্যের শোক দূর করে, ইহা শান্তিদায়ক ও কল্যাণময়। শোক দূর করিবার জন্য শাস্ত্র শ্রবণ করিলে বুদ্ধি নির্ম্মলতা লাভ করে, বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে মনুষ্য সুখী হয়। শোক ও ভয়ের শত-সহস্র স্থান ও কারণ রহিয়াছে, মূঢ় অবিবেকী পুরুষগণ তাহার দ্বারা অভিভূত হয়, কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষগণ শোক ও ভয়ের দ্বারা অভিভূত হন না। প্রিয় বস্তুর বিয়োগ হইলে বা অপ্রিয় বস্তুর সমাগম হইলে অল্প-বুদ্ধি মনুষ্য শোক-দুঃখের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। বিনষ্ট বস্তুর জন্য চিন্তা করা বা তাহার গুণের কথা স্মরণ করা উচিত নহে। কারণ যে মোহগ্রস্ত হইয়া তাহার চিন্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, সে সেই বস্তুর প্রতি আসক্তিরূপ বন্ধন হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারে না। যে বস্তুতে চিত্তের আসক্তি জন্মায়, সেই বস্তুর দোষের কথা চিন্তা করিলে তাহার প্রতি আসক্তি নষ্ট হইয়া তাহাতে বৈরাগ্য আসে—ইহাই নিয়ম। অতীত বিষয়ের জন্য যে নিরন্তর শোক করে, সে কখনও ধর্ম্ম, অর্থ ও যশঃ লাভ করিতে পারে না, নিত্য নূতন দুঃখই তাহাকে পাইতে হয়। সুতরাং শারীরিক বা মানসিক কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে এবং তাহার প্রতিকারের কোন উপায় না থাকিলে তাহার জন্য চিন্তা করা উচিত নয়, দুঃখ দূর করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় এই যে, সেই দুঃখের বিষয়ে বার বার চিন্তা না করা বা সে দিকে মন না দেওয়া। চিন্তা করিলে সেই দুঃখ তো দূরীভূত হয়ই না, বরং আরও বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। মানসিক দুঃখকে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা এবং শারীরিক দুঃখকে ঔষধ সেবন ও সহিষ্ণুতার দ্বারা দূর করিতে হয়। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ধীর ব্যক্তিই এইরূপ করিতে পারেন। দুঃখ উপস্থিত হইলে বালকের ন্যায় রোদন করা উচিত নয়। রূপ, যৌবন, জীবন, ধন-সম্পদ, আরোগ্য ও প্রিয়জনের সহবাস এই সমস্তই অনিত্য। বিদ্বান্ পুরুষ এই সমস্তে আসক্ত হইবেন না। জীবের কৃতকর্ম্মের ফল তাহার অধীন নহে, নতুবা তাহার সকল কামনাই পূর্ণ হইত। জগতে দেখা যায় যে, অনেক বুদ্ধিমান, সংযমী, ধার্ম্মিক ও পরিশ্রমী লোকেরও কামনা পূরণ হয় না, অথচ অনেক গুণহীন, মূর্খ, নীচমনা, পাপপরায়ণ পুরুষের সমস্ত কামনা পূরণ হয়, অনেক পাপী হিংসাপরায়ণ পুরুষকেও জগতে সুখী হইতে দেখা যায়; কিন্তু অনেক ধার্ম্মিক, পবিত্রচেতা সৎকর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দুঃখই প্রাপ্ত হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপও দেখা যায়। এইরূপ বৈষম্যের কারণ প্রত্যেকের প্রারব্ধ কর্ম্মফল। জীবমাত্রই নিজ নিজ প্রারব্ধ-কর্ম্মানুসারে সুখ বা দুঃখ লাভ করে, ইহাই বিধাতার নিয়ম। কিন্তু যে পুরুষ সুখ এবং দুঃখ— উভয়ের চিন্তা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মেই মনকে সমাহিত করেন, সেই ব্যক্তি পরমানন্দ অনুভব করিতে পারেন। বিষয়-ভোগ-তৃষ্ণার উপশম কখনও বিষয়-ভোগের দ্বারা হয় না, সুতরাং সন্তোষই পরম সুখ। মনে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সন্তোষ অবলম্বন করিলেই সমস্ত অভাবজনিত দুঃখ দূর হয়। জাগতিক ভোগ্যবিষয় ও দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই অনিত্য, সুতরাং এই সমস্তের মধ্যে অবস্থিত সেই নিত্য পরমাত্মাকে যিনি সর্ব্বদা চিন্তা করেন, একমাত্র তিনিই সমস্ত শোক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। যেমন বনের মধ্যে নূতন নূতন তৃণের অন্বেষণে বিচরণকারী অতৃপ্ত পশুকে সহসা ব্যাঘ্র আসিয়া আক্রমণ করিয়া নিহত করে, সেইরূপ বিবিধপ্রকার :বিষয়-ভোগে সতত মগ্ন অতৃপ্ত মনুষ্যকেও সহসা মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করে। সুতরাং বিবেকী পুরুষের এই মহা দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত।"

সনৎকুমার শুকদেবকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তাঁহার দ্বারা পূজিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম পরিচ্ছেদ

॥ দেবর্ষি নারদের প্রতি সনকের উপদেশ ॥

নারদ মহাপুরাণের পূর্ব্বভাগে* দেখা যায় যে সনকাদি চারিজন ঋষির নিকটেই দেবর্ষি নারদ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রশ্ন করিয়াছেন এবং তাঁহারাও পৃথক্-পৃথক্-ভাবে সেই প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদে মহামুনি সনক দেবর্ষি নারদকে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে ঃ—

সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিলেন—"সনকাদি চারিজন মহামুনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁহারা সকলেই মমত্ববুদ্ধি রহিত, নিরহঙ্কার ও উর্দ্ধরেতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তাঁহাদের নাম সনক, সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার। ইঁহারা বিষ্ণুভক্ত, মহাত্মা, ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ, সহস্রসূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী ও সত্যসন্ধ। একদা সেই মহাতেজা সনকাদি ব্রহ্মার পুত্র চারিজন সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে অবস্থিত ব্রহ্মার সভা দেখিবার জন্য গমন করিবার সময় পথিমধ্যে বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা মহাপবিত্র গঙ্গার দর্শন পাইয়া সীতানাম্নী গঙ্গার ধারাতে স্নান করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদও "হরে নারায়ণ" ইত্যাদি নাম গান করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা চারিজনকে কৃতাঞ্জলিপুটে

* [গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত কল্যাণ পত্রিকার "সংক্ষিপ্ত নারদ বিষ্ণুপুরাণ অঙ্কের" নারদ মহাপুরাণ পূর্ব্বভাগ দ্রষ্টব্য]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণাম করিয়া প্রেম ও ভক্তি সহকারে এইরূপে ভগবান্ মধুসূদনের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ঃ—

"নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেব জনার্দ্দন।
যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষ কৃষ্ণ বিষ্ণো নমোঽস্তু তে ॥
পদ্মাক্ষ কমলাকান্ত গঙ্গাজনক কেশব।
ক্ষীরোদশায়িন্ দেবেশ দামোদর নমোঽস্তু তে ॥
শ্রীরাম বিষ্ণো নৃহরে বামন
প্রত্যুম্ন সঙ্কর্ষণ বাসুদেব।
অজানিরুদ্ধাচ্যুত বিশ্বরূপ
ত্বং পাহি নঃ সর্ব্বভয়াদজস্রম্ ॥ *

হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে বাসুদেব! হে জনার্দ্দন! হে যজ্ঞেশ! হে যজ্ঞপুরুষ! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো!—আপনাকে নমস্কার। হে পদ্মলোচন! হে কমলাকান্ত! হে গঙ্গার উৎপাদক! হে কেশব! হে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ! হে দেবেশ! হে দামোদর! আপনাকে নমস্কার! হে শ্রীরাম! হে বিষ্ণো! হে নরহরে! হে বামন! হে প্রত্যুম্ন! হে সঙ্কর্ষণ! হে বাসুদেব! হে অজ! হে অনিরুদ্ধ! হে অচ্যুত! হে বিশ্বরূপ! আপনি আমাকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে রক্ষা ও পালন করুন।

দেবর্ষি নারদ এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সেই অগ্রজ মুনিগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট উপবেশন করিলেন। তারপর প্রসন্নতাপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত গঙ্গার সীতা-নাম্নী ধারায় স্নান করিলেন এবং তাঁহারা সকলে দেবতাগণের,

* স্তুতির শ্লোকগুলি অন্য মূল নারদ মহাপুরাণ হইতে সংগৃহীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষিগণের ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিলেন। তদনন্তর ঐ মনোরম গঙ্গাতটে তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে দেবর্ষি নারদ সনকাদি মুনিগণকে বলিলেন—"হে মুনীশ্বরগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদা ভগবানের ভজনেই আপনারা নিরত থাকেন, আপনারা সনাতন ভগবান্ জগদীশ্বরেরই স্বরূপ এবং জগদ্বাসিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য সর্ব্বদা তৎপর থাকেন। দীন দুঃখী জনগণের প্রতি আপনাদের সর্ব্বদাই পরম করুণা ও মৈত্রীভাব রহিয়াছে। তাই আপনাদের নিকট আমি জিজ্ঞাসু হইয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছি, কৃপা করিয়া আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিলে আমি কৃতার্থ হইব—এইরূপ বলিয়া দেবর্ষি নারদ প্রথমে ভগবানের এইরূপ স্তুতি করিতে লাগিলেন :—

"নমঃ পরায় দেবায় পরাৎপরতরায় চ।
পরাৎপরনিবাসায় সগুণায়াগুণায় চ॥
জ্ঞানাজ্ঞানস্বরূপায় ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপিণে।
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপায় স্বস্বরূপায় তে নমঃ॥
অমায়ায়াত্মসংজ্ঞায় মায়িনে যোগরূপিণে।
যোগেশ্বরায় যোগায় যোগগম্যায় তে নমঃ॥
জ্ঞানায় জ্ঞানাগম্যায় সর্ব্বজ্ঞানৈকহেতবে।
জ্ঞানেশ্বরায় দিব্যায় জ্ঞানগম্যায় তে নমঃ॥
ধ্যানায় ধ্যানগম্যায় ধ্যানাৎ পাপহরায় চ।
ধ্যানেশ্বরায় সুধিয়ে তস্মৈ শুদ্ধাত্মনে নমঃ॥
আদিত্যসেন্দ্রাগ্নিবিধাতৃদেবাঃ
সিদ্ধাশ্চ যক্ষাসুরনাগসজ্ঘাঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যচ্ছন্তি কার্য্যাস্তমজং পুরাণং
স্তুত্যং স্তুতীশং সততং নতোঽস্মি ॥
যন্নামসঙ্কীর্ত্তনপুণ্যশীলাঃ
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি ন যং মুনীন্দ্রাঃ।
জানন্তি নাদ্যাপি বিরিঞ্চি মুখ্যা—
স্তমীশমাদ্যং সততং নতোঽস্মি ॥
যো ব্রহ্মরূপী জগতাং বিধাতা
তদেব পাতা হরিরূপভাগ্ যঃ।
কল্পান্তরুদ্রাখ্যতনুশ্চ বিশ্বং
সংগৃহ্য শেতে তমজং ভজামি ॥
যন্নাম সঙ্কীর্ত্তনতো গজেন্দ্রো
গ্রাহোগ্রবন্ধান্মুমুচে স এব।
পরত্র বিষ্ণোঃ পরমং পদং যৎ
পশ্যন্তি সন্তস্তমজং প্রপদ্যে ॥
শিবস্বরূপী শিবভাবিতানাং
হরিস্বরূপী হরিভাবিতানাম্।
সঙ্কল্প-পূর্ব্বাত্মক-মূর্ত্তিহেতুং
বরং বরেণ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥
যঃ কেশিহন্তা নরকান্তকশ্চ
ভুজাগ্রমাত্রেণ দধার গোত্রম্।
ভূভারবিচ্ছেদবিনোদকামং
নমামি দেবং বসুদেবসূনুম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়গ্রীবাসুরং জিত্বা বেদানুদ্ধৃতবান্ পুনঃ।
মৎস্যরূপেণ যো দেবস্তমস্মি শরণং গতঃ॥
দধারমন্দরং পৃষ্ঠে ক্ষীরোদেঽমৃতমন্থনে।
দেবতানাং হিতার্থায় তং কূর্ম্মং প্রণমাম্যহম্॥
দংষ্ট্রাঙ্কুশেন যোঽনন্তঃ সমুদ্ধৃত্যার্ণবাদ্ধরাম্।
তস্থাবেবং জগৎ কৃৎস্নং তং বরাহং নমাম্যহম্।
প্রহ্লাদং রক্ষিতুং দৈত্যং শিলাগ্রকঠিনোরসম্।
বিদার্য্য হতবান্ দৈত্যং তং নৃসিংহং নমাম্যহম্॥
লব্ধ্বা বৈরোচনাদ্ভূমিং পদ্ভ্যাং দ্বাভ্যামতীত্য যঃ।
আব্রহ্মভুবনং ক্রান্তং বামনং তং নমাম্যহম্॥
হৈহয়স্যাপরাধেন চৈকবিংশতিসংখ্যয়া।
ক্ষত্রিয়ানাজঘানৈব জামদগ্ন্যং নতোঽস্ম্যহম্॥
আবির্ভূতশ্চতুর্দ্ধা যঃ কপিভিঃ পরিবারিতঃ।
হতবান্ রাক্ষসানীকং রামং দাশরথিং ভজে॥
মূর্ত্তিদ্বয়ং সমাশ্রিত্য ভূভারমপহৃত্য যঃ।
মুষলেন হলাগ্রেণ তং রামং সততং ভজে॥
ভূম্যাদিলোকত্রিতয়ং সংহৃত্যাত্মানমাত্মনা।
পশ্যন্তি যোগিনঃ সর্ব্বে তমীশানং নমাম্যহম॥
যুগান্তে পাপিনোঽশুদ্ধাংশ্ছিত্ত্বা তীক্ষ্ণাসিধারয়া।
স্থাপয়ামাস যো ধর্ম্মং কৃতাদৌ তং নমাম্যহম্॥
এবমাদীন্যনেকানি রূপাণ্যস্য মহাত্মনঃ।
যেষাং নামানি সংখ্যাতুং শক্যন্তে নাব্দকোটিভিঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিমানন্তু যন্নাম্নঃ পারং গন্তুমনীশ্বরাঃ।
মুনয়োঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুল্লকো ভজে ॥
যন্নামশ্রবণেনাপি মহাপাতকিনোঽপি যে।
পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং স্তোষ্যামি ক্ষুল্লধীঃ ॥
সুরাপরোঽপি যন্নাম কীর্ত্তয়িত্বা হ্যজামিলঃ।
প্রপেদে পরমং স্থানং কথং স্তোষ্যামি মন্দধীঃ ॥
যথা কথঞ্চিদ্ যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেঽপি বা।
পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাঃ স্যুর্মোক্ষঞ্চাপি হ্যবাপ্নুয়ুঃ ॥
আত্মন্যাত্মানমাধায় যোগিনো গতকল্মষাঃ।
পশ্যন্তি যং জ্ঞানরূপং তমস্মি শরণং গতঃ ॥
সাংখ্যাঃ সর্ব্বত্র পশ্যন্তি পরিপূর্ণাত্মকং হরিম্।
তমাদিদেবমজরং জ্ঞানরূপং নতোঽস্ম্যহম্ ॥
অজ্ঞা যজন্তি বিশ্বেশং পাষাণাদিষু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র সংস্থিতং দেবং তং বন্দে পুরুষোত্তমম্ ॥
কর্ম্মাণি যস্য রূপাণি তপাংসি চ মহাত্মনঃ।
জ্ঞানরূপঃ সদা কাম্যস্তমীশং সততং ভজে ॥
সর্ব্বতত্ত্বময়ং শান্তং সর্ব্বস্রষ্টারমীশ্বরম্।
সহস্রশিরসং দেবং তং বন্দে ভাবনাময়ম্ ॥
যদ্ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
দশাঙ্গুলং যোঽত্যতিষ্ঠৎ তমীশমজরং ভজে ॥
অণোরণীয়াংসমজং মহতাঞ্চ মহত্তরম্।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং দেবং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যাতঃ স্মৃতঃ পুজিতো বা স্তুতো বা নমিতোঽপি বা।
স্বপদং যো দদাতীশস্তং বন্দে পুরুষোত্তমম্॥" *

যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাঁহার ধামও সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠধাম হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি সগুণ ও নির্গুণ, সেই পরম দেবতাকে নমস্কার। জ্ঞান, অজ্ঞান, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যারূপী এবং আত্মস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। আত্মনামধারী, মায়াবর্জ্জিত, মায়ী, যোগরূপী, যোগগম্য ও যোগেশ্বর আপনাকে নমস্কার। জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাকে নিঃশেষে জানা যায় না, অথচ যিনি জ্ঞানেরই গম্য, যিনি সর্ব্বজ্ঞানের একমাত্র হেতু, দিব্য, জ্ঞানরূপী ও জ্ঞানেশ্বর সেই আপনাকে নমস্কার। ধ্যানমাত্রে পাপহারী, ধ্যানগম্য, ধ্যানেশ্বর, ধ্যানস্বরূপ, সুধী ও শুদ্ধাত্মা আপনাকে নমস্কার। আদিত্য, ইন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মাদিদেবগণ, সিদ্ধ, যক্ষ, অসুর ও নাগসমূহ যাঁহা হইতে সৃষ্ট এবং যাঁহাতে লীন হন, সেই স্তুতাশ স্তবযোগ্য জন্মরহিত পুরাণ পুরুষকে সতত নমস্কার করি। যাঁহার নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পবিত্র স্বভাব মুনিশ্রেষ্ঠ-গণ স্বপ্নেও যাঁহার দর্শন পান না, ব্রহ্মাদি দেবগণ আজ পর্য্যন্তও যাঁহাকে জানিতে পারেন নাই, সেই আদ্য ঈশ্বরকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। যিনি ব্রহ্মারূপে জগতের সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে জগতের পালন এবং কল্পান্তে রুদ্ররূপে জগতের সংহার করিয়া শয়ান হন, সেই জন্মরহিত আপনাকে নমস্কার করি। যাঁহার নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া গজেন্দ্র কুম্ভীর ভয়ানক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে, সাধুসন্তগণ

---

* স্তুতির এই শ্লোক—অন্ত মূল নারদ মহাপুরাণ হইতে সংগৃহীত। এই স্তুতির দ্বারা স্তব করিবার অনেকেরই ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া মূল সংস্কৃত স্তবটি এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহার সর্ব্বলোকাতীত পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন, সেই অজ বিষ্ণুর আমি শরণাপন্ন হইতেছি। যিনি শিবভক্তগণের নিকট শিবস্বরূপ এবং বিষ্ণুভক্তগণের নিকট বিষ্ণুস্বরূপ, যিনি স্বেচ্ছায় সঙ্কল্প-পূর্ব্বক মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই শ্রেষ্ঠ বরেণ্যদেবের আমি শরণাপন্ন হইতেছি। যিনি কেশী ও নরকাসুরের হন্তা, যিনি করাগ্রমাত্র দ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি অনায়াসে ভূভার হরণ দ্বারা আনন্দিত হন, সেই বসুদেবপুত্র ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করিতেছি। যে দেব মৎস্য অবতারে হয়গ্রীবাসুরকে জয় করিয়া বেদসমূহকে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। যিনি দেবগণের হিতার্থে অমৃতমন্থনকালে ক্ষীরোদসাগরে নিজ পৃষ্ঠে মন্দার পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কূর্ম্ম অবতারকে প্রণাম করি। যে অনন্ত (অন্তরহিত) ভগবান্ দন্তাগ্র দ্বারা সমুদ্র হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া সমগ্র জগৎকে এইরূপে স্থাপন করিয়াছেন, সেই বরাহ অবতারকে আমি নমস্কার করি। যিনি দৈত্যনন্দন প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য শিলাগ্রের ন্যায় কঠিন বক্ষঃস্থলকে বিদীর্ণ করিয়া দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছেন, সেই নৃসিংহ অবতারকে আমি নমস্কার করিতেছি। যিনি বিরোচননন্দন বলির নিকট ত্রিপাদ্‌ভূমি দান প্রাপ্ত হইয়া দ্বিপাদ্ দ্বারা ভূর্লোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, সেই বামন অবতারকে নমস্কার করি। যিনি কার্ত্তবীর্য্যের অপরাধে একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়গণকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই জামদগ্ন্য পরশুরামকে নমস্কার করি। যিনি রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে আবির্ভূত হইয়া বানরগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া রাক্ষসসৈন্যগণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিহত করিয়াছেন, সেই দশরথনন্দন রামকে ভজনা করি। যিনি বলরাম ও কৃষ্ণ এই দুই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুষল ও লাঙ্গলের অগ্রভাগ দ্বারা ভূভার হরণ করিয়াছেন, আমি সেই বলরামকে ভজনা করি। স্বীয় বুদ্ধিতে ভূম্যাদি (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) ত্রিলোক এবং আত্মাকে বিলীন করিয়া অবস্থিত যে পুরুষকে যোগিগণ দর্শন করেন, সেই বুদ্ধাবতারকে আমি ভজনা করি। যিনি কলিযুগান্তে অশুদ্ধ পাপী-দিগকে তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া সত্যযুগের প্রথমে ধর্ম্ম স্থাপন করেন, সেই কল্কি অবতারকে নমস্কার করি। পরমাত্মার এইপ্রকার অনেক রূপ যে, বহু কোটি বৎসরেও তৎসমস্তের নামের সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। মুনীন্দ্রগণও যাঁহার নামমাহাত্ম্যের পারগমনে অসমর্থ, আমি সামান্য ব্যক্তি তাঁহাকে ভজনা করি কিরূপে? মহাপাতকী-গণও যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে পবিত্রতা লাভ করে, আমি অল্পবুদ্ধি হইয়া তাঁহার স্তব করিব কিরূপে? সুরাপায়ী অজামিলও যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, মন্দবুদ্ধি আমি তাঁহার স্তব কিরূপে করিব? যে কোনপ্রকারে যাঁহার নাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলেও পাপীগণ বিশুদ্ধ হয় এবং মোক্ষও প্রাপ্ত হয়, নিষ্পাপ যোগিগণ আত্মাতে মনঃসমাধান করিয়া যে জ্ঞানস্বরূপকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া থাকেন, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি। সাংখ্য-যোগিগণ যে পরিপূর্ণাত্মক হরিকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন, সেই জ্ঞানস্বরূপ জরারহিত আদিদেবকে নমস্কার করিতেছি। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে বিশ্বেশ্বরকে পাষাণাদিতে পূজা করিয়া থাকে, সেই সর্ব্বত্র সংস্থিত দেব পুরুষোত্তমকে আমি বন্দনা করি। কর্ম্ম ও তপস্যা যে মহাত্মার রূপ, আমি সেই সদা কাম্য জ্ঞানরূপ ঈশ্বরকে সতত ভজনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি। যিনি সর্ব্বতত্ত্বময়, সর্ব্বস্রষ্টা, সহস্রশীর্ষা, শান্ত ও ভাবনাময়, সেই দেব ঈশ্বরের আমি বন্দনা করি। যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ, যিনি হৃদয় হইতে দশ অঙ্গুলি অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, সেই অজর ঈশ্বরকে আমি ভজনা করি। যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম, মহৎ হইতে মহত্তম এবং গুহ্য হইতে গুহ্যতম, সেই অজদেবকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ধ্যান, স্মরণ, পূজন, স্তব অথবা প্রণামমাত্র করিলে যিনি স্বপদ প্রদান করেন, সেই ঈশ্বর পুরুষোত্তমের আমি বন্দনা করি।

দেবর্ষি নারদ যখন পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে এইরূপে স্তুতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছিল। সনকাদি চারিজনও ঐ স্তুতি শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং তাঁহারাও শ্রবণকালে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবর্ষি নারদ বলিলেন—"হে সনক! আপনি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব আপনি কৃপা করিয়া বলুন আদিদেব ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাদির সৃষ্টি কিরূপে করিলেন?"

ভগবান্ সনক বলিলেন—"হে দেবর্ষি নারদ! ভগবান্ নারায়ণ অবিনাশী, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ও নিরঞ্জন। তিনি এই অখিল চরাচর ব্যাপিয়া আছেন। সেই স্বপ্রকাশ জগন্ময় মহাবিষ্ণু সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে আশ্রয় করিয়া তিন মূর্তি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিই জগতের সৃষ্টির জন্য তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা, জগতের সংহারের জন্য তাঁহার দেহের মধ্যভাগ হইতে রুদ্র-নামক শিব এবং জগতের পালনের জন্য তাঁহার বাম অঙ্গ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যয় বিষ্ণু হইয়াছেন। সেই মৃত্যুরহিত আদিদেব পরমাত্মাকে কেহ 'শিব' কেহ 'বিষ্ণু' কেহ বা 'ব্রহ্মা' বলিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণুর পরাশক্তিই জগৎরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, ভাব ও অভাব ঐ পরাশক্তির স্বরূপ ; ঐ পরাশক্তিই বিদ্যা ও অবিদ্যা-নামেও কথিত হইয়া থাকেন। জীব অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া এই বিশ্বকে মহাবিষ্ণু হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি করে, সেই অবিদ্যাই দুঃখের কারণ। হে নারদ ! যখন 'জ্ঞাতা' 'জ্ঞেয়' ইত্যাদি উপাধি নষ্ট হইয়া যায় এবং সর্ব্বত্র একমাত্র ভগবান্ মহাবিষ্ণুরই বুদ্ধি হয়, সর্ব্বত্র ভেদদৃষ্টিরহিত সেই বুদ্ধিই 'বিদ্যা' নামে কথিত হয়। এই মায়াশক্তিকে মহাবিষ্ণু হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হইলে জীব জন্মমৃত্যুরূপ সংসারবন্ধনে বদ্ধ হয়, আবার তাহাই মহাবিষ্ণু হইতে অভেদবুদ্ধিতে দৃষ্ট হইলে সংসার-বন্ধন দূর হয়। এই চরাচর সমগ্র জগৎ বিষ্ণুশক্তি হইতেই সমুদ্ভূত এবং মহাবিষ্ণু হইতে অভিন্ন ; যেমন ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন উপাধি দ্বারা "ঘটাকাশ" "পটাকাশ" ইত্যাদি ভিন্নভিন্নরূপে আকাশের প্রতীতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ অবিদ্যারূপ উপাধিযোগেই এই অখিল জগৎ ভিন্ন-ভিন্ন রূপে প্রতীতি হয়। হে মুনে ! ভগবান্ বিষ্ণু যেমন সম্পূর্ণ জগদ্ব্যাপী, তাঁহার শক্তিও তদ্রূপই জগদ্ব্যাপা। যেমন অগ্নিতে স্থিত দাহিকাশক্তি তাহার আশ্রয় ব্যাপিয়া থাকে ইহাও তদ্রূপ। ঐ শক্তিকে কেহ কেহ লক্ষ্মী বলেন, কেহ কেহ তাঁহার উমা, ভারতী (সরস্বতী) ইত্যাদি নাম দিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণুর এই পরাশক্তিই জগতের "সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করেন এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে সম্পূর্ণ জগৎকে ব্যাপিয়া স্থিত আছেন। যে ভগবান্ অখিল বিশ্বকে রক্ষা করেন, তিনিই পরমপুরুষ দেব নারায়ণ। অতএব শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিনাশী যে তত্ত্ব, তাহাই পরমপদ ; তাহাই অক্ষর, নির্গুণ, শুদ্ধ, সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ ও সনাতন পরমাত্মা। পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই জানা যায়। তিনি সর্ব্বাতীত ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তিনি স্বয়ং প্রকাশময় নিত্য শুদ্ধ পরমাত্মস্বরূপ হইলেও সত্ত্বাদি গুণভেদে মূর্ত্তিত্রয় ধারণ করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন। যে মূর্ত্তিতে ভগবান্ এই জগতের সৃষ্টি করেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মা যাঁহার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা বিষ্ণুই এই জগতের পালন করেন। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। তিনি অন্তর্য্যামী, জগদ্রূপা, সর্ব্বসাক্ষী ও নিরঞ্জন পরমেশ্বর এবং জগৎ হইতে ভিন্নাভিন্ন-রূপে স্থিত—

"অন্তর্য্যামী জগদ্রূপী সর্ব্বসাক্ষী নিরঞ্জনঃ।
ভিন্নাভিন্নস্বরূপেণ স্থিতো বৈ পরমেশ্বরঃ ॥"

(নাঃ মহাপুঃ পূঃ ভাগ ৩অঃ ২৭)

জগতের আশ্রয় মহামায়া তাঁহারই শক্তি। বিশ্বের উৎপত্তির হেতু বলিয়া পণ্ডিতগণ সেই মহামায়াকে "প্রকৃতি" বলিয়া থাকেন। আদি সৃষ্টির সময় লোক-সৃষ্টি করিতে সমুদ্যত হইয়া মহাবিষ্ণু প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল এই তিন রূপ অবলম্বন করেন। আত্মধ্যানপরায়ণ যোগীগণ যে পরব্রহ্মপদবাচ্য বিশুদ্ধ পরমধাম প্রত্যক্ষ করেন, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। সেই শুদ্ধ, অক্ষর, অনন্ত পরমেশ্বরই কালরূপী, তিনিই গুণরূপী, গুণাধার এবং জগতের আদিকর্ত্তা। জগদ্গুরু পুরুষোত্তমের সান্নিধ্যে স্থিত প্রকৃতি তাঁহারই ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলে মহত্তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইল, এই মহত্তত্ত্বকে সমষ্টিবুদ্ধিও বলা হয়। মহত্তত্ত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে শব্দস্পর্শাদি সূক্ষ্ম তন্মাত্রসমূহ (পঞ্চতন্মাত্র) ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইল; তন্মাত্রসমূহ হইতে জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইল।

হে নারদ! ঐ পঞ্চ মহাভূতের নাম—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বটী পর-পরটির কারণ। অনন্তর জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা তমোগুণবহুল বৃক্ষাদি এবং পশু পক্ষী মৃগাদি তির্য্যগ্ যোনিসমূহের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সৃষ্টি পুরুষার্থের সাধক নয় মনে করিয়া ব্রহ্মা দেবগণের (সাত্ত্বিক) সৃষ্টি করিলেন, তদনন্তর মনুষ্যগণের (রাজস) সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর দক্ষাদি পুত্রগণের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা সৃষ্টিকার্য্যে তৎপর হইলেন। ব্রহ্মার পুত্রগণের সৃষ্টির দ্বারাই দেব-অসুর-মনুষ্যগণে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়াছে। ভূর্লোক, ভূবর্লোক স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই সাতটী লোক ক্রমশঃ একটীর পর অপরটী স্থিত আছে। বিপ্রবর! অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সাত পাতাল ক্রমশঃ একটীর নীচে অপরটী স্থিত আছে। এই সব লোকে যে সমস্ত লোকপাল বাস করেন, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মা উৎপন্ন করিয়াছেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের কুল-পর্ব্বতসমূহকে ও নদীসমূহকেও ব্রহ্মাই সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ঐরূপ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট জীবসমূহের জন্য জীবিকাদি সমস্ত আবশ্যক বস্তুরও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পৃথিবীর মধ্যভাগে যে মেরু-পর্ব্বত স্থিত আছে, তাহা সমস্ত দেবগণের নিবাসস্থান। পৃথিবীর যেখানে অন্তিমসীমা, সেখানে লোকালোক-পর্ব্বত স্থিত আছে। মেরু-পর্ব্বত ও লোকালোক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্ব্বতের মধ্যভাগে সাত সমুদ্র ও সাত দ্বীপ আছে। প্রত্যেক দ্বীপে সাতটী করিয়া মুখ্য পর্ব্বত ও নিরন্তর জল-প্রবাহবিশিষ্ট অনেক বিখ্যাত নদী আছে। সেই সব স্থানের নিবাসী মনুষ্যগণ দেবগণের সমান তেজস্বী। সাত দ্বীপের নাম—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। এই সমস্ত দ্বীপই দেবভূমি। এই সাত দ্বীপ সাত সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। ঐ সাত সমুদ্রের নাম—লবণ-সমুদ্র, ইক্ষু-সমুদ্র, সুরা-সমুদ্র, সর্পিঃ (ঘৃত)-সমুদ্র, দধি-সমুদ্র, দুগ্ধ-সমুদ্র ও জল-সমুদ্র। এই সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্রের পূর্ব্ব-পূর্ব্বটি অপেক্ষা উত্তর-উত্তরটি দ্বিগুণ পরিমাণে বিস্তৃত। এই দ্বীপ ও সমুদ্রসকল লোকালোক-পর্ব্বত পর্য্যন্ত স্থিত আছে। লবণ-সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণে স্থিত প্রদেশকেই ভারতবর্ষ বলিয়া জানিবে।

হে নারদ! ভারতবর্ষে মনুষ্যগণ যে সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক এই তিন প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার ফল ভোগ-ভূমিতে ক্রমশঃ ভুগিতে হয়। ভারতবর্ষে জীবসমূহের কৃত শুভ অথবা অশুভ কর্ম্মের সম্পূর্ণ ফলভোগ যে পর্য্যন্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত অবশিষ্ট কর্ম্মের ফল তাহাদিগকে অন্যত্র ভোগ করিতে হয়। অদ্যাপি দেবগণ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন—"আমরা অক্ষয় নির্ম্মল সঞ্চিত শুভ সুমহৎ পুণ্যের ফলস্বরূপ ভারতভূমিতে কবে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় মহান্ পুণ্য করিয়া পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইব অথবা নানাপ্রকার দান, যজ্ঞ বা তপস্যার দ্বারা জগদীশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিয়া তাঁহার নিত্যানন্দময় অনাময় পদ কবে প্রাপ্ত হইব।" হে নারদ! যিনি ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনায় নিরত হন, ত্রিভুবনে তাঁহার ন্যায় পুণ্যাত্মা আর কেহ নাই।

ভগবানের নাম ও গুণসমূহের কীর্ত্তন যাঁহার স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়, যিনি ভগবদ্ভক্তগণের প্রিয় হন অথবা যিনি মহাপুরুষ-গণের সেবা-শুশ্রূষা করেন, তিনি দেবগণেরও বন্দনীয় হন। যিনি নিত্য ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনায় তৎপর অথবা হরিভক্তগণের স্বাগত-সৎকারে সংলগ্ন থাকেন এবং তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট অন্ন স্বয়ং ভোজন করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। যিনি অহিংসাদিধর্ম্মপালনে তৎপর ও শান্তভাবে স্থিত থাকেন এবং 'নারায়ণ, কৃষ্ণ ও বাসুদেবাদি' নামসমূহ মুখে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত এবং ইন্দ্রাদি দেবগণেরও বন্দনীয়। যিনি 'শিব, নীলকণ্ঠ ও শঙ্করাদি' নামের দ্বারা ভগবান শিবেব স্মরণ করেন এবং সদা সর্ব্বভূতহিতে রত থাকেন, তিনিও দেবগণের পূজনীয়। যিনি গুরুভক্ত, শিবের ধ্যানকারী, নিজ আশ্রম-ধর্ম্মের পালনে তৎপর, অপরের দোষ দেখেন না, পবিত্র ও কার্য্য-কুশল, তিনিও দেবেশ্বর-গণের পূজ্য। যিনি ব্রাহ্মণগণের হিতসাধনকারী, বর্ণধর্ম্মে ও আশ্রমধর্ম্মে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও সদা বেদসমূহের স্বাধ্যায়ে তৎপর, তিনি 'পংক্তিপাবন'। যিনি দেবেশ্বর ভগবান্ নারায়ণ ও শিবে কোন-প্রকার ভেদ দেখেন না, তিনি ব্রহ্মারও সদা বন্দনীয়, সুতরাং তিনি আমাদের যে বন্দনীয় তদ্বিষয়ে আর কি বলিব? হে নারদ! যিনি সংযতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী, পরনিন্দাবিবর্জ্জিত ও পরিগ্রহ-পরাঙ্মুখ, তিনিও দেবগণের পূজনীয়। যিনি চৌর্য্যাদিদোষরহিত, অন্যকর্ত্তৃক কৃতউপকার স্মরণ রাখেন অর্থাৎ কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, অন্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও বাহিরে পবিত্র, পরোপকারনিরত, তিনি দেবতা ও অসুর সকলেরই পূজনীয়। যাঁহার বুদ্ধি বেদার্থশ্রবণে, পুরাণকথাশ্রবণে ও সৎসঙ্গে সংলগ্ন থাকে, তিনিও ইন্দ্রাদি দেবগণের বন্দনীয়। যিনি ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রদ্ধাসহকারে এইরূপ অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি আমাদেরও বন্দনীয়।

যে ব্যক্তি শীঘ্রই এই পুণ্যাত্মাগণের মধ্যে কোনও এক শ্রেণীভূক্ত হইতে চেষ্টা না করে, সে পাপাচারী ও মূঢ়, তদপেক্ষা বুদ্ধিহীন আর কেহ নাই। যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া পুণ্যকর্ম্মসমূহ হইতে বিমুখ হয়, সে অমৃতের কলস ত্যাগ করিয়া বিষভাণ্ডকে গ্রহণ করে। হে মুনে! যে মানব বেদসমূহে ও স্মৃতিসমূহে উপদিষ্ট ধর্ম্মসমূহের আচরণ করিয়া আত্মশুদ্ধি না করে, সে আত্মঘাতী পাপীগণের অগ্রগামী। হে মুনীশ্বর! যে ব্যক্তি কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের আচরণ করে না, বেদজ্ঞ মহাত্মাগণ তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা 'অধম' বলিয়া থাকেন। যে শুভকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পাপকর্ম্মের আচরণ করে, সে কামধেনুকে ত্যাগ করিয়া অর্কবৃক্ষের (আকন্দ গাছের) দুধের (আঠার) অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। হে বিপ্রবর! ব্রহ্মাদি দেবগণও নিজেদের ভোগ-ক্ষয়ের জন্য ভীত হইয়া ভারতবর্ষের ভূভাগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতএব এই ভারতবর্ষকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্র ও উত্তম বলিয়া জানিবে। ইহা দেবগণেরও দুর্লভ ও সমস্ত কর্ম্মের ফলদাতা। যিনি এই পুণ্যময় ভূখণ্ডে সৎকর্ম্ম করিতে উদ্যত হন, তাঁহার সমান ভাগ্যশালী ত্রিলোকে অন্য কেহ নাই। যিনি পরলোকে উত্তম ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে নিরলস হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই কর্ম্মসমূহ ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া দিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়। যদি কর্ম্মফলের প্রতি বৈরাগ্য হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিজ পুণ্যকর্ম্মসমূহকে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি প্রেম হওয়ার জন্য তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া দিবেন। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোক পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনর্জ্জন্ম প্রদান করিয়া থাকে ; কিন্তু যিনি কর্ম্মসমূহের ফল চাহেন না, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। ভগবানের প্রসন্নতার জন্য বেদোক্ত আশ্রমানুকূল কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি কর্ম্মফলের কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হন। নিষ্কামভাবেই হউক অথবা সকাম-ভাবেই হউক কর্ম্ম যথাবিধি অবশ্যই করিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজ বর্ণ ও আশ্রমের বিহিত-কর্ম্ম ত্যাগ করেন, বিদ্বান্ পুরুষ তাহাকে পতিত বলিয়া থাকেন.

হে নারদ! সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। তিনি যদি ভগবানের চরণে ভক্তি রাখেন, তাহা হইলে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হন। ভগবান্ বাসুদেবই সমস্ত ধর্ম্মের ফল, তপস্যার চরম লক্ষ্যও বাসুদেবই, বাসুদেবের তত্ত্বকে জ্ঞাত হওয়াই উত্তম জ্ঞান এবং বাসুদেবকে প্রাপ্ত হওয়াই উত্তম গতি। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জগৎ বাসুদেবাত্মক, তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। তিনিই ব্রহ্মা ও শিব, তিনিই সুর, অসুর ও যজ্ঞস্বরূপ, তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ড; তাঁহা হইতে ভিন্ন সত্তাশীল বস্তু অন্য কিছুই নাই। যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কিছুই নাই, যাঁহা হইতে ক্ষুদ্রতর অথবা মহত্তর কিছু নাই, সেই ভগবান্ বিষ্ণু এই বিচিত্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, সেই স্তবনীয় দেবাদিদেব শ্রীহরিকে সদা প্রণাম করা কর্ত্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে নারদ ! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আচরণ করিলে সকল ধর্ম্মই মনোবাঞ্ছিত ফল দান করে, শ্রদ্ধার দ্বারা সব কিছু সিদ্ধ হয় এবং শ্রদ্ধার দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন। ভক্তিযোগের সাধন ভক্তির সহিতই করা কর্ত্তব্য এবং সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানও শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিতই করা কর্ত্তব্য। হে বিপ্রবর নারদ! শ্রদ্ধাহীন কর্ম্ম কখনও সিদ্ধ হয় না। যেমন সূর্য্যের প্রকাশ সমস্ত জীবের চেষ্টার কারণ, তদ্রূপ ভক্তি সমস্ত সিদ্ধির পরম কারণ। যেমন জল সমস্ত লোকের জীবন, তদ্রূপ ভক্তি সমস্ত সিদ্ধির জীবন। যেমন সমস্ত জীবজন্তু পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, তদ্রূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কর্ম্মের সাধন করিবে। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ধর্ম্মলাভ করেন, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ধন লাভ করেন, শ্রদ্ধার দ্বারাই কামনাসমূহের সিদ্ধি হইতে পারে এবং শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই মোক্ষলাভ করিতে পারেন।

"হরিভক্তিঃ পরা নৃণাং কামধেনূপমা স্মৃতা।
তস্যাং সত্যাং পিবন্ত্যজ্ঞাঃ সংসার-গরলং হ্যহো।
অসারভূতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ।
ভগবদ্ভক্তসঙ্গশ্চ হরিভক্তিস্তিতিক্ষুতা॥"

—নাঃ পুঃ—৪।১২-১৩।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! দান, তপস্যা এবং বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞও যদি ভক্তিরহিত হয়, তবে তাহার দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হন না। শ্রদ্ধাভক্তিশূন্য হইয়া সহস্রকোটি স্বর্ণ দান করিলেও তাহা নিষ্ফল হয়। সেইরূপ ভক্তিশূন্য তপস্যায় কেবল শরীর শুষ্কই হয়, তাহাতে কোন ফল হয় না। ভক্তিশূন্য হোমও ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হয়। কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত অতি অল্পমাত্রও সৎকর্ম্ম করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা অনন্ত অক্ষয় সুখ দান করে। শ্রীভগবানে উত্তমা ভক্তি মনুষ্যের পক্ষে কামধেনুসদৃশ, কিন্তু অজ্ঞ সংসারাসক্ত মনুষ্যগণ তাহা ত্যাগ করিয়া বিষয়রূপ বিষ ভক্ষণ করে। হে নারদ! এই অসার সংসারে তিনটি বস্তুই সারস্বরূপ—(১) ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ, (২) ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি এবং (৩) সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বকে সহ্য করিবার স্বভাব।

যাহার মনে অপরের দোষদর্শনের প্রবৃত্তি আছে, তাহার কৃত ভজন, দান প্রভৃতি সমস্ত সৎকর্ম্মই ব্যর্থ হয় জানিবে। ভগবান্ বিষ্ণু তাহা হইতে অনেক দূরে থাকেন। যে অপরের সুখ-সমৃদ্ধি ও সম্পদ্ দেখিয়া মনে মনে সন্তপ্ত হয় এবং যাহার চিত্ত পাষণ্ডাচারে মত্ত, তাহার সমস্ত কর্ম্মই ব্যর্থ, ভগবান্ বিষ্ণু তাহা হইতে বহু দূরে। যে ধর্ম্মবিষয়ে বড় বড় প্রশ্ন করে, অথচ ধর্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধা নাই, সেরূপ লোক হইতে ভগবান্ বিষ্ণু বহু দূরে থাকেন। ধর্ম্মের প্রতিপাদন বেদে করা হইয়াছে এবং বেদ সাক্ষাৎ পরমপুরুষ নারায়ণ-স্বরূপ। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রে যাহার শ্রদ্ধা নাই, ভগবান্ হরি তাহা হইতে অনেক দূরে থাকেন—

"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো বেদো নারায়ণঃ পরঃ।
তত্রাশ্রদ্ধাপরা যে তু তেষাং দূরতরো হরিঃ।"

(নাঃ পুঃ ৪।১৭)

হে ব্রহ্মনন্দন! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি সনাতন পুরুষার্থকে শ্রদ্ধাবান্ পুরুষই লাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনই লাভ করিতে পারে না—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থাঃ সনাতনাঃ।
শ্রদ্ধাবতাং হি সিধ্যন্তি নান্যথা ব্রহ্মনন্দন ॥" (নাঃ পুঃ ৪।১৭)

যে মনুষ্য স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত আচার লঙ্ঘন না করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে ভক্তি করেন, তিনি পরমধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন। আচার হইতেই ধর্ম্ম প্রকাশ পায় এবং ধর্ম্মের আশ্রয়ও প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু। সুতরাং যিনি স্বীয় আশ্রমোচিত আচার ও কর্ত্তব্যপালনে রত থাকেন, তাঁহার দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বদাই পূজিত হন—

"আচারপ্রভবো ধর্ম্মো ধর্ম্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ।
আশ্রমাচারযুক্তেন পূজিতঃ সর্ব্বদা হরিঃ ॥" (নাঃ পুঃ ৪।২২)

যিনি ষড়ঙ্গ সহিত সমুদয় বেদের ও উপনিষৎ সমূহের জ্ঞান লাভ করিয়াও স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত আচারসমুহের পালন না করেন, তাঁহাকে পতিত বলিয়া জানিবে, তিনি সমুদয় ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হন। শ্রীভগবানে ভক্তিযুক্ত হইয়াও এবং ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যানে রত থাকিয়াও যিনি নিজ বর্ণাশ্রমোচিত আচার হইতে ভ্রষ্ট হন, তাঁহাকে পতিত বলিয়া জানিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বেদ, ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি অথবা শিবের প্রতি ভক্তি, আচার ভ্রষ্ট মূঢ় পুরুষকে পবিত্র করে না। হে ব্রহ্মন্! পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে গমন ও বাস অথবা বহু যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠানও আচারভ্রষ্ট পুরুষকে রক্ষা করিতে পারে না। আচার হইতেই স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। আচার হইতে সুখলাভ হয় এবং আচার হইতেই মোক্ষ সুলভ হয়।

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! ভক্তিই সমস্ত আচার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতির মূল। সকলের মনোবাঞ্ছিত-ফলপ্রদানকারী ভগবান্ বিষ্ণু ভক্তির দ্বারাই পূজিত হন। ভক্তিই সমস্ত লোকের মাতৃস্বরূপা। যেরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত জীব মাতার আশ্রয়েই জীবন ধারণ করে, সেইরূপ সমস্ত ধার্ম্মিকপুরুষ ভক্তির আশ্রয় লইয়াই জীবন ধারণ করে। হে নারদ! নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের আচারসমূহের পালনে যিনি সর্ব্বদাই রত থাকেন, তাঁহার যদি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে তিন লোকে তাঁহার ন্যায় পুণ্যকারী লোক কেহ হয় না। ভক্তির দ্বারা কর্ম্মসমূহের সিদ্ধি হয়, সেই কর্ম্মদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন, তিনি সন্তুষ্ট হইলে তাঁহার কৃপায় জ্ঞানলাভ হয় এবং জ্ঞান হইতে মোক্ষ লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গের দ্বারা ভক্তিলাভ হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ মনুষ্যের পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্যের দ্বারাই লাভ হয়। যাঁহারা বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদা তৎপর, ভগবদ্ভক্তির যথার্থ অভিলাষী এবং কাম ক্রোধ প্রভৃতি দোষ হইতে মুক্ত, তাঁহাদিগকেই সমস্ত লোকের শিক্ষাদানকারী সাধু বলা হয়—

“বর্ণাশ্রমাচাররতা ভগবদ্ভক্তিলালসাঃ।
কামাদিদোষনির্ম্মুক্তাস্তে সন্তো লোকশিক্ষকাঃ॥” (নাঃ পুঃ ৪।৩৪)

যে পুণ্যকারী অথবা জিতেন্দ্রিয় নহে, সে পরম উত্তম সৎসঙ্গ লাভ করিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মে কৃত সমস্ত পাপ নষ্ট হইলেই সৎসঙ্গ সুলভ হয়। সূর্য্য নিজ কিরণের দ্বারা দিনের বেলায় বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন, কিন্তু সাধুমহাত্মাগণ তাঁহাদের উত্তম বাক্যরূপ কিরণের দ্বারা সর্ব্বদাই অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া থাকেন।”

মহামুনি সনকের এইরূপ উপদেশ শুনিবার পর দেবর্ষি নারদ পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—“ভগবদ্ভক্ত পুরুষের লক্ষণ কিরূপ? তিনি কিরূপ কর্ম্ম করেন? তাঁহার কোন্ লোকে কিরূপ গতি হয়?”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবর্ষি নারদের প্রশ্নের উত্তরে সনক পুরাকালে এই একই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বিষ্ণু মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, ভগবৎকথিত সেই উপদেশই বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শ্রীসনক দেবর্ষি নারদকে বলিলেন যে ভগবান্ বিষ্ণু ভগবদ্ভক্তের লক্ষণাদি বিষয়ে মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে বলিয়াছিলেন—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়! আমি তোমার নিকট ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। যিনি সমস্ত প্রাণীর হিতৈষী, যিনি অপরের দোষ দর্শন করেন না, যিনি ঈর্ষ্যারহিত, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের বশকারী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, নিষ্কাম ও শান্ত, তিনিই ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি মন, বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা অন্যকে কখনও পীড়া বা কষ্ট দেন না, যিনি লুব্ধ হইয়া কোন কিছুর পরিগ্রহ বা গ্রহণ করেন না বা সঞ্চয় করেন না, যাঁহার সাত্ত্বিক বুদ্ধি উত্তম ভগবৎকথাতেই সদা অনুরক্ত, যিনি ভগবান্ বিষ্ণুতে ও তাঁহার ভক্তে ভক্তিসম্পন্ন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যে মানব মনে মনে মাতা ও পিতার প্রতি 'গঙ্গা' ও 'বিশ্বনাথ শিবের' ভাব পোষণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করেন, তাঁহাকেও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানিবে। যিনি সমস্ত প্রাণীকে আত্মবৎ দর্শন করেন, শত্রু ও মিত্রে যাঁহার সমবুদ্ধি তাঁহাকে উত্তম ভক্ত বলিয়া জানিবে। যিনি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বক্তা,' সত্যবাদী ও সাধু মহাপুরুষের সেবায় রত থাকেন, তাঁহাকে উত্তম ভক্ত বলিয়া জানিবে। যিনি সর্ব্বদা গো ব্রাহ্মণের সেবায় রত থাকেন ও তীর্থবাস করেন, অপরের উন্নতি দেখিয়া যিনি আনন্দ লাভ করেন, যিনি শ্রীভগবানের পবিত্র নাম-জপ করেন, যিনি শ্রীভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যে বা জীবসেবার উদ্দেশ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুষ্পোদ্যান, পুষ্করিণী, কূপ, দেবমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাকেও উত্তম ভক্ত বলিয়া জানিবে। যিনি নিরন্তর গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করেন, তিনিও উত্তম ভক্ত। যিনি শ্রীহরির 'নামের' আদর করেন, হরিনাম শ্রবণে যাঁহার হর্ষ ও পুলকোদ্গম হয়, তিনি শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যে ব্যক্তি তুলসীবৃক্ষকে নমস্কার করেন এবং কর্ণে ও কণ্ঠে তুলসীকাষ্ঠ ধারণ করেন, তুলসী ও তুলসীবৃক্ষমূলের মৃত্তিকার আঘ্রাণ লইয়া যিনি আনন্দিত হন, তাঁহাকেও উত্তম ভক্ত বলিয়া জানিবে। যিনি ভগবান্ শিবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, যিনি শিবের চিন্তায় আসক্ত; শিবের পূজায় রত ও নিরন্তর ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনিও শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত। যিনি বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু বা শিবের আরাধনা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত। যিনি প্রাণিসমূহকে জল দান করেন, অন্নদান করেন এবং একাদশীব্রত পালনে যিনি সর্ব্বদা তৎপর, তাঁহাকেও উত্তম ভক্ত বলিয়া জানিবে।"

অতঃপর নারদ ব্রহ্মপুত্র মহামুনি সনককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মুনিবর! আপনি কৃপা করিয়া বলুন, ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কোন্ ক্ষেত্র সর্ব্বোত্তম এবং তীর্থসমূহের মধ্যে কোন্ তীর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?"

শ্রীসনক উত্তর করিলেন—"গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-স্থল প্রয়াগ-ক্ষেত্রকে মহর্ষিগণ সর্ব্বোত্তম ক্ষেত্র ও সর্ব্বোত্তম তীর্থ বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত দেবতা, মুণিগণ এবং পুণ্যার্থী ধার্ম্মিক নরগণ শ্বেত ও শ্যামজলপূর্ণ এই সঙ্গমতীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ হইতে সমুদ্ভূতা গঙ্গানদী সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থ। আর যমুনাও সাক্ষাৎ সূর্য্যের কন্যা; সুতরাং এই দুই নদীর সঙ্গম অতিশয় কল্যাণকারী ও পাপনাশকারী। এই প্রয়াগে স্বয়ং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মা যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন এবং মহর্ষিগণও এখানে নানাপ্রকার যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি গঙ্গা হইতে শত যোজন দূরে দাঁড়াইয়াও ভক্তিভরে 'গঙ্গা', 'গঙ্গা' শব্দ উচ্চারণ করেন, তিনিও সকল পাপ হইতে মুক্ত হন; সুতরাং যিনি গঙ্গায় স্নান করেন, তাঁহার যে পাপ দূর হইবে তাহাতে আর কথা কি? বিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্না এই গঙ্গাকে ভগবান্ শিব স্বয়ং মস্তকোপরি ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং এই গঙ্গা সমস্ত দেবতা ও মুণিগণেরও উত্তমরূপে সেব্য ও আরাধ্য, মানুষের যে আরাধ্য ও সেব্য হইবেন ইহাতে তো কোন কথাই নাই—

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতে স্থিতঃ।
সোঽপি মুচ্যেত পাপেভ্যঃ কিমু গঙ্গাভিষেকবান্॥
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা দেবী বিশ্বেশ্বরশিরঃস্থিতা।
সংসেব্যা মুনিভির্দ্দেবৈঃ কিং পুনঃ পামরৈর্জ্জনৈঃ॥"

(নাঃ পুঃ ৬।১২-১৩)

গঙ্গাস্নান মহান্ পুণ্যদায়ক এবং ইহা দেবতাগণের পক্ষেও দুর্ল্লভ। ইহা ভগবান্ বিষ্ণুর সারূপ্য-দানকারী ও পরম মোক্ষদায়ক। গঙ্গা, তুলসী, শ্রীভগবানের চরণে অবিচল ভক্তি এবং ধর্ম্মোপদেশক সদ্গুরুতে ভক্তি—এইগুলি মনুষ্যের পক্ষে অতিশয় দুর্ল্লভ—

"গঙ্গা চ তুলসী চৈব হরিভক্তিরচঞ্চলা।
অত্যন্ত দুর্ল্লভা নৃণাং ভক্তির্ধর্ম্মপ্রবক্তরি॥ (নাঃ পুঃ ৬।২১)।

উত্তম ধর্ম্মের উপদেশকারী শ্রীগুরুর চরণধূলি, গঙ্গামৃত্তিকা এবং তুলসীবৃক্ষের মূলদেশের মৃত্তিকা—এইগুলি যে মানব ভক্তিভরে মস্তকে নিত্য ধারণ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। পরম পুণ্যময়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গঙ্গানদীতে মেষ, তুলা এবং মকর সংক্রান্তিতে স্নান করিলে স্নানকারী সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতে পারেন। অহো! ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য, যে পরম পাবন ভগবতী জগদম্বা গঙ্গা সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, অনেক মনুষ্য তাঁহার সেবন করে না।

এইপ্রকার বিখ্যাত কাশীধামও তীর্থ ও ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে অতি উত্তম। সমস্ত দেবতা এই কাশীধামে বাস করেন। যে মনুষ্য অবিমুক্ত-ক্ষেত্র কাশীধাম ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করে, তাহার সমস্ত পাপ দূর হয় ও সে শিবলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি প্রাণপরিত্যাগের সময় অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীধামের স্মরণ করে, সেও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে।

কিন্তু গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম (প্রয়াগ) কাশী হইতেও শ্রেষ্ঠ। সমস্ত লোকের কল্যাণকারী ভগবান্ শঙ্কর স্বয়ং যে গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন, সেই গঙ্গার মহিমা কে বর্ণনা করিতে পারে? যেরূপ চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, নক্ষত্রসমূহের মধ্যে চন্দ্রমা শ্রেষ্ঠ এবং জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুণ্যতীর্থ ও নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গঙ্গার ন্যায় তীর্থ নাই, মাতার ন্যায় গুরু নাই, বিষ্ণুর ন্যায় দেবতা নাই এবং গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই। (১) শান্তির সমান কোন বন্ধু নাই, সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কোন তপস্যা নাই, মোক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ লাভ আর কিছুই নাই এবং গঙ্গার তুল্য কোন নদী নাই। (২) গায়ত্রী ও গঙ্গা এই উভয়ই সমস্ত পাপ নাশ করেন, ইঁহাদের প্রতি যাহার ভক্তি নাই, তাহাকে পতিত বলিয়া জানিবে। এই দুই দেবী ভগবান্ বিষ্ণুর শক্তিতে শক্তিমান; সুতরাং ইঁহারা মনুষ্যের সমস্ত কামনা পূরণ করিতে সমর্থ। সমস্ত লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য পরম করুণায় ইহারা আবির্ভূতা হইয়াছেন। সুতরাং গঙ্গা, গায়ত্রী, তুলসী ও ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি এই জগতে মনুষ্যের দুর্ল্লভ বস্তু। মহাভাগা গঙ্গাকে স্মরণ করিলে সমস্ত পাপের বিনাশ হয়, দর্শন করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় এবং তাঁহার জল পান করিলে বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ হয় এবং উহাতে স্নান করিলে মনুষ্য ভগবান্ বিষ্ণুর উত্তম ধামে গমন করে।" (৩)

অতঃপর মহামুনি সনক নারদের প্রশ্নের উত্তরে দান এবং দানের পাত্রের লক্ষণাদি বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণ সমস্ত বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গুরুস্থানীয়। যে ব্যক্তি দানের অক্ষয় ফল কামনা করে, তাহার ব্রাহ্মণকে দান করা কর্ত্তব্য। সদাচারী ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে সকলের নিকট হইতেই দান গ্রহণ করিতে পারেন ; কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কখনও কাহারও নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ ক্রোধী, পুত্রহীন, দম্ভাচারপরায়ণ বা শাস্ত্রবিহিত স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ করেন না, তাঁহাকে প্রদত্ত দান নিষ্ফল হয়। যে পরস্ত্রীতে আসক্ত, পরের ধনে লোভী, জ্যোতিষী, তাহাকে প্রদত্ত দানও নিষ্ফল হয়। যে সর্ব্বদা অপরের দোষ দর্শন করে ; যে কৃতঘ্ন ; কপটচারী

---

(১) "নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
নাস্তি বিষ্ণুসমং দৈবং নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্॥ নাঃ পুঃ ৬।৫৮

(২) "নাস্তি শান্তিসমো বন্ধুর্নাস্তি সত্যাৎ পরং তপঃ।
নাস্তি মোক্ষাৎ পরো লাভো নাস্তি গঙ্গাসমা নদী॥" নাঃ পুঃ ৬।৬০

(৩) "অহো গঙ্গা মহাভাগা স্মৃতা পাপপ্রণাশিনী।
হরিলোকপ্রদা দৃষ্টা পীতা সারূপ্যদায়িনী॥
যত্র স্নাত্বা নরা যান্তি বিষ্ণোঃ পদমনুত্তমম্॥" নাঃ পুঃ ৬।৬৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা যজ্ঞের অনধিকারী ব্যক্তির দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করায়, তাহাকে প্রদত্ত দানও নিষ্ফল হয়। যে সর্ব্বদাই যাচ্ঞা করে, যে হিংসাকারী, দুষ্ট ও মদ্য বিক্রয় করে, তাহাকে প্রদত্ত দানও বৃথা হয়। যে বেদ, স্মৃতি ও ধর্ম্মকে বিক্রয় করে অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে, যে সঙ্গীতের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে বা যাহার স্ত্রী ব্যভিচারিণী ও অপরের কষ্টদাত্রী, তাহাকে প্রদত্ত দানও নিষ্ফল হয়। যে সৈনিক অর্থাৎ অসির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে জীবিকার জন্য দেবতার পূজা করে, যে রজকের কাজ করে, যে অপরের গৃহে পাচকের কাজ করে, যে কবিতা রচনা করিয়া অসত্যভাবে অপরের স্তাবকতা করে, যে অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করে, এইরূপ ব্যক্তিকে প্রদত্ত দানও নিষ্ফল হয়। যে শূদ্রের অন্ন ভক্ষণ করে, যে ব্যভিচারিণী স্ত্রীর সন্তানের অন্ন গ্রহণ করে, যে ভগবান্ বিষ্ণুর নাম জপ বা নামকীর্ত্তনের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, যে সন্ধ্যাকর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়াছে, যে দিবাভাগে নিদ্রা যায়, যে দিবাভাগে মৈথুন করে এবং সন্ধ্যাবেলায় ভোজন করে, তাহাকে প্রদত্ত দানও নিষ্ফল হয়। যে মহাপাপী সমাজে পতিত বা পিতামাতার ব্যভিচারের দ্বারা অবৈধভাবে উৎপন্ন, তাহাকে প্রদত্ত দানও নিষ্ফল হয়। যে মদ্যপায়ী বা মাংস ভক্ষণ করে, যে লম্পট বা অত্যন্ত লোভী, যে চোর এইরূপ ব্যক্তিকে প্রদত্ত দানও বৃথা হয়। যে পাপী ও সাধুগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত, এইরূপ ব্যক্তিকে দান করিবে না বা তাহার প্রদত্ত দান গ্রহণও করিবে না।

হে নারদ! যে ব্রাহ্মণ সদাচারপরায়ণ, তাঁহাকে যত্নের সহিত দান করিবে। যে দান শ্রদ্ধার সহিত এবং ভগবান্ বিষ্ণুকে

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্পণপূর্ব্বক করা হয় এবং যে দান উত্তম পাত্রকে যাচ্ঞা করিলে দেওয়া হয়, তাহাই উত্তম দান। ইহলোকে বা পরলোকে লাভের উদ্দেশ্যে সুপাত্রে যে দান করা হয়, সেই সকাম দান মধ্যম বলিয়া জানিবে। আর দম্ভের সহিত, অপরকে হিংসা করিবার উদ্দেশ্যে, ক্রোধ ও অশ্রদ্ধার সহিত অবিধিপূর্ব্বক অপাত্রে যে দান দেওয়া যায়, তাহা অধম দান। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য নিষ্কামভাবে সুপাত্রে প্রদত্ত দান উত্তম, স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে ফলকামনার সহিত প্রদত্ত দান মধ্যম এবং অপাত্রে অপবিত্রভাবে অবিধিপূর্ব্বক অবজ্ঞার সহিত প্রদত্ত দান অধম বলিয়া জানিবে।

দান, ভোগ ও নাশ—ধনের এই তিনপ্রকার গতি। যে দানও করে না, ভোগও করে না, তাহার ধন কেবল তাহার নাশের জন্যই হয়। ধনের দ্বারা ধর্ম্মার্জ্জন করিতে হয়। যাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হন তাহাই ধর্ম্ম। বৃক্ষও তাহার পত্র, পুষ্প, ফল ও কাণ্ডের দ্বারা পরোপকার করে। সুতরাং মরণশীল মনুষ্য যদি শরীর, ধন, মন ও বাক্যের দ্বারা পরোপকার না করে, তবে তাহাকে মহাপাপী বলিয়া জানিবে, তাহার জীবনই বৃথা।”

অতঃপর সনক বিষ্ণুর আরাধনার মহিমা ও অনন্ত ফল বর্ণনা করিয়া এই ঘোর ধর্ম্মহীন কলিযুগে যে শ্রীহরির নামকীর্ত্তন ও তাঁহার শরণাগতিই জীবের উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন—“হে নারদ! যে সকল লোক ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনায় ভক্তিপূর্ব্বক নিযুক্ত হয়, তাহার উপর কলি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সত্য যুগে যে পুণ্যকর্ম্ম দশ বৎসরে সিদ্ধ হয়, ত্রেতাতে তাহা এক বৎসরে এবং দ্বাপরে তাহা এক মাসে সফল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, কিন্তু কলিযুগে তাহা একদিনেই সিদ্ধ হইয়া যায়। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে শ্রীভগবানের পূজা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ফলই এই কলিযুগে কেবলমাত্র ভগবান্ কেশবের কীর্ত্তনের দ্বারাই লাভ করা যায়, কলিযুগের ইহাই বিশেষ গুণ।* যে মনুষ্য দিবারাত্রি ভগবান্ বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন অথবা তাঁহার পূজা করেন, তাঁহার উপর কলি প্রভাব বিস্তার করে না। যে মানব নিষ্কাম বা সকামভাবে "নমো নারায়ণায়" মন্ত্রের জপ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার উপর কলির প্রভাব থাকে না। এই ঘোর কলিযুগে বেদোক্ত কর্ম্ম-সমূহের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি হইলে সেই দোষের প্রতিকার করিয়া কর্ম্মের পূর্ণতা পাইতে হইলে কেবলমাত্র ভগবানের নাম স্মরণ করিলেই হয়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ "হরে! কেশব! গোবিন্দ! বাসুদেব! জগন্ময়!" এই প্রকার কীর্ত্তন করে, তাহার উপর কলি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।† যে ব্যক্তি

---

* যৎ কৃতে দশভির্ব্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং শরদা চ যৎ।
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন হ্যহোরাত্রেণ তৎ কলৌ॥
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥
—নাঃ পুঃ ৪১।৯১-৯২

† ন্যূনাতিরিক্তদোষাণাং কলৌ বেদোক্তকর্ম্মণাম্।
হরিস্মরণমেবাত্র সম্পূর্ণত্ববিধায়কম্॥
হরে! কেশব! গোবিন্দ! বাসুদেব! জগন্ময়!
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥
—নাঃ পুঃ ৪১।৯৯-১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত, পাপকর্ম্মপরায়ণ এবং অতিশয় অশুদ্ধচিত্ত, সেই ব্যক্তির উদ্ধার কেবলমাত্র ভগবানের 'নাম' হইতেই হইতে পারে। নিজ নিজ অধিকারানুসারে যথাশক্তি বেদাদিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের আচরণ করিয়া সেই সেই কর্ম্ম ভগবান্ বিষ্ণুকে সমর্পণ করা ও তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হইয়া থাকাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। বিষ্ণুতে সমর্পিত কর্ম্ম তাঁহার স্মরণমাত্রে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহা নিশ্চিত সত্য জানিবে যে, ভগবন্নামপরায়ণ মনুষ্যের প্রতি কলির কোনরূপ প্রভাব থাকে না। শ্রীভগবানের নামই কলিযুগে জীবের একমাত্র গতি, অন্য কোন গতি নাই—

"হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

নাঃ পুঃ ৪১।১১৫

এই সমস্ত উপদেশ ব্যতীত আরও নানাপ্রকার আধ্যাত্মিক উপদেশ, মার্কণ্ডেয় ঋষির কাহিনী, সগর রাজার ও ভগীরথের উপাখ্যান, বাহু রাজার উপাখ্যান, বামনাবতারের কাহিনী, বলিবামন-সংবাদ, ধর্ম্মরাজ যম পাপিগণকে যে সব নরকযন্ত্রণা দিয়া থাকেন তাঁহার বিবরণ, নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ, শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় উপদেশ এবং নানাপ্রকার ব্রত ও নিয়ম প্রভৃতির উপদেশও মহামুনি সনক দেবর্ষি নারদের নিকট করিয়াছেন, বাহুল্যবোধে সেই সমস্ত এখানে আর বর্ণনা করা হইল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ দেবর্ষি নারদের প্রতি সনন্দনের উপদেশ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রীনারদপুরাণের পূর্ব্বভাগের দ্বিতীয়পাদে দেখা যায় যে, দেবর্ষি নারদ সনন্দনকে মানুষের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপের শান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে সনন্দন নারদকে বলিতেছেন—"হে নারদ! মাতৃগর্ভে, জন্মকালে এবং বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থায় মানুষের যে সমস্ত দুঃখ ভোগ হয়, তৎসমস্তের নিবৃত্তির একমাত্র অমোঘ উপায় শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি। শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হইলে এইরূপ অক্ষয় অনন্ত আনন্দ লাভ হয় যে, তাহা অপেক্ষা অধিক সুখ ও আনন্দ কোথায়ও নাই। সুতরাং ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন করা সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। হে মহামুনে! ভগবৎপ্রাপ্তির দুইটি উপায় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—জ্ঞান এবং নিষ্কাম কর্ম্ম। জ্ঞান দুই প্রকার—(১) শাস্ত্রাধ্যয়ন হইতে উৎপন্ন জ্ঞান এবং (২) সাধনলব্ধ বিবেক হইতে উৎপন্ন জ্ঞান। এই দ্বিতীয়-প্রকার জ্ঞান একমাত্র সমাধি হইতে লাভ হইতে পারে। শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকে শাস্ত্রজ্ঞান বলা হয় এবং পরব্রহ্ম পরমাত্মার জ্ঞানই বিবেকজন্য জ্ঞান। শব্দব্রহ্ম বা শাস্ত্রজ্ঞানে যিনি পারঙ্গত হইয়াছেন, তিনি বিবেকজন্য জ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন।*

---

* "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥"

—নাঃ পুঃ পূর্ব্বঃ ৪৬।৮
—বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, পরা ও অপরা ভেদে বিদ্যা দুই প্রকার। পরাবিদ্যার দ্বারাই নির্গুণ-সগুণরূপ পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। যিনি অব্যক্ত, অজর, চেষ্টারহিত, অজ, অবিনাশী, অনির্দ্দেশ্য, রূপহীন, হস্তপদাদি-অঙ্গবর্জ্জিত, ব্যাপক, সর্ব্বগত, নিত্য, সমস্ত ভূতের আদিকারণ, কিন্তু স্বয়ং কারণহীন বা স্বয়ম্ভূ, সমস্ত জগতের যাঁহা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে এবং জ্ঞানিগণ জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা যাঁহার সাক্ষাৎকার করেন, তিনিই পরব্রহ্ম। মোক্ষ-লাভার্থী পুরুষ তাঁহারই ধ্যান করেন। তিনিই সমস্ত বেদ-প্রতিপাদিত অতিসূক্ষ্ম ও ব্যাপক ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ।

পরব্রহ্মের এই স্বরূপই 'ভগবৎ' শব্দের বাচ্যার্থ এবং 'ভগবৎ' শব্দ সেই অবিনাশী পরব্রহ্মের বাচক। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদিও পরব্রহ্ম কোনপ্রকার শব্দ বা বাক্যের বিষয় হন না, তথাপি উপাসনার জন্য 'ভগবান্' নামের দ্বারা তাঁহাকে অভিহিত করা হয়। হে দেবর্ষে! যিনি সমস্ত কারণেরও কারণ, সেই পরম শুদ্ধ মহাবিভূতিনামধারী পরব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই 'ভগবৎ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। 'ভগবৎ' শব্দের 'ভ' কারের দুইটি অর্থ—(১) সম্ভর্ত্তা (ভরণ-পোষণকারী) এবং (২) 'ভর্ত্তা' (ধারণকারী)। 'গ' কারের তিনটি অর্থ—(১) গময়িতা (প্রেরক) (২) নেতা (সঞ্চালক) এবং (৩) স্রষ্টা (জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা)। ভ ও গএর মিলিত 'ভগ' শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ দেখাইতে গিয়া বলিতেছেন—সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, সম্পূর্ণ যশঃ, সম্পূর্ণ শ্রী, সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ বৈরাগ্য—এই ছয়টির নাম 'ভগ'। সেই সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরেই সমস্ত ভূত ও প্রাণিসমূহ নিবাস করিতেছে এবং সেই পরমেশ্বরও সমস্ত ভূতে বাস করিতেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইজন্য সেই অব্যয় পরমেশ্বরই 'ব' কারের অর্থ।† সুতরাং এইরূপে 'ভগবান্' শব্দ পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবেরই বোধক। যিনি সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি, প্রলয়, গমনাগমন (ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান্ পরিণতি ও অবস্থা), বিদ্যা ও অবিদ্যাকে জানেন তিনিই ভগবান্। যাঁহাতে কোন হেয় গুণ নাই এবং যিনি অলৌকিক জ্ঞান, শক্তি, বল ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজ প্রভৃতি সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ, তিনিই ভগবৎশব্দের বাচ্যার্থ। সেই পরমাত্মাতে সমস্ত ভূত বাস করে এবং তিনিও সমস্ত ভূতে নিবাস করেন, এইজন্যই তাঁহাকে 'বাসুদেব' বলা হয়। *

---

† শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে।
মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণে ॥
সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোহর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে ॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা ॥
বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥
—নাঃ পুঃ পূঃ ৪৬।১৫-১৮
—বিঃ পুঃ ৬।৫।৭২-৭৫

* উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥
সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষু বসনাদেব বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥
—নাঃ পুঃ পূর্ব্বঃ ৪৬।২১-২৩
—বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৮-৮০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাত্মা সর্ব্বভূতের মধ্যে বাস করেন এবং ভূতসমূহও পরমাত্মাতে বাস করে এবং পরমাত্মাই জগতের ধারণকর্ত্তা, পোষণ কর্ত্তা ও স্রষ্টা; অতএব সেই সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভুকে 'বাসুদেব' বলা হইয়া থাকে।* হে মুনে! যিনি সমস্ত জগতের আত্মা এবং সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃত আবরণের উর্দ্ধে অবস্থিত, যিনি সমস্ত ভূতের মূল-কারণ, তাঁহাকে কোন প্রকার প্রাকৃত বিকার, গুণ ও দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। এই বিশ্বে স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই তাঁহার দ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অশেষ কল্যাণগুণময় তাঁহার স্বরূপ। নিজের শক্তির লেশমাত্র দ্বারাই তিনি সমস্ত পদার্থ ও প্রাণীকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। নিজের ইচ্ছামাত্র তিনি অনেক শরীর ধারণ করিয়া প্রকাশিত হন এবং সমস্ত জগতের কল্যাণ করেন। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি জগৎ তাঁহারই স্বরূপ। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই। যাহার দ্বারা নির্দ্দোষ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও একরূপ পরমাত্মার স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই জ্ঞান এবং তাহার বিপরীত অজ্ঞান। স্বাধ্যায় ও সংযমের দ্বারা ভগবান্ পুরুষোত্তমের দর্শন পাওয়া যায়। স্বাধ্যায়ের সহিত যোগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপে স্বাধ্যায় ও যোগ এই উভয়ের একত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হন। ব্রহ্মের প্রাপ্তির কারণ বলিয়া বেদের নামও 'ব্রহ্ম'। বেদের নিত্য পাঠ ও মননকে স্বাধ্যায় বলে। স্বাধ্যায় ও যোগ এই দুইটি পরমাত্মদর্শনের

---

* "ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ॥
—নাঃ পুঃ পূর্ব্বঃ ৪৬।২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেত্রস্বরূপ। পরমাত্মার যোগে স্থিত হইলে মুনি ব্রহ্মে লীন হইয়া নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

মনই মনুষ্যের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। বিষয়ে আসক্ত হইলে মন বন্ধনের কারণ হয় এবং বিষয়াসক্তিরহিত হইলে সেই মনই আবার মোক্ষপ্রাপ্তির সাধক হয়।* অতএব বিবেকবিজ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বান্ পুরুষ মনকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পরমেশ্বরের চিন্তায় নিবিষ্ট করিবেন। যেরূপ চুম্বক নিজের শক্তিতে লৌহকে আকর্ষণ করিয়া নিজের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া নেয়, সেইরূপ পরমাত্মাও নিজের শক্তির দ্বারা ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ মুনির চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া নিজের স্বরূপে লীন করিয়া নেন। আত্মজ্ঞানের সাধন যমনিয়মাদি উপায়ের অনুষ্ঠানে নিরত মনের ধীরে ধীরে ব্রহ্মের সহিত সংযোগ হওয়াকেই 'যোগ' বলে। এইরূপে ব্রহ্মের সহিত মনের সংযোগ সাধন করিতে পারিলেই জীবের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ সম্পূর্ণরূপে দূর হইতে পারে।"

অতঃপর মহামুনি সনন্দন দেবর্ষি নারদের নিকট নানা আধ্যাত্মিক উপদেশ প্রসঙ্গে পঞ্চশিখ ও রাজা জনকের উপাখ্যান, রাজা কেশিধ্বজ ও খাণ্ডিক্যের উপাখ্যান, জড়ভরত ও সৌবীর রাজের উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া শেষে শিক্ষা, কল্প, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত এই ছয়টি বেদাঙ্গের বিস্তৃত বর্ণনা ও উপদেশ করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে সেই সমস্ত বর্ণনা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

---

* "মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্য বিষয়াসঙ্গি মুক্তের্নির্বিষয়ং তথা॥" —নাঃ পুঃ পূর্ব্বঃ ৪৭।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ দেবর্ষি নারদের প্রতি সনাতনের উপদেশ ॥

পূর্ব্বোক্ত নারদপুরাণের পূর্ব্বভাগের চতুর্থপাদে দেখা যায়, নারদ সনাতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পুরাণসমূহ কতপ্রকার? তাহাদের শ্লোকসংখ্যাই বা কত? পুরাণসমূহে কোন্ কোন্ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে? ইত্যাদি।" নারদের প্রশ্নের উত্তরে সনাতন বলিলেন—"পুরাকালে মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকট ঠিক এই একইপ্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাই তোমাকে বলিতেছি। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—"সমস্ত কল্পেই একই পুরাণ ছিল এবং তাহার শ্লোক সংখ্যা ছিল শতকোটি। এই পুরাণকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের বীজ বলা হয়। সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি এই পুরাণ হইতেই হইয়াছে। কালক্রমে এই পুরাণ লুপ্ত হওয়ায় এবং মনুষ্যগণ ইহার অনুবর্ত্তী না হইয়া অধার্ম্মিক হওয়ায় ভগবান্ বিষ্ণু প্রত্যেক যুগেই ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রতি দ্বাপর যুগে চারিলক্ষ শ্লোকে ঐ মূল পুরাণের সার সংগ্রহ করিয়া তাহাকে অষ্টাদশভাগে বিভক্ত করেন এবং মনুষ্যলোকে সেই অষ্টাদশভাগে বিভক্ত পুরাণই প্রচলিত। আজও দেবলোকে শতকোটি শ্লোকাত্মক বিস্তৃত মূল পুরাণ বিদ্যমান্ আছে। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, নারদপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বামনপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এই অষ্টাদশপূরাণ ভূলোকে প্রচলিত।" এই পুরাণসমূহে সৃষ্টিতত্ত্ব (সর্গ), প্রলয়তত্ত্ব, প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি (প্রতিসর্গ), বিভিন্ন মনুর বংশ ও রাজত্বকালের বিবরণ (মন্বন্তর), ভূলোকের বিখ্যাত ধার্ম্মিক রাজগণের চরিত্র ও বংশানুচরিত, ভক্তগণের নানাপ্রকার উপাখ্যান, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিস্তৃত বিবরণ, পূজা ও নানাপ্রকার মন্ত্রের বিবরণ ও উপাসনাপদ্ধতি, নানাপ্রকার ব্রতাচরণ-পদ্ধতি ও তাহার বিস্তৃত বিবরণ, বিভিন্ন দেবদেবীর উপাখ্যান, রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি, অর্থনীতি, অধ্যাত্মদর্শন, বিভিন্নপ্রকার ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের বিবরণ, ষড়ঙ্গবেদের আলোচনা, কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ্শাস্ত্র, নৃত্যগীতাদিবিষয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এবং শ্রীভগবানের গুণ ও মহিমার কথা, তাঁহার বিভিন্ন অবতারের ও লীলাসমূহের বর্ণনা প্রভৃতি মানুষের পরম কল্যাণকর বিষয়সমূহ এবং ভোগ ও মোক্ষ সমস্তই বর্ণনা করা হইয়াছে।"

অতঃপর সনাতন নারদের নিকট ব্রহ্মার উক্তি অনুসরণ করিয়া এই অষ্টাদশপুরাণের বিষয়বস্তুর বর্ণনা করিয়াছেন এবং বারমাসের উভয়পক্ষের প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি পর্য্যন্ত প্রত্যেক তিথিতে করণীয় ব্রত প্রভৃতির বিস্তৃতরূপে উপদেশ করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে সেই সমস্ত এখানে আলোচনা করা হইল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ দেবর্ষি নারদের প্রতি সনকাদি কুমারচতুষ্টয়ের উপদেশ ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যবর্ণনা-প্রসঙ্গে নারদের প্রতি সনকাদির উপদেশ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ—একদা বিশালায় নারদকে চিন্তাকুলচিত্তে দীনমনে উপবিষ্ট দেখিয়া সনকাদি কুমার চারিজন তাঁহাকে তাঁহার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নারদ বলিলেন—"পৃথিবী এখন অধর্ম্মের দ্বারা প্লাবিত হইয়াছে, পরম মঙ্গলদায়ক ভাগবতধর্ম্ম কোথায়ও নাই। লোকসকল আত্মম্ভরী, দীন, কপট, অধার্ম্মিক ও পাষণ্ড হইয়াছে। সত্য, শৌচ, দয়া, দান ভূতলে কোথায়ও নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখ পাইতেছি। ইহা ছাড়া আরও একটি ব্যাপার দেখিয়া আমি চিন্তিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি,—আমি একদা যমুনার তটে উপস্থিত হইয়া সেস্থানে শ্রীহরির লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন প্রত্যক্ষ করিলাম। হে মুনীশ্বরগণ! সেই বৃন্দাবনে আমি এক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম। দেখিলাম, সেই স্থানে খিন্নমনা এক তরুণী বিষণ্নমনে উপবিষ্ট, দুইজন চেতনাহীন বৃদ্ধ তাঁহার পার্শ্বে পতিত হইয়া ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। তরুণী তাহাদিগের কখনও শুশ্রূষা, কখনও প্রবোধদান, কখনও বা তাহাদের সম্মুখে রোদন করিতেছে; আবার কখনও বা দশদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে, তাহাতে বোধ হইল যেন স্বীয় রক্ষকেরই অনুসন্ধান করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

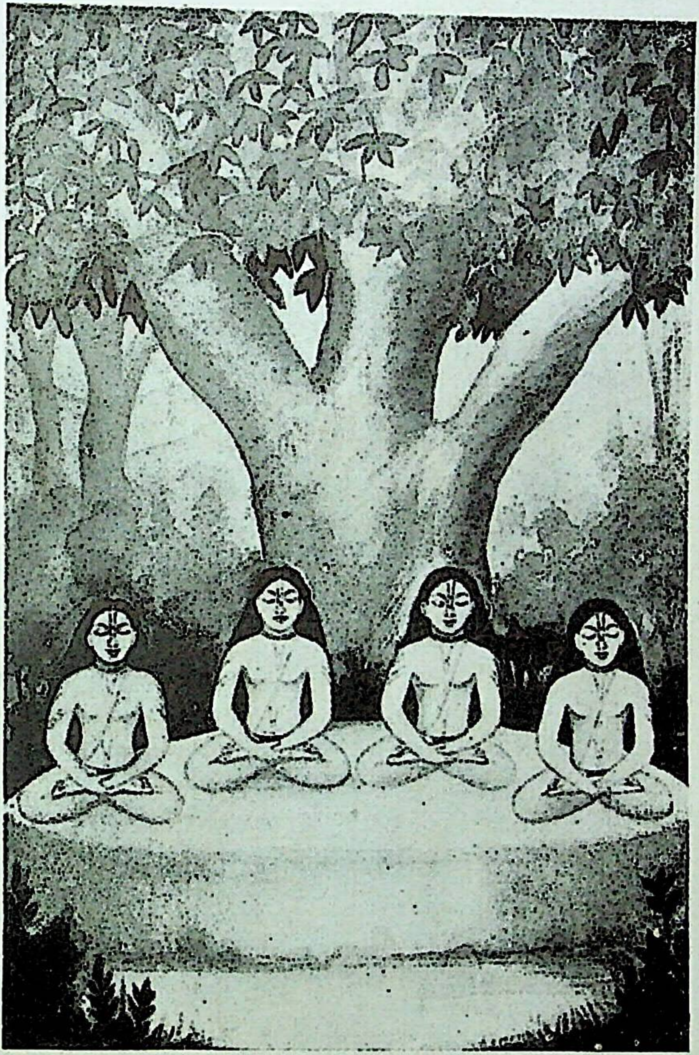

ব্রহ্মার মানসপুত্র—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা দেখিয়া আমি তাহাদের নিকট গিয়া কৌতূহলবশে তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হে ভদ্রে! তুমি কে? এই বৃদ্ধদ্বয়ই বা কে? এই যে কমললোচনা ললনাসকল, ইহারাই বা কে এবং তোমার দুঃখের কারণই বা কি?" আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই তরুণী নিজের দুঃখের কারণ আমাকে বলিল। সে বলিল—"আমি 'ভক্তি' নামে বিখ্যাত। এই বৃদ্ধদ্বয় জ্ঞান ও বৈরাগ্য-নামক আমার শ্রেষ্ঠ পুত্রদ্বয়। ইহারা কালবশে জর্জ্জরিত। আর এই যে সকল ললনা, ইহারা গঙ্গাদি সরিদ্বরা, ইহারা আমার সেবার জন্য সমাগত হইয়াছে। ইহারা আমার নিত্য সেবা করে! কিন্তু আমি ইহাতে শান্তি পাইতেছি না, দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি। আমি দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন ও কর্ণাটে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তারপর আমি কিছুদিন মহারাষ্ট্রে অবস্থান করিয়া গুর্জ্জরে গিয়া জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছি। গুর্জ্জরে ঘোর কলির প্রভাব অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সেখানে গিয়া আমি অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছি। তারপর দৈবযোগে বৃন্দাবনে আসিয়া আমি সুরূপিণী নবীনার ন্যায় বালা হইয়াছি। এই ক্লিষ্টমনা শয়ান আমার পুত্রদ্বয় বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছি না। স্বভাবতঃ মাতার বৃদ্ধা হওয়া ও পুত্রের বালক হওয়াই উচিত, কিন্তু আমি তরুণী হইয়াছি এবং আমার পুত্রদ্বয় বৃদ্ধ হইয়াছে। আমাদের এই বিপরীতভাব কিরূপে সম্ভাবিত হইল, ইহা চিন্তা করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি ও শোক করিতেছি। হে মুনে! যদি ইহার কারণ আপনার জানা থাকে, তবে তাহা আমাকে বলিয়া আমার শোক দূর করুণ।"

সেই বালা আমাকে এইরূপ বলিলে আমি তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বোধন করিয়া বলিলাম—"হে বালে! তুমি শোক করিও না, শ্রীহরি তোমার মঙ্গল করিবেন। এখন দারুণ কলিযুগ উপস্থিত। এই কলির প্রভাবে সদাচার, যোগমার্গ ও তপস্যা লুপ্ত হইয়াছে। এইকালের অধিকাংশ মনুষ্যই অসুরের ন্যায় আচরণ করিতেছে। এইকালে সাধুগণ দুঃখপীড়িত ও অসাধুগণ সুখী হয়। ধীরচিত্ত পণ্ডিত প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। হে মহাভাগে! তোমার তনয়গণকে ও তোমাকে কেহ অবলোকন ও আদর করে না। তোমরা বিষয়াসক্ত-জনগণের দ্বারা পরিত্যক্ত ও অনাদৃত হইয়া জড়তা ও জরা প্রাপ্ত হইয়াছিলে, কিন্তু বৃন্দাবনের সংযোগে পুনরায় তুমি নবীনত্ব লাভ করিয়াছ। এই বৃন্দাবন ধন্য, কারণ এখানে নবীন ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে ; কিন্তু দেখিতেছি—এখানে গ্রাহকাভাবে জ্ঞান ও বৈরাগ্য নামক তোমার বৃদ্ধ পুত্রদ্বয় কিঞ্চিন্মাত্রও নবীনত্ব প্রাপ্ত না হইয়া যেন আত্মসুখে প্রসুপ্তের ন্যায় রহিয়াছে। যাহা হউক হে বালে! তুমি শোক করিও না, তোমার কান্ত পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরিকে স্মরণ কর, তোমার কল্যাণ হইবে। যিনি কৌরবকশ্মল হইতে দ্রৌপদীকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, যাঁহা দ্বারা গোপসুন্দরীগণ রক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথাও যান নাই। তুমি (ভক্তি) তাঁহার সতত প্রাণাধিকা প্রিয়া ; তোমার দ্বারা আহুত হইয়া ভগবান্ নীচ-জনের গৃহেও গমন করিয়া থাকেন। সত্যাদি ত্রিযুগে জ্ঞান ও বৈরাগ্য মুক্তির সাধক ছিল, কিন্তু কলিকালে কেবল বিষ্ণুবল্লভা তুমিই ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী। তুমি শ্রীহরির অঙ্গ হইতে উৎপন্ন ও তাঁহার ভক্তগণের পোষক। তিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্য নামক দুইটি তনয় তোমাকে প্রদান করিয়াছেন। তুমি ভক্তপালনার্থ শ্রীহরির আজ্ঞায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুই পুত্র সহ এখানে আগমন করিয়াছ। এই কলিকালে কেবল তুমিই (ভক্তিই) সার, তোমার দ্বারাই শ্রীহরি প্রকাশিত হন। এই কলিকালে যে সকল লোক তোমার আশ্রয় লইবে, পাপী হইলেও তাহারা নির্ভয়ে শ্রীহরির সন্নিধানে গমন করিবে।"

ভক্তি নামক সেই তরুণী আমার এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইল এবং সেই জ্ঞান ও বৈরাগ্য নামক তাহার সংজ্ঞাহীন পুত্রদ্বয়কে প্রবোধিত করিতে অনুরোধ করিল। তখন তাহার অনুরোধে আমি করস্পর্শ দ্বারা তাহার সেই পুত্রদ্বয়ের প্রবোধসাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি হস্ত দ্বারা তাহাদের মুখ মার্জ্জন করিয়া দিলাম এবং তাহাদের কর্ণে মুহুর্মুহুঃ বেদান্ত-নির্ঘোষ ও গীতা পাঠ করিলাম। ইহাতে তাহারা জাগরিত হইয়া কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ করিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল। তখন আমি চিন্তান্বিত হইয়া ভাবিলাম—এখন আমি কি করি? নিদ্রা কেন এই বৃদ্ধদ্বয়ের উপর এত প্রভুত্ব করিতেছে? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে এক আকাশ-বাণী হইল। ঐ আকাশবাণী বলিল—"হে ঋষে! বিষণ্ণ হইও না, তুমি এইজন্য সাধুকর্ম্মের আচরণ কর, তাহা হইলেই ইহারা চৈতন্য লাভ করিবে। সেই সাধুকর্ম্ম কিরূপ তাহা সাধুগণ তোমাকে উপদেশ করিবেন। সেই সাধুকর্ম্মের আচরণ করিলেই ইহাদের নিদ্রা ও বার্দ্ধক্য সত্ত্ব দূরীভূত হইবে।"

সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া আমি সেই সাধুকর্ম্ম কিরূপ তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া এবং পৃথিবীর অনেক সাধুমহাত্মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহা জানিতে না পারিয়া এই বদরিকাশ্রমে আসিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ সম্পন্ন আপনারা (সনকাদি মুনিসত্তমগণ) আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আপনারাই আমার সংশয় দূর করিয়া কৃপাপূর্ব্বক জ্ঞান উপদেশ করুন। হে মুনিগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং আপনারাই বলুন সেই আকাশবাণী-কথিত সাধুকর্ম্ম কিরূপ? কোন্ স্থানে কিরূপেই বা সেই সাধুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব? তখন দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সনকাদি কুমারগণ বলিলেন—"হে দেবর্ষে! দুঃখ করিও না। আকাশবাণী তোমার নিকট যে সৎকর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহা হইতেছে জ্ঞানযজ্ঞ। সেই জ্ঞানযজ্ঞ হইল শ্রীশুকদেবকথিত শ্রীমদ্ভাগবতকীর্ত্তন। এই শ্রীমদ্ভাগবত কথা ভক্তিজ্ঞানবিমুখজনগণকেও সুখ দান করে। সিংহ শব্দে ভীত হইয়া বৃকগণ যেরূপ পলায়ন করে, সেইরূপ সমস্ত কলিদোষও শ্রীমদ্ভাগবতধ্বনি হইতে দূরে পলাইয়া যায়। জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তা ভক্তিই প্রেমরস আনয়ন করে। এই অত্যুত্তমা ভাগবতী কথা বেদ ও উপনিষদের সার। ইহার ফল পাত্রবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ হইতে দেখা যায়। যেরূপ রসাল ফলে আমূলাগ্র রস বিদ্যমান, কিন্তু সেই রস পান করিলে প্রক্রিয়াভেদে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে; যেরূপ দুগ্ধে ঘৃত আছে, কিন্তু দুগ্ধপানে ঘৃতরসের আস্বাদ অনুভূত হয় না, পরন্তু সেই ঘৃত দুগ্ধ হইতে পৃথক্ করিয়া বাহির করিলেই তাহার দ্বারা দেবগণেরও প্রীতিবর্দ্ধন হয়; যেরূপ শর্করা ইক্ষুবৃক্ষের আদিমধ্যান্ত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিলেও সেই শর্করা ইক্ষু হইতে পৃথক্ করিয়া লইলেই সুমিষ্ট হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইরূপ বেদ ও উপনিষদের সারস্বরূপ ভাগবতী কথাও বেদ ও উপনিষৎ হইতে সঙ্কলন করাতেই অত্যুত্তম রসাবহা ও ফলদায়িনী হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ক্ষণমধ্যেই কৃষ্ণানুকর্ষণে সমর্থ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চতুঃশ্লোকী ভাগবত নাভিপঙ্কজস্থ ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা তাহা তোমাকে উপদেশ করেন এবং তুমি বেদব্যাসকে উপদেশ করিয়াছিলে। এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণেই বেদ-ব্যাসের তাপশান্তি হইয়াছিল।" সনকাদিকুমারগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিযুক্ত হইয়া দেবর্ষি নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মুনীশ্বরগণ! কোন্ স্থানে ও কিরূপ বিধিনিয়মে এই শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনরূপ জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে উপদেশ করুন।"

নারদের প্রশ্নের উত্তরে কুমারগণ বলিলেন—"হে নারদ! জ্ঞান-যজ্ঞানুষ্ঠানের স্থান তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল মানব এই ভাগবতী কথা শ্রবণ করে তাহাদের পাপরাশি নাশপ্রাপ্ত হয় ও পুণ্য বর্দ্ধিত হয়। গঙ্গাদ্বার সমীপে কামদনামক মহাপুর আছে, তথায় স্বর্গগঙ্গার পবিত্র উত্তরভাগে আনন্দ নামক তট বিদ্যমান্। ঐ আনন্দতটে অনেক ঋষি ও দেবগণ বাস করেন, তাহা নানাপ্রকার তরুলতা দ্বারা ব্যাপ্ত এবং স্বচ্ছ-কোমল-বালুকাময়। ঐ স্থান রম্য, নির্জ্জন ও স্বর্ণকমলশোভিত। ঐ আনন্দতটের সমীপস্থ জীবগণ সেই ভূমির প্রভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বৈরভাব পোষণ করে না; তুমি প্রযত্নপূর্ব্বক ঐ স্থানে জ্ঞানযজ্ঞ সম্পন্ন কর। সেখানে অপূর্ব্ব রসদাত্রী ভাগবতী কথা কীর্ত্তিত হইলে বৃন্দাবনস্থ জরাজীর্ণ-কলেবর জ্ঞান-বৈরাগ্য নামক তনয়দ্বয়কে সঙ্গে করিয়া ভক্তি সেইস্থানে উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। যেস্থানে ভাগবতী কথা কীর্ত্তিত হইবে, তনয়গণসহ ভক্তি সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের কীর্ত্তিসুধাপানে তরুণী হইবে ও পুত্রদ্বয় বালক হইবে।”

কুমারগণ এইরূপ বলিয়া জ্ঞানযজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত নারদের সহিত সত্বর গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন। তাঁহারা যেমন সেই তটের নিকট উপস্থিত হইলেন, অমনি ভূরাদি সপ্তলোকে এক মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল। সপ্তলোকবাসী প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবত-আস্বাদনে লোলুপ হইয়া দ্রুতগতিতে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ভৃগু, বশিষ্ঠ, চ্যবন, গৌতম, মেধাতিথি, দেবল, দেবরাত, রাম, বিশ্বামিত্র, শাকল, মার্কণ্ডেয়, আত্রেয়, পিপ্পলাদ, যোগেশ্বর, ব্যাস, পরাশর, ভাগবত-প্রধান শুকাদি এবং শিষ্যগণসহ কৃষ্ণামৃতস্বাদ-সর্ব্বস্ব বহু শাস্ত্রজ্ঞগণ সেখানে আগমন করিলেন। নিখিল বেদান্ত, বেদ, মন্ত্র, তন্ত্র, সংহিতা, সপ্তদশ পুরাণ ও ষট্‌শাস্ত্র সমাগত হইলেন। গঙ্গাদি সরিৎ, পুষ্করাদি সরোবর, অখিল ক্ষেত্র, সর্ব্বদিক্, দণ্ডকাদি বন, হিমালয়াদি পর্ব্বত, দেব গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ, দ্বীপ সমুদ্র দিক্‌পাল এবং পাতালবাসিগণও সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞ-দীক্ষিত নারদ সমাগত জনগণকে উত্তম আসন প্রদান করিলেন।

কৃষ্ণপরায়ণ কুমারগণ বন্দিত হইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের অগ্রে মুখ্য হরিভক্ত বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ উপবেশন করিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে দেবর্ষি নারদ উপবিষ্ট হইলেন। নারদের বামভাগে মুনিগণ, দক্ষিণভাগে দেবগণ এবং অন্যত্র বেদ, উপনিষদ্ ও তীর্থসকল উপবেশন করিলেন। দশদিক্ বিঘোষিত করিয়া আকাশস্পর্শী “জয়” শব্দ “নমঃ” শব্দ ও শঙ্খ শব্দ সমুত্থিত হইল। প্রহৃষ্টমনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবগণ বিমানারোহণে আগমন করিয়া সভাস্থলে কল্পবৃক্ষের পুষ্পরাজি বিকিরণ করিলেন।

তারপর ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ এইরূপে যথাস্থানে উপবেশন করিলে সনকাদিকুমারগণ নারদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কুমারগণ বলিলেন—"হে নারদ! শ্রবণ কর, আমরা যথাবিধি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের অদ্ভুত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। পুণ্যবান্ নরগণ সর্ব্বদা ভাগবতী কথার সেবা করেন এবং তাঁহারা ইহা শ্রবণমাত্রে কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ দ্বাদশ-স্কন্ধ-সংযুক্ত অষ্টাদশ-সহস্র শ্লোকে রচিত। মানবের যে পর্য্যন্ত এই ভাগবত-শাস্ত্র কর্ণগত না হয় তাবৎকালই সে অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। মানবগণ যদি ভক্তিভাবে এই ভাগবতী কথাই না শুনিল, তবে তাহাদের বহু শাস্ত্র, পুরাণ, সংহিতা ও আগম শ্রবণে কি হইবে? যাহার গৃহে নিত্য ভাগবতী কথা হয়, সেই গৃহ নরগণের পাপ-বিনাশক তীর্থস্বরূপ। সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় ভাগবতকথার ষোড়ষাংশের একাংশের তুল্য নহে। হে মুনিপুঙ্গব! নরগণ যে পর্য্যন্ত শ্রীভাগবতী কথা শ্রবণ না করে, সেই পর্য্যন্তই তাহাদের দেহে পাপ সকল বিদ্যমান্ থাকে। পুণ্যফলের তুলনায় গঙ্গা, কাশী, প্রতিষ্ঠানপুর ও পুষ্করাদি তীর্থসমূহও ভাগবতী কথার সমান হয় না। যদি সংসারনাশে অভিলাষ হয়, তবে ভাগবতের শ্লোকার্দ্ধ কিংবা শ্লোকপাদও স্বয়ং নিত্য পাঠ করুন। হে নারদ! যিনি নিত্য ভাগবত শাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহার কোটি, জন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। মানবগণ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ, পাঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ধ্যান এবং তুলসী ও হুতাশনের সেবা করিয়া ভক্তি ও মুক্তি লাভ করে। অন্তকাল সমুপস্থিত হইলে যিনি ভক্তিভরে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তিনি মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। প্রোষ্ঠপদী পূর্ণিমায় মানব স্বর্ণ-সিংহাসনে অলঙ্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত বিপ্রবরকে দান করিবেন। যিনি মিতাহার, জিতেন্দ্রিয়, অভিমানহীন ভক্তিযুক্ত হইয়া আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ভাগবতী কথা শ্রবণ করেন, তিনি গোলোকে কৃষ্ণের সাজুয্য লাভ করিয়া থাকেন। অহো! ভূতলে যে কৃষ্ণকথা পান করে নাই, সে চণ্ডাল ও পশুর ন্যায়, তাহার জন্ম বৃথা।

যাহারা ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করে নাই, যাহাদের দ্বারা পুরাণ-পুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হন নাই এবং যাহারা পৃথিবীর দেবতাস্বরূপ বিপ্রগণকে ভোজ্য প্রদান করে নাই, তাদৃশ নরগণের জীবন বৃথাই অতিবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সিদ্ধ-মুনিগণ বলিয়াছেন—অসৎ-প্রসঙ্গবশে যে মানবের পাপকলুষচিত্ত হরি কথায় প্রীত না হয়, ভূভারভূত সেই পশুসম মানবকে ধিক্! শ্রীভাগবতী কথা ভুবনে দুর্ল্লভ, কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্যেই তাহা লাভ হইয়া থাকে। অতএব সেই সাত্ত্বিকী কথাই শ্রবণ করা উচিত।

হে নারদ! বস্তুতঃ এবিষয়ে দিনের কোনও নিয়ম নাই, শাস্ত্রমতে প্রত্যহই কেবল সত্যনিষ্ঠ ও ব্রহ্মচর্য্যরত হইয়া ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। কলিকালের মানুষ মনকে বশীভূত করিতে পারে না বলিয়া ও নানা ভোগবশতঃ তাহাদের অত্যধিক আয়ুক্ষয় হয় বলিয়া কলিযুগে ভাগবত পাঠ সপ্তদিনাত্মক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নানা কারণে কলি দোষবহুল এবং এই যুগে মনুষ্য মনের নিগ্রহ ও নিয়মাচরণ সাধারণতঃ সাতদিনই করিতে সমর্থ হয় বলিয়াও এইরূপ নিয়ম কল্পিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। একদিনে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণে যে ফল হয়, শুকদেব সপ্তাহ শ্রবণে সেই ফল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তপস্যা, সমাধি ও যোগে যে ফল হয় না, সপ্তাহ ভাগবত শ্রবণে মানব অনায়াসে সেই সকল ফল লাভ করিয়া থাকে। যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, ধ্যান, জ্ঞান ও তীর্থ হইতেও সপ্তাহ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের নিয়ম উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যে সময় শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হন, সেই সময় ধীমান্ উদ্ধব তাহা জানিতে পারিয়া গোবিন্দকে বলিয়াছিলেন—"হে ভগবন্! আপনি সমস্ত দেবকার্য্য সংসাধিত করিয়া স্বর্গধামে সম্প্রতি গমনাভিলাষী হইয়াছেন। অতএব হে বিভো! আপনার বিয়োগভয়ে আমি চিন্তিত হইয়াছি। হে দেবেশ! আমি আপনার শরণাগত, আমার চিন্তা দূর করুন। হে নাথ! এক্ষণে ঘোর কলিকাল আগত, এই কালে সকল লোক খল হইবে; অতএব আমার কি কর্ত্তব্য তাহা আদেশ করুন। হে যদুনন্দন! এই ভাগবতী ভূমি কাহার শরণ লইবে? আপনাকে ভিন্ন আমি ইহার ত্রাতা দেখি না, অতএব হে দয়ানিধে! আপনি আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া এস্থানে অবস্থান করুন। হে প্রভো! আপনি নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হইয়াও কেবল সাধুগণের রক্ষণার্থই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার বিয়োগে ভক্তগণ ভূতলে কি করিয়া অবস্থান করিবে? নির্গুণ উপাসনা ক্লেশকর, অতএব আমাদের হিতাচরণ করুন।" হরি উদ্ধবের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরম কৃপাপূর্ণ মনে উদ্ধবকে শ্রীমদ্ভাগবত প্রদান করিলেন। শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতে স্বীয় তেজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধানপূর্ব্বক উদ্ধবকে তাহা প্রদান করিয়া নিজধামে গমন করিলেন। তদবধি শ্রীহরির বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবত মর্ত্ত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিলে মানবগণের পাপ সদ্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়; তাই ইহার সপ্তাহ-শ্রবণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতা বক্তা ও প্রশ্ন-কর্ত্তা শ্রীভগবানের তন্ময়তা প্রাপ্ত হন। দুঃখ দারিদ্র্য ও দৌর্ভাগ্য দূর করিয়া কাম ক্রোধ জয় করিতে কলিতে শ্রীমদ্ভাগবতই সমর্থ। অধিক কি, শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত দেবগণেরও দুর্জ্জয় বৈষ্ণবী মায়া মানবগণের নিবৃত্ত হয় না।"

সনকাদি কুমারগণ শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া সেই দিব্য ভাগবতী কথা কীর্ত্তন করিতে উপক্রম করিলেন। অনন্তর সর্ব্ববেদ ও উপনিষদের সার শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে প্রেমান্বিতা মনোজ্ঞ-তনু ভক্তি তনয়দ্বয়কে ভুজদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ! গোবিন্দ! হরে! মুরারে! নাথ!"—এই সকল নাম মুহুর্মুহুঃ কীর্ত্তন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে আবির্ভূত হইলেন। তখন সদস্যগণ সুচারুবেশা ভাগবতার্থ-ভূষিতা ভক্তিকে সমাগতা দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে বিতর্ক করিতে লাগিলেন—"ইনি কে? কোথা হইতে কি নিমিত্ত আগমন করিলেন?" সনকাদি কুমারগণ বলিলেন —"ইনি ভক্তি, অধুনা ভাগবত-কথা-প্রভাবে ইনি এখানে আগমন করিয়াছেন।" তখন সপুত্র ভক্তি ব্রহ্মনন্দন সনকাদির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"কলিতে আমি বিনষ্টা হইয়াছিলাম, সম্প্রতি আপনারা আমাকে পুষ্ট করিলেন। এক্ষণে আমাকে আদেশ করুন— আমি পুত্রগণের সহিত কোন্ অভীষ্ট স্থানে অবস্থান করিব?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনকাদি কুমারগণ ভক্তির এই উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"গোবিন্দপরায়ণ দীনদয়াপর সাধুতে তুমি স্থির মনে বাস কর। তাঁহারা কখনও উৎপথাভিমুখী হইলে তুমি তাঁহাদের মন হরিপাদপদ্মে সমাহিত করিয়া দিবে। তুমি নারদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া কলিতে একমাত্র পরহিত সাধন করিবে। তাহা হইলে কলিদোষসকল ইহলোকে তোমাকে অবলোকন করিতেও সমর্থ হইবে না। যাঁহাদের হৃদয়মধ্যে একমাত্র হরিভক্তি বিরাজ করে, অখিল ভুবন মধ্যে নির্ধন হইলেও তাঁহারা অতি ধন্য। হরি প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজ লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর সেইসকল মানবগণের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করেন।"

অনন্তর বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে অলৌকিক ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে অবলোকন করিয়া হরি নিজলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূলোকে আগমন করিলেন। সেই বনমালী ঘনশ্যাম, পীতবাসা, কিরীটধারী, কুঞ্চিত-কেশকলাপযুক্ত, উজ্জ্বল মকরকুণ্ডল-মণ্ডিত, ত্রিভঙ্গ, মনোহর, মনোজ্ঞ-কৌস্তুভ-শোভিত, কোটি-মন্মথ-লাবণ্য, হরিচন্দনচর্চ্চিত, পরমানন্দ-চিন্মূর্ত্তি মধুরমুরলীধর হরি স্বীয় ভক্তগণের নির্ম্মল হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। বৈকুণ্ঠবাসী শান্তমনা বৈষ্ণবগণও হরিকথা-শ্রবণ-মানসে গূঢ়রূপে ভূতলে উপনীত হইলেন। তখন শঙ্খধ্বনি সহ উচ্চ "জয়" "জয়" শব্দ উত্থিত হইল, সে শব্দে কলির সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইয়া গেল। তত্রত্য জনগণের দেহগেহাদির, এমন কি নিজ আত্মার পর্য্যন্ত বিস্মৃতি ঘটিল। এইরূপ দেখিয়া অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ নারদ সনকাদিকুমার-গণকে বলিলেন—"হে মুনীশ্বরগণ। সপ্তাহ ভাগবত শ্রবণের অলৌকিক মহিমা আজ আমি প্রত্যক্ষ করিলাম; মূঢ়, শঠ, এমনকি পশুপক্ষি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণও আজ পরাগতি প্রাপ্ত হইল। অতএব নরলোকে চিত্তশুদ্ধি-বিধায়ক শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় পবিত্র অন্য শাস্ত্র আমি দেখিতেছি না। শ্রীমদ্ভাগবত দোষবহুল কলিকালে পাপরাশি নাশ করে ও কৃতার্থতা আনয়ন করিয়া থাকে। হে কুমারগণ। এক্ষণে আমায় বলুন—শ্রীমদ্ভাগবত-কথাময় সপ্তাহযজ্ঞে কাহারা শুদ্ধিলাভ করে? আপনারা দয়াপর হইয়া লোকহিতকর নূতন পথ প্রকাশিত করিয়াছেন।”

কুমারগণ বলিলেন—“যে সকল লোক পাপকারী, অতি দুষ্ট, সদা দুরাচারে রত, মৎসর, ক্রোধাগ্নিদগ্ধ, কুটিল ও কামী, তাহারাও সপ্তাহযজ্ঞে হরিকে প্রাপ্ত হইবে। যাহারা সত্যহীন, পিতৃমাতৃসেবা-বিমুখ, তৃষ্ণাকুল, আশ্রম ও বর্ণবাহ্য, দাম্ভিক ও জীবহিংসক, সপ্তাহযজ্ঞে তাহাদেরও হরিপ্রাপ্তি ঘটিবে। যাহারা পঞ্চ মহাপাতক করিয়াছে এবং যাহারা ছলকারী, ক্রূর, পিশাচতুল্য, নির্দ্দয়, ব্রহ্মস্বাপহারী ও ও ব্যভিচারী, তাহারাও সপ্তাহযজ্ঞে হরিলাভ করিবে। যাহারা শঠ, হঠকারী, নিত্য কায় মন ও বাক্যদ্বারা পাপ করে এবং যাহারা নীচ, কৃতঘ্ন, মলিন ও দুরাশয়, সপ্তাহযজ্ঞে তাহারাও হরিকে প্রাপ্ত হইবে।”

সনকাদিকুমারগণ নারদের নিকট এইরূপে ভাগবত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া এই বিষয়ে “গোকর্ণ ধুন্ধুকারীর” উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন—“মহাপাপকারী ধুন্ধুকারী মৃত্যুর পর প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে নিয়মপূর্ব্বক সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণের দ্বারাই প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যদেহধারী ধুন্ধুকারী শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহকাল পাঠের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া তাহার ভ্রাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোকর্ণকে বলিয়াছিল—অগ্নি যেমন আর্দ্র, শুষ্ক এবং লঘু ও স্থূল কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে, শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ শ্রবণও তদ্রূপ কায় বাক্য মন ও কর্ম্মকৃত কলুষসমূহকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে। দেবগণাভীষ্ট এই ভারতবর্ষে ভাগবত শ্রবণকারীর উত্তম গতি লাভ হয়। স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মাংস ও শোণিত-ময় বলিয়া এই দেহ অশুদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত-কথাস্বাদে সেই দেহ শুদ্ধ হয়। নরকভাগী পাপী পুরুষের পাপ নিবৃত্তির জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবতই প্রধান সাধন। জলে বুদ্‌বুদ্ যেরূপ আশু বিনাশশীল, জীবদেহে পতিত মশক যেমন ক্ষণবিধ্বংসী, শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রবিমুখ জনগণও সেইরূপ সত্বর মরণপন্থী। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রুত হইলে মানবের হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্ম্মসমূহ ক্ষীণ হয়।"

এইরূপে ধুন্ধুকারীর উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া সনকাদি ঋষিগণ দেবর্ষি নারদের নিকট সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শ্রবণের বিধিও উপদেশ করিলেন। কুমারগণ বলিলেন—"ভক্তিমান্ মানব শাস্ত্রনিপুণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিবেন। তিনি শুভাগমন করিলে ধন ও বসন দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া প্রথমে শুভ দিন ও মুহূর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি যে শুভ দিন ও মুহূর্ত্ত বলিবেন, পাঠারম্ভে তাহাই প্রশস্ত হইবে। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও আষাঢ় মাস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠারম্ভে শ্রেষ্ঠ। এইরূপ পূর্ণা-তিথি, শনি মঙ্গল ব্যতীত বার, ধ্রুব ও মৃদুগণ-নক্ষত্র এবং শুভযোগ ও শুভলগ্নে পাঠারম্ভ প্রশস্ত। হে দেবর্ষে! নিত্য পুরাণপাঠে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির দ্বাদশী, জাতাশৌচও পরিত্যাজ্য নহে। পণ্ডিতগণ সপ্তাহ ভাগবতপাঠকে মহাযজ্ঞ বলিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদিকের সর্ব্বস্থানের বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বৈষ্ণবগণের সমাগমে সপ্তাহযাবৎ সাধুসমাজ গঠিত হইবে। অতঃপর সমাগত ব্যক্তিগণের উপবেশন স্থানের ব্যবস্থা করিবে। পাঠারম্ভের স্থানে শুদ্ধ ভূমিতে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে এবং তাহাতে কদলীস্তম্ভ রোপণ করিয়া তাহার চারিদিকে ধ্বজা স্থাপন করিবে। তাহার সম্মুখে উচ্চাসনে বক্তা উপবেশন করিবেন। বক্তার উভয়পার্শ্ব মুক্ত থাকিবে এবং সম্মুখে শ্রোতা-গণের আসন বিন্যস্ত করিবে। বক্তা সভামধ্যে উত্তর মুখ হইয়া বসিবেন। তিনি জ্ঞানিবর, শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব, দৃষ্টান্তকুশল, ধীর ও নিস্পৃহ হইবেন। যিনি সর্ব্ববিষয়ে সন্দেহ দূর করিতে সমর্থ হইয়াও পূর্ব্বোক্তগুণশালী নহেন, তাঁহাকে বক্তা করিবে না। বক্তার সাহায্যার্থ তাঁহার পার্শ্বে অন্য একজন বিজ্ঞ ও পণ্ডিতকে বসাইবে, তিনি শ্রোতাদিগের সংশয়চ্ছেত্তা ও অজ্ঞান-দিগের বোধ-বিধায়ক হইবেন।

কথার বিঘ্ন দূর করিবার জন্য অগ্রে গণেশের পূজা করিবে। তারপর দুর্গা, হরি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ভাস্কর ও দ্বিজগণের পূজা করিবে। ইহাদের ভক্তিভরে যথাবিধি পূজা করিয়া পরে দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। তাহারপর প্রধান শ্রোতার পূজা করিয়া পুস্তকের উপর হরির পূজা করিবে। হে মুনে! অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া হস্তে বস্ত্র ফলাদি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পুস্তকস্থ হরির নিকট প্রার্থনা করিবে—"হে শ্রীমদ্ভাগবত! তুমি ইহলোকে স্বয়ং কৃষ্ণরূপে অবস্থিত। হে নাথ! আমি ভবসাগর পার হইবার জন্য তোমার শরণ লইলাম ; আমার এই মনোরথ সর্ব্বথা তুমি সিদ্ধ কর। হে কেশব! আমি তোমার দাস, আমার এই কার্য্য বিঘ্নহীন কর!" হে মুনে! এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রার্থনা করিয়া পুস্তকের উপর বস্ত্রাদি বস্তু বিন্যস্ত করিবে। তারপর কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিতে করিতে বক্তার নিকট প্রার্থনা করিবে—"হে শুকরূপ দ্বিজসত্তম! আপনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, আপনি শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া আমার অজ্ঞান নাশ করুন।" হে মুনিসত্তম! বক্তার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপার্থ পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বরণ করিবে; তারপর কীর্ত্তনার্থ গীত-বাদ্য-বিধিজ্ঞগণকে ধন বসনাদি দ্বারা সৎকার করিয়া স্থাপন করিবে। হে মুনে! কথান্তে তাঁহারা যথাবিধি কীর্ত্তন করিবেন। যে মানব জায়া, ধন, গৃহ ও পুত্র-চিন্তা পরিহার করিয়া একচিত্তে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে, তাহার অনন্ত ক্রিয়া-ফল লাভ হয়। সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সার্দ্ধ তৃতীয়প্রহর পর্য্যন্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য। পাঠান্তে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে। মধ্যাহ্নে দুই ঘটিকা পাঠে বিরত থাকিবে। তৎকালে কোনও অধ্যায় বা কোনও উপাখ্যানের ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। শ্রোতৃগণ শ্রবণফল লাভার্থ উপবাস করিবে অথবা অশক্তপক্ষে একবার মাত্র স্বল্প পরিমাণ হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে অথবা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে দেহ রক্ষা হয় সেইরূপ জল, ফল কিংবা কেবল দুগ্ধ বা ঘৃত ভোজন করিবে। হে নারদ! এক্ষণে সপ্তাহব্রতী মানবের নিয়মসকল শ্রবণ কর।

বিষ্ণুদীক্ষাবিহীন মানবগণের এই ব্রতে অধিকার নাই। ব্রতী ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য-পালন, মৃত্তিকা-শয়ন ও পত্রপাত্রে ভোজন করিবে। হে মুনিসত্তম! সপ্তাহকাল এই সকল নিয়ম নিত্যই পালন করিতে হইবে। দ্বিদল, মধু, তৈল, পরান্ন, ইক্ষুরস, ভাবদুষ্ট-ক্রিয়াদুষ্ট-পর্য্যুষিত-অন্ন, পলাণ্ডু, হিঙ্গু, মূলক, গৃঞ্জন, নালিকা ও কুষ্মাণ্ড, কথাব্রতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তি এই সমস্ত ভোজন করিবে না। কথাব্রতী কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, দম্ভ, মাৎসর্য্য, মোহ, দ্বেষ ও হিংসা ত্যাগ করিবে। কথাব্রতী বুদ্ধিমান্ মানব, বেদ, বৈষ্ণব, বিপ্র, গুরু, গো, ব্রতী স্ত্রী, রাজা ও মহদ্ব্যক্তির নিন্দা করিবে না; সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, সরলতা, বিনয় এবং মানসিক প্রসন্নতা অবলম্বন করিবে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে স্ত্রী-কামী ব্যক্তি স্ত্রী, তনয়কামী তনয় ও জয়কামী জয় লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু মোক্ষকামী মানব নিষ্কাম হইয়া ভাগবত শ্রবণ করিলে শ্রীহরির পদ লাভ করিয়া থাকেন। সপ্তম দিবসে সমাপ্তি-সময়ে উপবাস করিয়া গো, ভূমি, স্বর্ণ ও উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা বক্তার পূজা করিবে। পরে গীতবাদ্যবিশারদ ব্যক্তিগণ দ্বারা মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি পরদিনে গীতার্থ শ্রবণ করিতে করিতে প্রতি শ্লোকে অথবা গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে প্রতি গায়ত্রী পাঠে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিবে। পায়স, মধু, ঘৃত, তিল, তণ্ডুল, যব, শর্করা, প্রিয়াল, দ্রাক্ষা, বাদাম, খর্জ্জুর, পদ্ম, কর্পূর, চন্দন, অগুরু, লবঙ্গ, গুগ্‌গুল ও বিল্বপত্র, এই সকল দ্রব্যে পৃথক্ পৃথক্ সহস্র হোম করিবে। অতঃপর ক্রিয়ার বিঘ্নবিঘাত, ন্যূনাধিক্যনিবৃত্তি এবং নিজের পবিত্রতার জন্য সহস্র-নাম পাঠ করিবে। দ্বাদশ অষ্টাদশ কিম্বা ইহারও অধিক সংখ্যক দ্বিজগণকে পায়স দ্বারা ভোজন করাইবে এবং তাঁহাদিগকে স্বর্ণ ও ধেনু-দক্ষিণা প্রদান করিবে।

ব্রতসিদ্ধির জন্য সমাপ্তিদিবসে অথবা ভাদ্র-পূর্ণিমায় স্বর্ণসিংহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পৃষ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত আরোপিত করিয়া কিম্বা তাহার গলদেশে লেখন করিয়া অর্পণ করিবে। এইরূপ বিধানে শ্রীমদ্ভাগবত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রত করিলে ব্রতীর সর্ব্বপাপ নিবৃত্ত হয় এবং শ্রোতার শ্রবণফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিদায়ক এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক। ইহার দ্বারা সিদ্ধ না হয় এমন কর্ম্ম ত্রিলোকে কিছুই নাই। এইজন্যই পুরাণসমূহমধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানিগণ বলেন—যিনি অষ্টাদশ দোষ-নির্ম্মুক্ত তিনি বক্তা এবং যিনি দ্বাত্রিংশৎ অপরাধে অপরাধী নহেন, তিনি শ্রোতা হইতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত যদিও সর্ব্বকামদ, তথাপি এই ভক্তিপ্রদ শাস্ত্র নিষ্কাম হইয়া শ্রবণ করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবত নামক সুরতরুর অঙ্কুর সজ্জন, আলবাল ভক্তি, ইহার স্কন্ধ দ্বাদশ, শাখা দ্বিপঞ্চাশৎ, পত্র অষ্টাদশসহস্র, ইহা সুলভ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে নারদ! এই তোমার অভীষ্ট শ্রীমদ্ভাগবত কথিত হইল, ইহা জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি উদ্দীপিত করে এবং মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে।"

দীনোদ্ধরণতৎপর কৃষ্ণপদসুধাপ্লুত ভগবদ্ভক্ত কুমারগণ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবৎপ্রিয় নারদ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রেমগদ্‌গদবাক্যে তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আপনারা করুণাপরায়ণ, আপনাদের দ্বারা আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আপনাদের মুখে সপ্তাহ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে আমি শ্রীহরিকে নিকটে দর্শন করিলাম।" কথাবসানে বৈষ্ণবোত্তম নারদ এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় যোগেশ্বর কমলনয়ন জ্ঞানরূপ সমুদ্রের চন্দ্র-সদৃশ সদা সন্তুষ্ট ষোড়শবর্ষবয়স্ক ব্যাসনন্দন শুকদেব হৃদয়ে নিরন্তর ভাগবত চিন্তা করিতে করিতে তথায় শুভাগমন করিলেন। সদস্যগণ সেই প্রভূততেজা শুকদেবকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তম আসন প্রদান করিলেন। তিনি সুখে আসনে উপবেশন করিলে সেই অম্বুজনয়ন শ্রীহরি তথায় আবির্ভূত হইলেন। অতঃপর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভবানীর সহিত ভব এবং মরীচ্যাদি পুত্রগণের সহিত পদ্মযোনি ব্রহ্মা কীর্ত্তন দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। প্রধান প্রধান দেবগণ বিমানে আরোহণ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিমানে গগন সমাবৃত হইল। তরল গতি দ্বারা প্রহ্লাদ আসিয়া কীর্ত্তনের তাল ধারণ করিলেন এবং উদ্ধব কাংস্য ও দেবর্ষি নারদ বীণা গ্রহণ করিলেন; আর স্বরকুশল অর্জ্জুন রাগকর্ত্তা হইলেন। ইন্দ্র মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন, কুমারগণ উত্তম "জয় জয়" বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অশেষগুণশালী ব্যাসতনয় শুকদেব ইঁহাদের মধ্যে থাকিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

জ্ঞানের প্রকারভেদে নবধা-বিভক্ত ভক্তির তিন তিনটি অবস্থার অভিব্যক্তি করিয়া শুক, প্রহ্লাদ ও উদ্ধব—ইঁহারা তিনজন মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই অলৌকিক নৃত্য ও কীর্ত্তন অবলোকন ও শ্রবণে শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"হে ভাগবতোত্তমগণ! আপনাদের কথাকীর্ত্তনে আমি নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি, আপনারা আমার নিকট বর প্রার্থনা করুন।" সেই বাক্য শ্রবণে তাঁহারা সকলে সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন ও তাঁহাদের মধ্যে কুমারগণ শ্রীহরিকে বলিলেন—"হে মুরারে! আপনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু ও অমিতাত্মা, আপনার নিকট আমরা মাত্র এই বরই প্রার্থনা করি যে, ঘোরতর কলিকালে মানবগণ অল্পায়ুঃ ও শত শত বিঘ্ন-সঙ্কুল হইবে, তখন সপ্তাহযজ্ঞের অনুষ্ঠানে আপনি তাহাদের প্রতি সদ্যঃ সন্তুষ্ট হইবেন। হে প্রভো! আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার পাদপদ্মের সেবক, সুতরাং আমাদের ইহা ব্যতীত অন্য কোন মনোরথ নাই।"

অনন্তর শ্রীহরি "তাহাই হউক" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন সুপ্রসন্নাত্মা নারদ কুমারগণকে অভিবাদন করিলেন। অতঃপর সনকাদি কুমারগণ, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ, শুকাদি যোগিগণ ও দেবগণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

॥ দেবর্ষি নারদের প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ ॥

পূর্ব্বোক্ত নারদ-পুরাণের পূর্ব্বভাগের তৃতীয়পাদে বর্ণিত আছে যে, দেবর্ষিনারদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত-তন্ত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে সনৎকুমার তাঁহার নিকট প্রথমতঃ শৈব-দর্শনের উপদেশ করেন এবং সেই প্রসঙ্গে 'পতি', 'পশু' 'পাশ' প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া মন্ত্রশোধন ও দীক্ষাবিধির উপদেশ করেন।

অতঃপর সনৎকুমার দেবপূজার বিস্তৃত বিধি ও নিয়মাদি উপদেশ করিয়া শ্রীবিষ্ণু-সম্বন্ধীয় অষ্টাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের অনুষ্ঠান, পূজা, পুরশ্চরণ ইত্যাদি বিষয়েরও সমস্ত বিধি ও নিয়ম উপদেশ করেন। অতঃপর তিনি নারদের নিকট শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন সম্বন্ধীয় মন্ত্রেরও বিস্তৃত উপদেশ করিয়া বিভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা হনুমান্-জীর উপাসনাবিধিও বর্ণনা করেন। পরে সনৎকুমার নারদকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিভিন্ন মন্ত্রসমূহের উপদেশ করিয়া সেই সমস্তের অনুষ্ঠানবিধি ও বিবিধপ্রয়োগ সম্বন্ধেও শিক্ষা দেন এবং প্রসঙ্গক্রমে নারদ পূর্ব্বকল্পে মহেশ্বরের নিকট হইতে যে "যুগল শরণাগতি মন্ত্র" ও "শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সহস্রনামস্তোত্র" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যাহা নারদ তখন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন, সেই সমস্তই সনৎকুমার নারদের নিকট পুনরায় বর্ণনা করেন। এই সমস্ত মন্ত্র ও তাহার অনুষ্ঠানবিধি প্রভৃতি অত্যন্ত বিস্তৃত ও জটিল এবং সাধারণের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় তৎসমস্তের বর্ণনা আর এখানে করিলাম না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছান্দোগ্য-উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে দেখা যায় যে, দেবর্ষি নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের শরণাপন্ন হইয়া আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন। দেবর্ষি নারদ সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ও সর্ব্বপ্রকার সাধন করিয়া আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পারায় শোকানলে সন্তাপিত হইতেছিলেন। কারণ একমাত্র আত্ম-জ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার শোক দূর করিয়া পরম মঙ্গল সাধন করিতে পারে। তাই দেবর্ষি নারদ অন্য সমস্ত জ্ঞানসম্পন্ন ও সকল সাধন-শক্তিসম্পন্ন হইয়াও যখন আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, সাধুতা ও সাধনশক্তির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের জন্য চতুঃসনের অন্যতম ঋষি সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"হে ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন।" তখন ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে বলিলেন—"তুমি যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছ, প্রথমে আমাকে বল। তাহা শুনিয়া পরে তুমি যাহা জান না তাহা আমি তোমাকে উপদেশ করিব।"

তখন নারদ বলিলেন—"ভগবন্! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণরূপ পঞ্চমবেদ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধপদ্ধতি, গণিতশাস্ত্র, দৈব (উৎপাত জ্ঞান), মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র, তর্ক-শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, বেদাঙ্গশিক্ষা, কল্পাদি শাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সর্পবিদ্যা, নৃত্য-গীত-বাদ্য-শিল্পাদি বিদ্যা—এই সমস্ত বিদ্যাই আমি লাভ করিয়াছি। হে ভগবন্! আমি এই সমস্ত বিদ্যা লাভ করিলেও কেবল 'মন্ত্রবিৎ' অর্থাৎ শব্দার্থ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রবিষয়েই জ্ঞানলাভ করিয়াছি ; কিন্তু আত্মবিৎ হইতে পারি নাই। আপনার ন্যায় আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের নিকট শুনিয়াছি যে, আত্মবিৎ পুরুষ শোকরহিত হন। ভগবন্! আমি শোকার্ত্ত। আপনি আমাকে শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ করুন।"

দেবর্ষি নারদের এই বাক্য হইতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা যায় যে, আত্মজ্ঞানের তুল্য আর কোন জ্ঞান নাই। সর্ব্বপ্রকার শোক দুঃখ দূর করিয়া পরম কল্যাণ আনয়ন করিতে একমাত্র আত্মজ্ঞানই সমর্থ। সমস্ত উপনিষদে ও ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে এই আত্মজ্ঞানের মহিমাই বহুভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্ব-সাধনশক্তিসম্পন্ন ঋষিও যে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ভগবান্ সনৎ-কুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন ইহা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, উপযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন কেহ নিজ চেষ্টায় কখনও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

তাই উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছান্দোগ্য উঃ ৬।১৪।২), "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎ-পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (মুণ্ডক উঃ ১।২।১২)—অর্থাৎ আচার্য্য-বান্ ব্যক্তিই (যিনি উপযুক্ত আচার্য্যকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন ব্যক্তিই) আত্মাকে জানিতে পারেন। আত্মাকে জানিবার জন্য শিষ্য সমিধ্ হস্তে লইয়া ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন।

আবার দেবর্ষি নারদ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বপ্রকার সাধনশক্তিসম্পন্ন হইয়াও যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, ইহার দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, মেধাশক্তি দ্বারা বা নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দ্বারা বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা সাধনশক্তি দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। অতএব আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তির স্বকীয় পাণ্ডিত্যাভিমান ও সাধনাভিমান অতি তুচ্ছ ও হেয়-বোধে ত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

দেবর্ষি নারদের এইরূপ প্রার্থনার পর ঋষি সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে আত্মজ্ঞান উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই তাঁহাকে বলিলেন—"হে নারদ! তুমি ঋগ্বেদাদি বিদ্যা যাহা কিছু লাভ করিয়াছ, তৎসমস্তই নাম ভিন্ন আর কিছু নহে। এই নামেরই তুমি ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর, এই নামের উপাসনা দ্বারা যে পর্য্যন্ত নামের গতি, সেই পর্য্যন্ত নামের উপাসকের অধিকার হইয়া থাকে।"

অনন্তর সনৎকুমার বাক্য, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, জল, তেজ, আকাশ, স্মরণ, আশা, প্রাণ, সত্য, মতি (মনন), শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, কৃতি ও সুখ—এই তত্ত্ব সকলের আলোচনা করিয়া ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বটির অপেক্ষা উত্তরউত্তরটি শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ব্বপূর্ব্বটির কারণ ও আশ্রয় ইহা সম্যক্ প্রতিপাদন করিয়া অবশেষে ঋষি ভূমা-তত্ত্বে পৌঁছিয়াছেন। এই বাক্য; মন, সঙ্কল্প প্রভৃতির প্রত্যেকটিকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে সেইটির যে পর্য্যন্ত গতি সেই পর্য্যন্ত তাহার যথেচ্ছ অধিকার হয় বলিয়া সেই উপাসনার ফলেরও উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাঞ্ছনীয় অন্য কিছু আছে বলিয়া বলেন নাই।

ঋষি সনৎকুমার সুখকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঞ্ছনীয় বলিয়া উপদেশ করিয়া অতঃপর সেই শ্রেষ্ঠ পরম অক্ষয় সুখের স্বরূপবর্ণনাপ্রসঙ্গে ভূমাতত্ত্বের উপদেশ করিতেছেন। তিনি বলিলেন—"যাহা ভূমা—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থাৎ মহৎ, যাহা অপেক্ষা মহৎ কিছু নাই তাহাই সুখ। অল্পে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(পরিচ্ছিন্নে—যাহা অপেক্ষা অধিক আছে তাহাতে) সুখ নাই। কারণ যাহা অল্প তাহাতে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। অল্প বিষয় পাইলে তাহার অপেক্ষা অধিক বিষয় লাভের জন্য তৃষ্ণা হইয়া থাকে এবং এই তৃষ্ণাই হইল দুঃখের মূল। আর বৈষয়িক সমস্ত কিছুই অল্প ও দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। অতএব যাহা ভূমা তাহাই সুখ। ভূমাতে অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা নাই; সুতরাং ভূমাতে তৃষ্ণাদি-দুঃখ-বীজেরও সম্ভাবনা নাই। অতএব সেই ভূমার বিষয়েই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।"

অনন্তর ভূমাস্বরূপের বর্ণনা করিতে যাইয়া ভগবান্ সনৎকুমার বলিলেন—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃনোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা" —যাঁহার পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলে তাহা ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ অন্য কিছু দর্শন করেন না, অন্য কিছু শ্রবণ করেন না, অন্য কিছু জানেন না, তিনিই ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বরূপী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ব্রহ্মই ভূমা। অতঃপর সনৎকুমার পুনরায় বলিলেন—"সেই ভূমাই অধোভাগে, ঊর্দ্ধে, পশ্চাতে, পুরোভাগে, দক্ষিণে ও উত্তরে; তিনিই এই সমস্ত দৃশ্যমান্ জগৎ। নিজ মহিমায় তিনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অন্য কোনও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় নাই, তিনিই সকলের আশ্রয় ও অধিষ্ঠান। তিনিই সকলকে ধারণ করিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার ধারক কেহই নাই। সেই ভূমা বা ব্রহ্ম আত্মারূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। সুতরাং আত্মাই অধোদেশে, ঊর্দ্ধে, পশ্চাতে, পুরোভাগে, দক্ষিণে ও উত্তরে। আত্মাই এই সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ। সেই ভূমা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন-বোধ যাঁহার হইয়াছে, সেই পুরুষ এই প্রকার দর্শন, মনন ও জ্ঞান করিলে আত্মরতি, আত্মক্রীড়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ হন। তিনি তখন স্বরাট্ ও সমস্ত লোকে কামচারী হন। তৎপর ঋষি সনৎকুমার আরও বলিলেন—

"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্
সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি
স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা
সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ
শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ।"

সেই তত্ত্বদর্শী পুরুষ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেন না, তিনি সমস্তই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন এবং সর্ব্বপ্রকারে সমস্তই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিশ্বের যখন যেটি পাইতে ইচ্ছা করেন, তখনই সেইটি প্রাপ্ত হন। তিনি ইচ্ছামাত্রে এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয়, দশ, একাদশ, বিংশতি, শত ও সহস্র হইতে পারেন।

ইহার পর শ্রুতি স্বয়ং উপসংহারে বলিতেছেন—

"তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ।" —যাঁহার রাগদ্বেষাদি কষায় (চিত্তের মল) দূরীভূত হইয়াছিল সেই নারদকে ভগবান্ সনৎকুমার অজ্ঞানের পার (পরমার্থতত্ত্ব) প্রদর্শন করাইয়াছেন। শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺দুর্গাচরণ সংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় এই অংশের ভাষ্যানুবাদের শেষে টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন (ইহা খুবই সত্য কথা বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিতেছি)—"দেবর্ষি নারদ স্বয়ং অশেষ বিদ্যাবিশারদ এবং বিশিষ্ট জাতি ও বংশগৌরবসম্পন্ন হইয়াও একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে আপনার অকৃতার্থতায় দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারের নিকট শিষ্যভাবে উপস্থিত হইলেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, নিখিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লৌকিক বিদ্যায় বিচক্ষণ হইলেও জগতের যাবতীয় জড়তত্ত্ব নামাদি অবগত হইলেও জীব ততক্ষণ পরম শান্তিময় আনন্দলাভে কৃতার্থ হয় না, যতক্ষণ ভূমা-ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইতে না পারে। কারণ যাহা ভূমা (পরম মহৎ) নহে—যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন তাহা কখনই সুখ-স্বরূপ হইতে পারে না। পরন্তু যাহা ভূমা তাহা সুখস্বরূপ। ব্রহ্মই ভূমা সুতরাং আনন্দস্বরূপ। সেই ভূমা-ব্রহ্মকে জানিলেই জীব সংসারের সমস্ত অনর্থজালকে ছিন্ন করিয়া পরমশান্তিময় পরম-মুক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। অতএব সংসারবহ্নির তীব্র তাপে দগ্ধ মুক্তিকামী জীবগণ বিদ্যা, জাতি প্রভৃতির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং তাঁহার উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।"

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ সনন্দন কর্ত্তৃক ব্রহ্মার অন্য মানসপুত্র সনকাদির
প্রতি উপদেশ ॥

পুরাকালে জনলোকে ব্রহ্মার মানসপুত্র ঊর্দ্ধরেতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মসত্র নামক ব্রহ্ম-নির্ণায়ক এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যদিও সেই মুনিগণের শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা ও স্বভাব সমান ছিল এবং তাঁহারা শত্রু-মিত্র ও উদাসীনে সমদর্শী ছিলেন, তথাপি তাঁহারা নিজেদের মধ্যে সনন্দনকেই ব্রহ্মনির্ণয় বিষয়ে বক্তা করেন এবং নিজেরা শ্রোতা হইয়া সনন্দনকে প্রশ্ন করেন—

"যে ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য, নির্গুণ এবং স্থূলসূক্ষ্মের ও কার্য্যকারণের অতীত, তাঁহার স্বরূপ সগুণ-শ্রুতিসকল কিরূপে প্রতিপাদন করেন ?"

সনন্দন শ্রুতিগণের স্তুতি* বর্ণনার দ্বারা তাঁহাদের প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেন—

"সর্ব্ব জীবের সর্ব্বশক্তিপ্রবর্ত্তিকা মায়া পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ বশীভূতা। পরমেশ্বর সর্বৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। মায়াধীশ তিনি সৃষ্টি সময়ে মায়া অবলম্বনে যেমন ক্রীড়া করেন, তদ্রূপ সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-আনন্দৈকরসস্বরূপেও তিনি নিত্য বর্ত্তমান আছেন অর্থাৎ তিনি সগুণ হইয়াও নির্গুণ, ইহাই বেদ প্রতিপাদন করেন। বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশাদির প্রতিপাদন থাকিলেও ব্রহ্মই

---

* ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে "বেদস্তুতি" নামে প্রসিদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের উৎপত্তি-লয়স্থান বলিয়া বেদের সেই ইন্দ্রাদিবাচক শব্দে বস্তুতঃ ব্রহ্মকেই নিরূপণ করা হইয়াছে—যেমন মৃত্তিকা হইতেই ঘটের উৎপত্তি ও মৃত্তিকাতেই তাহার লয় হয় বলিয়া ঘট মৃত্তিকা-ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তদ্রূপ অবিকারী ব্রহ্ম হইতেই ইন্দ্রাদির উৎপত্তি ও তাঁহাতেই লয় হয় বলিয়া ইন্দ্রাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। মনুষ্যগণ মৃত্তিকা পাষাণ ইষ্টকাদি যাহাতেই পদ স্থাপন করুক না কেন, তাহা যেমন পৃথিবী ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তদ্রূপ বেদ ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি যাহা কিছুই বলুন না কেন, তৎসমস্তই সর্ব্বাধিষ্ঠান সর্ব্বকারণ পরমার্থভূত ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক অর্থাৎ বেদের সমস্ত বাক্যের ব্রহ্মেই সমন্বয় হয়।

বিবেকী পুরুষগণ যখন অখিল লোকের পাপনাশক সেই ব্রহ্মের—ভগবানের কথারূপ অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়াই আধ্যাত্মিকাদি সমস্ত তাপ দূর করিয়া থাকেন, তখন যাঁহারা পরমাত্মতত্ত্ব বিচারের দ্বারা রাগ-দ্বেষাদি অন্তঃকরণধর্ম্ম ও জরা-মরণাদি কালধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া অখণ্ড আনন্দানুভবস্বরূপ সেই শ্রীভগবানের ভজনা করেন, তাঁহারা যে সর্ব্বপ্রকার পাপ-তাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? যে সমস্ত মনুষ্য ভগবদ্ভক্ত হইয়া তাঁহারই ভজন করেন, তাঁহাদের জীবনই সার্থক, নতুবা তাঁহারা ভস্ত্রার (হাপরের) ন্যায় কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস বহন করেন মাত্র। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের অনুপ্রবেশ দ্বারা সামর্থ্য লাভ করিয়া মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারাদি সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপ দেহ সৃষ্টি করিয়া থাকে। তিনিই অন্নময়াদি পঞ্চকোষে আবিষ্ট হইয়া ও তত্তদাকারে আকারিত হইয়া সেই সমস্ত কোষের চরম প্রতিষ্ঠা আনন্দময়স্বরূপ এবং সেই অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিরিক্ত অবাধিত সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া সত্যস্বরূপ। সুতরাং মনুষ্য শ্রবণ-কীর্ত্তন-সংস্মরণাদির দ্বারা যদি তাঁহার ভজন না করে, তাহা হইলে তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসাদি বহন করিয়া জীবন ধারণ বৃথাই বুঝিতে হইবে।

ঋষি-সম্প্রদায়ে সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের উপাসনা করেন। আরুণি-সম্প্রদায় হৃদয়স্থিত দহর-নামক ব্রহ্মের উপাসনা করেন। তাঁহাদের উপাসনার ফলে তাঁহারা হৃদয় হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া উপস্থিত হন। ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলে সেই উপাসকগণ পুনরায় আর মৃত্যুমুখে (সংসারে) পতিত হন না।

যেমন অগ্নি স্বয়ং ন্যূনাধিকভাবরহিত হইলেও দাহ্য-কাষ্ঠের আকারানুসারে ন্যূনাধিকরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মাও ন্যূনাধিকভাবরহিত হইলেও উপাদান-কারণ হওয়ায় স্বশক্তির দ্বারা রচিত বিচিত্র যোনিসমূহে ন্যূনাধিকরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। এইজন্য ঐহিক ও পারলৌকিক ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নির্ম্মলচিত্ত জ্ঞানীপুরুষগণ অস্থির নশ্বর সেই সমস্ত যোনিতে অবিনশ্বর সম ও একরস-স্বরূপেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

পরমাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট মনুষ্যাদি-দেহসমূহে ভোক্তারূপে বর্ত্তমান কার্য্যকারণাদিরূপ আবরণশূন্য জীবাত্মাকে বেদসমূহ সর্ব্বশক্তিমান্ সেই পরমাত্মারই অংশ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ হওয়ায় তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, এইরূপে বিবেকিগণ জীব-পরমাত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া বিশ্বস্ত-চিত্তে পুরুষার্থ-চতুষ্টয়প্রদাতা সংসারনিবর্ত্তক শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই পরমাত্মা দুর্জ্ঞেয়—বাক্য মনের অগোচর হইলেও স্বীয় স্বরূপ জ্ঞাপনের জন্য মনুষ্য দেহধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। সেই অবতারের চরিত-কথারূপ মহামৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া যাঁহারা শ্রান্তিশূন্য হইয়া বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার শ্রীচরণকমলে হংসের ন্যায় রমমাণ ভক্তগণের সঙ্গ প্রাপ্ত হওয়ায় যাঁহারা গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা অন্য সর্ব্বপ্রকার কামনাও ত্যাগ করেন।

এই শরীর শ্রীভগবানের সেবার উপযোগী হইলে তাহা আত্মা, সুহৃৎ ও প্রিয়ের ন্যায় আচরণ করে, শ্রীভগবান্‌ও জীবসমূহের প্রতি পরম করুণাপরায়ণ হইয়া তাহাদের হিতকারী প্রিয় ও আত্মারূপে উন্মুখ হইয়া আছেন ; কিন্তু হায়! তিনি এই প্রকার সুসেব্য হইলেও তাহারা তাঁহার উপাসনা করে না, কেবল এই শরীরেরই উপাসনা করিয়া থাকে, আত্মবিস্মৃতিহেতু তাহারা দেহাদিরই লালন-পালনে রত থাকায় প্রকৃতপক্ষে তাহারা আত্মঘাতী, তাহারা অসৎ-উপাসনা-হেতু বাসনাযুক্ত হইয়া নীচযোনি প্রাপ্ত হয় ও পুনঃপুনঃ সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

মুনিগণ প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া দৃঢ়যোগযুক্ত হইয়া ভক্তিভাবে হৃদয়ে যে শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, শিশুপালাদি শত্রুগণও অনিষ্ট সাধনেচ্ছায় শত্রুভাবে তাঁহার স্মরণ দ্বারাও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার বাহুযুগলে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া গোপীগণ কামভাবে তাঁহার ধ্যান করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রুত্যভিমানী দেবতাগণও তাঁহার শ্রীচরণ-কমলের সুষ্ঠুরূপে ধ্যান করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তাঁহার ধ্যানকারীমাত্রই তাঁহার নিকট সমান। ইহার দ্বারা ইহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা হইল যে, ভক্তি, প্রেম, কাম, দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি যে কোনও ভাবেই তাঁহার ধ্যান করা হউক না কেন, তাঁহার সেই ধ্যান দ্বারাই ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যে পরমাত্মা পরব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, ব্রহ্মার পরে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, তারপর মহদাদি ক্ষিতি পর্য্যন্ত তত্ত্বসমূহের এবং স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, তিনিই পূর্ব্বসিদ্ধ সর্ব্বাদি এবং তিনি ভিন্ন অপর সমস্তই অর্ব্বাচীন। অতএব সৃষ্টিরও পূর্ব্ববর্ত্তী তাঁহাকে পরবর্ত্তীকালে উৎপন্ন ও বিনাশশীল কালবশে মলিন-চিত্ত ও দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারে? তিনি যখন এই সমস্ত জগৎ উপসংহার করিয়া শয়ন করেন, তখন জ্ঞানসাধন স্থূল আকাশাদি, সূক্ষ্ম মহদাদি, তদুভয়ারব্ধ স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর, কাল-বৈষম্য অথবা শাস্ত্র—ইহাদের কিছুই থাকে না। সুতরাং এই প্রলয়কালে জ্ঞানসাধন কিছুই না থাকায় তখন আর তাঁহাকে জানিবে কিরূপে? অতএব জীব যখন নিজ সামর্থ্যে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে কোন সময়েই পারে না, তখন তাঁহারই শরণাগত হইয়া তাঁহার লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিপথই অবলম্বন করা উচিত। কারণ এই ভক্তিপথে তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে সহজে অবগত হওয়া যায়।

যাঁহারা অসতের উৎপত্তি, সতের বিনাশ, আত্মাতে—ব্রহ্মে কেবলমাত্র ভেদ এবং কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকেই কেবলমাত্র সত্য বলিয়া উপদেশ করেন, তাঁহাদের সেই সমস্ত উপদেশ ভ্রান্তিপূর্ণ, তাঁহারা যথার্থ তত্ত্ব জানেন না। যাঁহারা অবোধ তাঁহারাই অজ্ঞানতাহেতু "পুরুষ ত্রিগুণময়" এইরূপ জ্ঞান করিয়াই পরমাত্মাতে ঐরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানাপ্রকার আরোপ করিয়া থাকেন, কিন্তু সর্ব্বাত্মক অথচ আকাশবৎ অসঙ্গ জ্ঞানঘন পুরুষে—পরমাত্মাতে ঐ আরোপ হইতে পারে না।

এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ অনিত্য হইলেও পরমাত্মার অধিষ্ঠান হেতুই নিত্য বলিয়া প্রাণিমাত্রই মনে করে। সুবর্ণের বিকার কুণ্ডলাদিও সুবর্ণ-স্বরূপ বলিয়াই যেমন সুবর্ণার্থী ব্যক্তি কুণ্ডলাদিকে পরিত্যাগ করে না, সুবর্ণরূপে গ্রহণই করে, তদ্রূপ সৎস্বরূপ পরমাত্মাই এই ভোক্তৃভোগ্যাত্মক সমস্ত জগৎরূপে প্রকাশিত হওয়ায় এই জগৎও সৎ—পরমাত্মস্বরূপই সেইজন্যই জগৎকে পরিত্যাগ না করিয়া জ্ঞানিগণ ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন।

শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বভূতের আবাসস্থল জ্ঞান করিয়া যাঁহারা তাঁহার সেবা করেন, তাঁহারাই মৃত্যুকে তিরস্কার করিয়া তাহার মস্তকে পদাঘাত করেন অর্থাৎ মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হন। যাহারা শ্রীভগবৎ-সেবা বিমুখ, তাহারা বাক্য উচ্চারণে কুশল পণ্ডিত হইলেও শ্রীভগবান্‌ই কালরূপী হইয়া রজ্জুদ্বারা পশুবন্ধনের ন্যায় তাহাদের বাক্যের দ্বারাই তাহাদিগকে বন্ধন করেন। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা নিজেকে এবং অপর সকলকেও পবিত্র করেন।

শ্রীভগবান্ ইন্দ্রিয়াদিকরণরহিত হইয়াও নিখিল প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয়শক্তির প্রবর্ত্তক। তিনি স্বরাট্—স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানবান্ হওয়ায় তাঁহার জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয় থাকার অপেক্ষা করে না। যেমন খণ্ডমণ্ডলাধিপতি প্রজাপ্রদত্ত উপহার স্বয়ং ভোগ করেন, অখিল-পৃথিবীপতিকে—মহামণ্ডলাধিপতিকেও উপহার প্রদান করেন, এবং তাঁহার ভয়ে তাঁহার প্রদত্ত অধিকার অনুসারে কর্ত্তব্য পালন করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্রূপ ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি মনুষ্যদত্ত হব্যকব্যাদিরূপ উপহার ভোগ করেন, শ্রীভগবানকেও উপহার প্রদান করেন এবং সেই পরমেশ্বর তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাকে যাঁহাকে যে যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহারই ভয়ে সেই সেই অধিকার অনুসারে সেই সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

তিনি নিত্যমুক্ত, মায়ার অতীত ও অসঙ্গ হইলেও তাঁহার ঈক্ষণ-মাত্রে তাঁহারই মায়াশক্তির দ্বারা কর্ম্মসংস্কারাদিযুক্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং তৎসমস্তের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তিনি ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তিনি বাক্য-মনের অগোচর হইলেও পরম করুণাময় ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র সম ; সুতরাং কেহই তাঁহার নিজ বা পর নহে।

দেহধারী জীব অসংখ্য ও নিত্য। সেই জীবগণ যদি সর্ব্বগত অর্থাৎ বিভু হয়, তাহা হইলে জীব ও ঈশ্বর সমান হওয়ায় শ্রুতি যে বলিয়াছেন—"অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং" "আত্মানমন্তরো যময়তি" —জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি তাহাদিগকে শাসন করেন, তিনি অন্তর্য্যামিরূপে অন্তরে থাকিয়া জীবাত্মাকে নিয়মন করেন— এই শাস্য-শাসকভাব ও নিয়ম্য-নিয়ন্তৃভাব থাকে না ; জীব অণু পরিমাণ হইলে বিভু পরমেশ্বরকে তাঁহার শাসক ও নিয়ন্তা বলা যাইতে পারে ; সুতরাং শ্রুত্যুপদিষ্ট শাস্য-শাসকভাব ও নিয়ম্য-নিয়ন্তৃভাব থাকা সুসঙ্গত হয়। যাঁহা হইতে যাহার জন্ম হয়, তিনি তাহার কারণত্বকে পরিত্যাগ না করিয়া—কারণরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার নিয়ন্তা হইয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে স্থিত তাঁহাকে জানি বলিয়া যে জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ বলেন, তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক নহে, বস্তুতঃ তাঁহারা তাঁহাকে জানেন না—"মতং যস্য ন বেদ সঃ"।

প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই অজ (জন্মরহিত) বলিয়া তাহাদের উভয়ের মধ্যে কাহারও উৎপত্তি হয় না, কিন্তু জল ও বায়ু এই উভয়ের যোগে যেমন বুদ্‌বুদের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের যোগে সমস্ত প্রাণযুক্ত-জীবের জন্ম হয়। আবার নদী সকল যেমন সমুদ্রে ও সমস্ত পুষ্পরস যেমন মধুতে লীন হয়, তদ্রূপ উৎপন্ন প্রাণযুক্ত স্থূল-দেহধারী সেই জীবসমূহ নাম ও গুণের সহিত পরমাত্মাতেই লীন হয়।

তাঁহারই মায়ার দ্বারা সেই সমস্ত জীব ক্রমবর্দ্ধমান-ভ্রমে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু ভোগ করিতেছে, বিবেকিপুরুষগণ তাহা অবগত হইয়া সংসারনিবর্ত্তক তাঁহারই প্রতি প্রেমভাব স্থাপন করেন। এইভাবে যাঁহারা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারই ভজনা করেন, তাঁহাদের সংসার-ভয় থাকিতে পারে না ; কারণ কালরূপী তাঁহার ভ্রূকুটি যাহারা তাঁহার শরণ গ্রহণ করে নাই, তাহাদেরই সতত ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে।

মন এত চঞ্চল যে ইন্দ্রিয়জয়ী ও প্রাণজয়ী যোগিগণও তাহাকে দমন করিতে পারেন না। শ্রীগুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সেই-মনরূপ অশ্বকে নানা উপায় দ্বারা দমন করিতে যাহারা যত্ন করে, সমুদ্রে কর্ণধারহীন বণিক্‌গণের ন্যায় তাহাদিগকে সেই সকল উপায় অনুষ্ঠানে শ্রান্ত ও শতশত বিপদে পতিত হইয়া দুঃখময় সংসার-সমুদ্রে অবস্থান করিতে হয়।

যে মনুষ্যগণ পরমানন্দময় পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি থাকিতে তাঁহাদের স্বজন, পুত্র, দেহ, পত্নী, ধন, গৃহ, পৃথিবী, প্রাণ ও রত্নাদিতে প্রয়োজন কি? তাঁহাদের নিকট সেই সমস্ত বস্তুই তুচ্ছ। পরমানন্দময় পরমাত্মাকে না জানিয়া যাহারা স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া রতিসুখে মত্ত থাকে, এই সংসারে নশ্বর সারশূন্য কোন পদার্থই তাহাদিগকে সুখী করিতে পারে না।

এই মর্ত্ত্যলোকে যাঁহারা নিত্যানন্দময় শ্রীভগবানে একবার মনকে সমাহিত করিয়াছেন, তাঁহারাও যখন বিবেক-স্থৈর্য্য-ক্ষমা-শান্তি প্রভৃতির নাশক গৃহ-স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্ত হন না, তখন শ্রীভগবানের পদাম্বুজ যাঁহাদের হৃদয়ে সতত বর্ত্তমান, স্বীয় পাদোদক দ্বারা যাঁহারা অন্যের পাপরাশি নাশ করিতে সামর্থ, সেই ঋষিগণ যে তাদৃশ গৃহাদির প্রতি আসক্ত হইবেন না সে বিষয়ে আর কি বলিব? তাঁহারা শ্রীগুরুর উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সারাসার-বিবেক-দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া মহাপুণ্যময় শ্রীগুরুর আশ্রমে বাস করেন অথবা পরম পবিত্র তীর্থসমূহে পর্য্যটন করেন।

সৎ (ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন হওয়ায় এই বিশ্বও সৎ; অতএব বিশ্ব ব্রহ্ম
এখানে বিশেষ বিচার্য্য বিষয় এই যে
হইতে অভিন্ন। যদি তর্ক উত্থাপন করা হয় যে, ব্যবহারিক জগতে কোথাও কার্য্যকারণে অভেদের ব্যভিচার দেখা যায়, যেমন নিমিত্ত-কারণ পিতা হইতে পুত্ররূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইলেও পিতা ও পুত্রে অভেদ হয় না। কোন কোন স্থলে ব্যভিচার হয় না; যেমন উপাদানকারণ মৃত্তিকা ও সুবর্ণ হইতে যে ঘট ও কুণ্ডলাদির উৎপত্তি হয়, সেস্থলে কার্য্যঘটকুণ্ডলাদি কারণ মৃত্তিকাসুবর্ণ হইতে অভিন্ন। সুতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে যে নিমিত্ত কারণ হইতে যে কার্য্য হয়, সেইস্থলে কার্য্যকারণে অভেদ না হইলেও উপাদনকারণ হইতে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য হয় সেই স্থলে কার্য্য কারণে অভেদ হয়। ব্রহ্ম এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ ইহা শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত। অতএব ব্রহ্ম এই বিশ্বের নিমিত্তকারণ হওয়ায় যেমন এই বিশ্ব তাঁহা হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ উপাদান কারণও হওয়ায় তাঁহা হইতে অভিন্নও বটে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত এই বিশ্বের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। আর ব্রহ্ম সৎ—সত্য হওয়ায় তাঁহা হইতে অভিন্ন এই বিশ্ব মিথ্যা হইতে পারে না—সত্য।

এই বিশ্ব প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিশ্ব সত্যই হয় ও ব্রহ্মাভিন্নই হয় তাহা হইলে এই বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া সকলের জ্ঞান হয় না কেন? পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র, ধনসম্পত্তি ইত্যাদি প্রকারে ব্রহ্ম ভিন্নরূপেই জ্ঞান হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, শ্রীভগবান্ লীলার নিমিত্ত তাঁহার মায়া প্রভাবে জীবগণকে অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ অবিদ্যা প্রভাবেই জীবগণের আমার পিতা, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ধনসম্পত্তি ইত্যাদি ভ্রম হয় এবং ঐ ভ্রমহেতুই ঐরূপ ব্যবহার তাহাদের হইয়া থাকে। প্রথম সৃষ্টি হইতেই শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই অন্ধ-পরম্পরায় এইরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। যদি বলা হয় যে, বেদ তো শ্রীভগবানেরই বাক্য? সেই বেদের জ্ঞাতা (বেদজ্ঞ) পুরুষগণও যে স্বর্গাদি কামনা করিয়া ঘৃতাদি উপকরণ বস্তুর দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করারূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐ সব বস্তুতে ও যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এই ভ্রম হয় বলিয়াই তো ঐরূপ ব্যবহার তাঁহারা করেন বলিতে হইবে? সমস্তই ব্রহ্ম হইলে তাঁহাদের এরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন বলিয়া ভ্রম হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদোক্ত স্বর্গাদিকর্ম্মে যাঁহারা আসক্ত তাঁহাদের বুদ্ধি কামনা-বাসনা দ্বারা আবৃত থাকায় স্বর্গাদি প্রতিপাদক বেদবাক্যসমূহের দ্বারা মোহগ্রস্ত হয় বলিয়াই তাঁহাদের ঐরূপ ভ্রম হয়, সমস্ত বেদ যে ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক তাহা তাঁহারা জানেন না। শ্রীগুরুকৃপায় যাঁহারা শ্রীভগবানের দৈবী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারাই তাহা জানিতে পারেন এবং এই সমস্ত বিশ্বকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব প্রকাশিত ছিল না এবং প্রলয়ের পরেও প্রকাশিত থাকিবে না, ব্রহ্ম স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া নিজেই বহুরূপে প্রকাশিত হওয়ায় সত্যস্বরূপ বলিয়া মধ্যসময়ে ব্রহ্মেই স্থিত থাকিয়া এই বিশ্ব সকলের প্রত্যক্ষী-ভূত হয়। যেমন সুবর্ণ ও মৃত্তিকা হইতে প্রকাশিত কুণ্ডল ও ঘটাদি সুবর্ণ ও মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু নহে বলিয়া সত্য, তদ্রূপ সত্য-ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব বহুরূপে প্রকাশিত হওয়ায় এই বিশ্বও ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে বলিয়া সত্য। এই সত্য বিশ্বকে যাঁহারা মনোবিলাস-মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা অজ্ঞ।

জীব ভগবন্মায়া-প্রভাবে অবিদ্যাযুক্ত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদিতে এমন আসক্ত হয় যে, সে দেহেন্দ্রিয়াদিরই সরূপতা প্রাপ্ত হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার দেহেন্দ্রিয়াদিতেই আত্মবুদ্ধি হয় এবং তাহার স্বীয় স্বরূপ— আনন্দরূপতা আবৃত হইয়া যায়, তাহার ফলে সে জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে। কিন্তু সর্প যেমন স্বাশ্রিত কঞ্চুকে (চামড়ার খোলসে) আসক্ত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মের অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধি নিত্য বর্ত্তমান থাকায় ও তিনি নিত্য-সিদ্ধ অপরিমেয়-ঐশ্বর্য্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শালী হওয়ায় মায়া ব্রহ্মেরই আশ্রিত হইলেও তাহাতে তিনি আসক্ত হন না। তিনি মায়ার অতীতরূপে স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদা স্থিত আছেন।

যতিগণ যদি হৃদয়স্থিত কামনা-বাসনা দূর না করেন, তাহা হইলে মণি কণ্ঠে থাকিলেও তাহা বিস্মৃত হইলে যেমন তাহা অপ্রাপ্ত থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ হৃদয়ে অবস্থিত থাকিলেও তিনি সেই অসৎ যতিগণের দুষ্প্রাপ্যই থাকেন। সেই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকামী যতিগণ ইহ-পর উভয়লোকেই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে—ইচ্ছানুরূপ ভোগ প্রাপ্ত না হওয়ায় ইহলোকে এবং স্বরূপ-প্রাপ্তি না হওয়ায় ভ্রষ্টাচারের জন্য নরকপ্রাপ্তিহেতু পরলোকেও তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

যিনি শ্রীভগবৎ-স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, সেই যোগী স্বীয় শুভাশুভ কর্ম্মের শ্রীভগবদ্দত্ত সুখদুঃখরূপ ফল অনুভব করেন না অর্থাৎ তাঁহার সুখ-দুঃখের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্যই থাকে না। সুতরাং দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের নিন্দা-প্রশংসাত্মক বাক্যের প্রতিও তাঁহার কোনরূপ লক্ষ্য থাকে না। তাদৃশ মনুষ্যগণ পরম্পরাক্রমে উপদিষ্ট ভগবৎস্বরূপ বিষয়ক উপদেশ যুগে যুগে প্রতিদিন শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ অনন্ত বলিয়া ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি লোকপালগণও এমন কি তিনি নিজেও তাঁহার অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। আকাশে ধূলিকণাসমূহ যেমন পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ তাঁহারই মধ্যে পর পর দশগুণিত সপ্ত আবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ কালচক্রের দ্বারা যুগপৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। তাঁহাতেই পরিসমাপ্ত শ্রুতিগণ কোথাও মুখ্যবৃত্তিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপপ্রতিপাদন দ্বারা, কোথাও বা স্বরূপেতর পদার্থের স্বরূপত্ব নিষেধ দ্বারা তাঁহাকেই প্রতিপাদন করিতেছে।"

সনন্দনের মুখে সনকাদি ব্রহ্মার অন্য মানসপুত্রগণ এইরূপ পরমাত্ম-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণে পরমাত্মস্বরূপ অবগত হইয়া সনন্দনকে পূজা করিলেন। আকাশমার্গে বিচরণকারী পূর্ব্বজ সনন্দনাদি মহাত্মাগণ এইরূপে অশেষ বেদ, পুরাণ ও উপনিষদ্‌সমূহের সার সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন।*

---

* শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ৮৭ অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

॥ ভগবান্ সনৎকুমারের উপদেশশ্রবণে নন্দবাবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রভাব ত্যাগ ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান লাভ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অক্রুরের সহিত মথুরায় গমন করিয়া কংসকে নিধন, কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যদান, দেবকী-বসুদেবের শৃঙ্খল-মোচন ও কারাগার হইতে মুক্তি প্রভৃতি কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়াছেন—এই সব ও অন্যান্য ব্যবহার দেখিয়া নন্দবাবার মনে নিশ্চয় ধারণা জন্মিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ আর গোকুলে ফিরিয়া যাইবেন না, মথুরাতেই থাকিয়া যাইবেন ; ফলে নন্দবাবা পুত্রবিয়োগব্যথায় বড়ই কাতর হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা শান্ত করিলেন এবং গোকুলে ফিরিয়া এই উপদেশ শ্রীরাধা এবং মাতা যশোদাকেও শ্রবণ করাইতে বলিয়া দিলেন। নন্দবাবা গোকুলে ফিরিয়া গিয়া শ্রীরাধা ও যশোদাকে এই উপদেশ শ্রবণ করাইলে তাঁহারা সাময়িকভাবে ইহাতে সান্ত্বনা পাইলেন বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। পুনরায় বিরহশোক তাঁহাদিগকে ও নন্দবাবাকে আক্রমণ করিল। শোকসন্তপ্ত হৃদয় লইয়া ব্রজরাজ নন্দ পুনরায় মথুরায় শ্রীকৃষ্ণসমীপে ফিরিয়া আসিলেন এবং ব্রহ্মাকৃত স্তবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিলেন।

নন্দবাবার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"পিতঃ! আপনি শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। স্বরূপজ্ঞানের বিচ্যুতিতেই আপনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অবস্থা ঘটিয়াছে। আমি যাহা বলিতেছি আপনি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন, তাহাতে আপনার শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে এবং আপনি শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। হে ব্রজেশ্বর! দেহী জীবের এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের সমবায়েই এই দেহ গঠিত হইয়া থাকে। এই দেহ নশ্বর—ইহার কোনই স্থায়িত্ব নাই; আজ যে দেহের পরিচর্য্যায় আমরা রত, দুইদিন যাইতে না যাইতেই সেই দেহ শ্মশানভূমিতে চিতানলে ভস্মীভূত কিংবা শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য হয়। দেহের পরিণাম ইহাই। কিন্তু মোহান্ধ মানব দেহের প্রতি মোহবশতঃ দেহের এই অনিত্যতা ভুলিয়া যায়, ইহাকে নিত্যবস্তু মনে করিয়া দেহকেই স্বীয় স্বরূপ—আত্মা বলিয়া মনে করে। এই ভ্রান্তিজ্ঞান হইতেই সমস্ত দুঃখের উদ্ভব। দেহাত্মজ্ঞান হইতেই পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি জাগতিক সমস্ত কিছু সম্বন্ধজ্ঞানের সৃষ্টি। কিন্তু এই দেহ বিনশ্বর, কাজেই আজ না হউক কাল—একদিন না একদিন এই দেহের পতন হইবেই; কাজেই, কে কাহার পুত্র, কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা? আমার মায়াতেই জীব এই সংসারনাট্যে অল্পকালের জন্য পিতা, পুত্র, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতির অভিনয় করিয়া থাকে। অভিনয় অভিনয়ই, ইহা কখনও স্থায়ী হয় না। অভিনয়ের শেষ—অভিনয়ভঙ্গ একদিন হইবেই—হইয়াই থাকে; অতএব এই জন্য শোক করা কখনও উচিত নহে।

অনাত্মবস্তুতে যে আত্মবুদ্ধি এবং অনিত্য বস্তুতে যে নিত্য বুদ্ধি, তাহাই জীবের জন্ম-মৃত্যুর কারণ বলিয়া জানিবেন। এই জন্ম-মৃত্যু দুঃখের মূল। আমার প্রতি ভক্তিই দুঃখমূল-ছেদনের একমাত্র উপায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে কর্ম্মচক্র সতত ঘূর্ণায়মান। এই কর্ম্মচক্রে পতিত হইয়া সকলেই দুঃখে জর্জ্জরিত ও শোকে অভিভূত হইতেছে—দুঃসহ ব্যথায় কাতর হইয়া "ত্রাহি ত্রাহি" চীৎকার করিতেছে; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্ত, আমাকেই যাঁহারা সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সমস্ত কর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া অবগত হয়েন, তাঁহারা আর এই সংসারচক্রে পতিত হন না: আমি আমার সুদর্শনচক্র দ্বারা সতত তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকি। আমাতে সমর্পিত-চিত্ত আমার ভক্তগণ এই দুঃখময় সংসারে বাস করিয়াও দুঃখ, কষ্ট, শোক, মোহাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হন না, তাঁহারা সতত সর্ব্বত্র আমার স্মরণ মনন করেন, অহংবুদ্ধি-বিরহিত হইয়া ও দেহাত্মবুদ্ধি বিনাশ করিয়া শোক-মোহের অতীতাবস্থা লাভ করেন এবং নিত্যানন্দময় অবস্থায় স্থিত হন।

হে ব্রজরাজ! আমিই এই সৃষ্টির মূল। সৃষ্টির নিমিত্তকারণ ও উপদানকারণ উভয়ই আমি। অতএব যাহা কিছু দৃশ্যমান বস্তু সবই আমি—আমি ছাড়া আর কিছুই নাই জানিবেন। জীবরূপে এক আমিই বহু হইয়াছি। আমার এই বহুত্ব আমার স্বরূপের—একত্বেরই বিস্তার জানিবেন, আমি এক থাকিয়াই বহু হইয়াছি, ইহাই আমার ভগবত্তা, ইহাই আমার অবিচিন্ত্য শক্তি—সর্ব্বশক্তিমত্তা। ঘটে ঘটে যেমন একই মহাকাশ স্থিত রহিয়াছে তেমনি সৃষ্টির প্রতি অণু-পরমাণুতে আমিই বিরাজমান আছি। জীব ও প্রকৃতি আমি ভিন্ন আর কিছুই নহে—ইহারা আমারই শক্তি। আমিই সকল শক্তির মূল—শক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদসম্বন্ধে স্থিত, অতএব এই বিচিত্র জগৎ আমারই লীলা-বিভূতি। দুগ্ধ ও দুগ্ধের ধবলত্ব যেমন অভিন্ন, তদ্রূপ জীবাত্মা ও প্রকৃতি আমা হইতে অভিন্ন। যেমন জলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৈত্য, অগ্নির দাহিকা-শক্তি, চন্দ্রের কৌমুদী এবং সূর্য্যের প্রভা জল, অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য হইতে পৃথক্ নহে—কখনও পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারেনা, সেইরূপ আমি ও শ্রীরাধিকা অভিন্ন জানিবেন। শ্রীরাধিকা আমারই অভিন্না শক্তি। আমিই সকল কারণের কারণ—আদি পুরুষ এবং শ্রীরাধিকাও তেমনি সর্ব্বেশ্বরী অনাদি প্রকৃতিস্বরূপা। অতএব শ্রীরাধিকাতে গোপী-বুদ্ধি এবং আমাতে পুত্র-বুদ্ধি ত্যাগ করুন।

আমিই সর্ব্বকালে সকলের ভজনীয়। আমার ভজন দ্বারাই জীব মায়া-মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে, আমার ভজনেই জীবের ত্রিতাপ-জ্বালা নিবারিত হয়; অতএব আমার প্রতি পুত্রভাব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপী আমার ভজনে প্রবৃত্ত হউন, তাহা হইলেই আপনার কর্ম্মপাশ ছেদন হইবে—মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আপনি শোক-মোহাতীত অবস্থা লাভ করিয়া নিত্যানন্দময় হইবেন এবং দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন। এক্ষণে আপনি ব্রজধামে গমন করিয়া আমার উপদেশানুসারে আমার ভজনে মনোনিবেশ করুন"।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই ভাবে উপদিষ্ট হইলে নন্দবাবার শোক মোহ বহুল পরিমাণে অপনীত হইল, তখন তিনি প্রফুল্লচিত্তে পুনরায় বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি দেবতাগণেরও সৃষ্টি কর্ত্তা, তোমার মহিমা আমি কি বুঝিব? আমি নিতান্তই অজ্ঞ। যে জ্ঞান লাভ করিয়া আমি তোমার পরম পদ লাভ করিতে পারি আমাকে তদ্রূপ উপদেশ প্রদান কর। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা "আহ্নিক কৃত্য" নামে অভিহিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ডের ৭৩-৭৫ অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাবে উপদিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াও নন্দবাবা কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রভাব সর্ব্বোতোভাবে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় ঋষি সনৎকুমার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দবাবার পুত্রভাব দূর করিবার জন্য এক অলৌকিক ঘটনার সংস্থান করিলেন। ঘটনাটি এইরূপ—

নন্দবাবা নির্জ্জন-স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি অনন্ত, অসীম, জ্ঞানাতীত, ভাবাতীত, সর্ব্বকারণের কারণ, দুর্ব্বিজ্ঞেয়; তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। বেদ তোমার মহিমা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, জ্ঞানমূর্ত্তি শঙ্কর, অনন্তাদি দেবগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ কেহই তোমার স্বরূপ অবগত নহেন। কিন্তু হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার স্বরূপ জানিতে একান্ত অভিলাষী, এই নির্জ্জন প্রদেশে আর কেহই উপস্থিত নাই, এক্ষণে তুমি তোমার স্বরূপ আমার নিকট ব্যক্ত কর"।

এই সময় ব্রহ্মতেজে জ্যোতিষ্মান্ পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু, অঙ্গিরা, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা, কণ্ব, কাত্যায়ন, পাণিনি, কণাদ, গৌতম, কপিল প্রভৃতি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেচ্ছায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আগমনে হৃষ্ট হইয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং পাদ্য-অর্ঘ্যদানে তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন। সেই সময় আকাশমণ্ডলে এক সমুজ্জ্বল তেজোরাশি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। সেই তেজোরাশি-মধ্যে স্বর্ণকান্তি অপূর্ব্বদর্শন এক কুমার বিরাজমান। ইনিই ভগবান্ সনৎকুমার। নয়নাভিরাম সেই কুমার পঞ্চমবর্ষীয় বালক সদৃশ—নগ্নবেশ। আকাশমার্গ হইতে ভগবান্ সনৎকুমার মুনিগণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশোভিত সেই মহতী সভায় উপনীত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য সকলেই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ দ্বারা অভিনন্দিত এবং পূজা করিয়া পরম রমণীয় আসনে উপবেশন করাইলেন।

এই ভাবে পূজিত ও অভ্যর্থিত হইয়া সনৎকুমার বলিলেন—"হে মুনিগণ! আপনাদের ভজন কুশল ত? শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কুশল প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন, কারণ তিনিই সকল কুশল ও মঙ্গলের বীজ স্বরূপ। অথবা এক্ষণে আপনাদেরও কুশল প্রশ্নেরই বা প্রয়োজন কি? কারণ সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন যখন করিয়াছেন, তখন আপনাদের আর কি অমঙ্গল থাকিতে পারে? প্রকৃতির অতীত জন্ম-মৃত্যুহীন শ্রীকৃষ্ণের দেহধারণ একমাত্র জগৎ-কল্যাণে এবং ভক্তের প্রার্থনাতেই হইয়া থাকে। তিনি জগৎকারণ এবং সর্ব্বকারণের কারণ হইয়াও নির্গুণ—গুণাতীত। তিনি জ্যোতিঃ-স্বরূপ, নিষ্কল, সর্ব্বকারণ। ভূভার হরণের জন্যই দেহ ধারণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

সনৎকুমারের যথোচিত পরম রমণীয় বাক্য শ্রবণে ঋষি ও মুনিবৃন্দ সকলেই হৃষ্টচিত্ত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"হে বিপ্রবর! দেহধারী মাত্রেরই কুশল-প্রশ্ন বিহিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি আমি যখন দেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন আমিই বা কেন কুশল-প্রশ্নের পাত্র হইব না?" তদুত্তরে সনৎকুমার বলিলেন—"প্রভো! প্রাকৃতদেহই শুভাশুভ ও মঙ্গলামঙ্গলের ভাগী হইয়া থাকে, কিন্তু আপনার তো দিব্য দেহ? তাহার আবার কুশলাকুশল কি?" ভগবান্ বলিলেন—"হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপ্রবর! দেহমাত্রই প্রকৃতির পরিণাম, অতএব সমস্ত দেহই প্রাকৃত," এইভাবে উভয়ের মধ্যে যেসকল কথোপকথন হইতেছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া ভৃগুমুনি সনৎকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে বিপ্রেন্দ্র! আপনিই যথার্থ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য এবং ধর্ম্মজ্ঞ, আপনার ন্যায় ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ আর কেই বা আছে? কিন্তু আপনার হঠাৎ এইস্থানে আগমনের কারণ কি?" তদুত্তরে সনৎকুমার বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! হে মুনিগণ! আমার এখানে আগমনের কারণ বলিতেছি আপনারা শ্রবণ করুন।" তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে ভগবন্! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! জ্ঞানিগণের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজ্ঞ। আপনার এখানে আগমনের কারণ কি তাহা আমি অবগত আছি—

"ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কিং নিমিত্তমিহাগতঃ!
সর্ব্বং জানামি সর্ব্বজ্ঞ ত্বমেব বিদুষাং বরঃ॥"

(ব্রঃ বৈঃ পুঃ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ৮৭ অঃ ৩৫

তখন সনৎকুমার বলিলেন—"ভগবন্! আপনিই ধন্য, আপনিই সর্ব্বলোকমান্য এবং ঈশ্বরগণের ঈশ্বর। আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেহই নাই।" সনৎকুমারের এই বাক্য সমর্থন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেনঃ—

"যজ্ঞানাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ তপস্যানাং দ্বিজেশ্বর।
সততং ফলদাতাহং দক্ষিণাভিঃ সহেতি চ॥"

—হে দ্বিজবর! একমাত্র আমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ধন্য এবং ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর। যত কিছু যজ্ঞ, ব্রত ও তপস্যা কৃত হইয়া থাকে, তৎসমস্তের একমাত্র ফলদাতা আমিই। কিন্তু যজ্ঞ ব্রতাদি দক্ষিণা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিহীন হইলে ব্যর্থ হয়, দক্ষিণার সহিত সম্পাদিত হইলে আমিই তৎসমূহের ফল প্রদান করিয়া থাকি।”

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সনৎকুমার তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে সমবেত মুনীন্দ্র-ঋষীন্দ্রগণ তাঁহাকে বলিলেন—“প্রভো! আপনি যাইবেন না, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতেছি না, আপনি দয়া করিয়া তাঁহার বাক্যের অন্তর্নিহিত রহস্য আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন। ইত্যবসরে ব্রহ্মা, পার্ব্বতীর সহিত শঙ্কর, অনন্তদেব, ধর্ম্ম, সূর্য্য, চন্দ্র, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও অন্যান্য আরও দেবগণ সেই মহতী সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্টচিত্তে সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া মধুপর্কাদি দানে যথাবিহিতরূপে তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন।

সভাস্থ সকলে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে সকলের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট তেজঃপুঞ্জকলেবর সনৎকুমার ঋষিগণের প্রশ্নোত্তরে বলিলেন —“হে মুনিগণ! একটি খুবই আশ্চর্য্যের ব্যাপার আপনাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ করুন। যদিও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদিলোকে এবং সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে সমভাবে বিরাজমান আছেন, তথাপি আমি গোলোকে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আশ্চর্য্য হইয়া সেখান হইতে বৈকুণ্ঠে গমন করিলাম, কিন্তু সেখানেও দেখিলাম তিনি নাই।

এই অবস্থায় বিষণ্ণচিত্তে তাঁহার অন্বেষণে ক্ষীরোদসাগরে গমন করিলাম, গিয়া দেখি সেখানেও তিনি নাই। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে তখন ক্ষীরোদসাগরে স্নান করিলাম। সেখানে বিস্তীর্ণ বালুকামধ্যে শত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোজনকায় ভীত, কম্পিত, দুঃখিত ও শুষ্কশরীর এক কচ্ছপকে দেখিতে পাইলাম। তখন আমি সেই কচ্ছপকে বলিলাম—"তুমিই ধন্য'। সে বলিল—'মহামুনে! আমি ধন্য নহি, ক্ষীরোদসাগরই ধন্য ; কারণ তাহাতে আমার ন্যায় ও আমা অপেক্ষা বৃহৎকায় অসংখ্য জন্তু বাস করিতেছে। তখন আমি ক্ষীরোদসাগরকে বলিলাম—'হে ক্ষীরোদ! তুমি ধন্য'। সে বলিল—'আমি ধন্য নহি, যে বসুন্ধরাতে সপ্তসাগর বিদ্যমান, সেই বসুন্ধরাদেবীই ধন্য।' তখন আমি বসুন্ধরাকে বলিলাম—'বসুন্ধরে! তুমি ধন্যা!' তিনি বলিলেন—'আমি ধন্যা নহি, কৃষ্ণাংশসম্ভূত আমার আধার বিভু নাগরাজ অনন্তদেবই ধন্য ; কারণ আমি তাঁহার সহস্র ফণামণ্ডলের মধ্যে একমাত্র ফণায় শূর্পে সর্ষপের ন্যায় অবস্থান করিতেছি।' আমি তখন অনন্তদেবকে বলিলাম—'হে অনন্তদেব! আপনিই ধন্য।' তিনি বলিলেন—'আমি ধন্য নহি, কূর্ম্মই ধন্য ; কারণ কূর্ম্মই আমার আধার।' তখন আমি কূর্ম্মকে বলিলাম—'আপনি ধন্য'। তিনি বলিলেন—'হে মুনে! আমি ধন্য নহি, পবনই আমা হইতে ধন্যতম ; কারণ তিনি সর্ব্বদা আমাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন'। তখন পবনকে বলিলাম—'আপনি ধন্য।' তিনি বলিলেন—'আমি ধন্য নহি, ভগবান্ ব্রহ্মাই ধন্য ; কারণ তিনি সমস্ত জগতের বিধাতা।'

অনন্তর আমি ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম—'বিধাতঃ! আপনিই ধন্য।' তিনিও বলিলেন—'আমি ধন্য নহি, দেব মহেশ্বরই ধন্য ; কারণ তিনি যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু, সকলের আরাধ্য ও পূজ্য, সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ, কালের কাল, সকলের সংহর্ত্তা ও স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়।' তখন আমি শম্ভুর নিকট গিয়া বলিলাম—'হে শম্ভো!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি ধন্য।' তিনি বলিলেন—'আমি ধন্য নহি, যাঁহার সর্ব্বাগ্রে পূজা হইয়া থাকে ও যিনি জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু, সেই দেবপ্রবর গণেশই ধন্য; সিদ্ধেন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, দেবেন্দ্রগণ, যোগীন্দ্রগণ ও সমস্ত প্রাজ্ঞগণের মধ্যে গণেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ কেহই নাই; যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা, তীর্থের মধ্যে পুষ্কর ও পুরীর মধ্যে কাশী শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ দেবগণের মধ্যে গণেশই সর্ব্বপ্রধান।'

তখন আমি গণপতির নিকট গিয়া বলিলাম—'গণপতে! আপনিই ধন্য ও মান্য।' তিনি সহাস্যবদনে বলিলেন—'মুনিবর! আমি ধন্য নহি, বেদচতুষ্টয়ই ধন্য, কারণ বেদব্যবস্থানুযায়ী সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড হইতেছে; যাহা বেদবিহিত তাহাই ধর্ম্ম ও বেদবিরুদ্ধাচরণই অধর্ম্ম। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ, বেদব্যবস্থাতেই আমরা পূজ্য। বেদ হইতেই পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র সমুদ্ভূত হইয়াছে। অতএব বেদই ধন্য।' অনন্তর বেদগণের নিকট গিয়া বলিলাম—'বেদগণ! আপনারাই ধন্য ও মান্য।' বেদগণ বলিলেন—'আমরা ধন্য নহি, যজ্ঞসমূহই ধন্য; কারণ আমরা ব্যবস্থাকর্ত্তামাত্র; কিন্তু যজ্ঞসমূহ স্বয়ং ফলদান করিয়া থাকেন। অতএব হে মহামুনে! যজ্ঞসমূহই ধন্য, আপনি যজ্ঞসমূহের নিকট গমন করুন।'

তখন আমি যজ্ঞসমূহের নিকট গিয়া বলিলাম—'যজ্ঞসমূহ! আপনারাই ধন্য।' তাঁহারা বলিলেন—'হে মুনে! আমরা ধন্য নহি; শুভকর্ম্মই ধন্য।' তখন আমি শুভকর্ম্মকে বলিলাম—'আপনি ধন্য!' তিনি বলিলেন—'আমি ধন্য নহি, যিনি কর্ম্মসমূহের ফলদাতা ও হেতুসকলের বিধানকর্ত্তা, অধিক কি যিনি বিধাতারও বিধাতা সেই সর্ব্বাদি সর্ব্বকারণ পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নিশ্চয় ধন্য ও মান্য।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন আমি ধর্ম্মালয়ে গমন করিলাম, কিন্তু তথায় জগদীশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া সেই পরিপূর্ণতম প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য মথুরায় আগমন করিয়াছি। এস্থানে সমস্ত যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও শুভকর্ম্মের ফলদাতা, সর্ব্বকারণের কারণ এবং ব্রহ্মাদিরও অগ্রগণ্য পরমাত্মা পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া বলিলাম—"আপনি ধন্য।" তাহাতে ভগবান্ উত্তর করিলেন—'তোমার বাক্য সত্য ; কিন্তু আমি দক্ষিণার সহিত যজ্ঞাদি শুভকর্ম্মসমূহের ফলদাতা।"

দেবগণ ও মুনিগণ সনৎকুমারের বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া যুগপৎ হর্ষবিস্ময়াপন্ন হইলেন। নন্দবাবাও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান লাভ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি পুত্রভাব ত্যাগ করিলেন। তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"দেবেশ ! অমূল্য রত্ন বা মাণিক্য কুবণিক্‌দের গৃহে থাকিলে তাহারা যেমন তাহাতে বঞ্চিত হয়, প্রভো ! সেইরূপ আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াও অজ্ঞতা নিবন্ধন বঞ্চিত হইয়াছি ! ভগবন্ ! তুমি প্রকৃতি হইতে অতীত আমি তোমার মহিমা কি জানিব ? অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"*

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৭।৮৮ অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদপ্তশ পরিচ্ছেদ

॥ পার্ব্বতীর পুণ্যকব্রতে সনৎকুমারের পৌরোহিত্য ॥

একদিন পুত্রাভিলাষী হইয়া পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিলেন—"প্রভো! কি উপায়ে আমি পুত্রলাভে কৃতার্থ হইতে পারি তদ্বিষয়ে আমাকে উপদেশ করুন।" তখন মহাদেব বলিলেন,—"হে পার্ব্বতি! শ্রীহরিই বাঞ্ছাকল্পতরু। যথাযথভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাঁহার নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা করা যায়, তাহাই লাভ হইয়া থাকে। অতএব তুমি পুণ্যকব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা কর, তাহা হইলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। এক বৎসর মাত্র এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত সুকঠোর হইলেও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। সকল ব্রতের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে তুমি শ্রেষ্ঠ পুত্ররত্ন লাভ করিবে—

"সর্ব্বশ্রেষ্ঠশ্চ পুত্রস্তে ব্রতাদেব ভবিষ্যতি"

(ব্রঃ বৈঃ পুরাণ গণেশখণ্ড ৩ অঃ ৩০)

হে পার্ব্বতি! তুমি আমার বাক্যে দৃঢ়মতি হও। শ্রীহরিই এই ব্রতের আরাধ্য। তিনি বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদ। তাঁহার অর্চ্চনা দ্বারা মনুষ্য কোটি কোটি পিতৃপুরুষের সহিত মুক্তিলাভ করে—

"ব্রতারাধ্যশ্চ বৈ কৃষ্ণঃ সর্ব্বেষাং বাঞ্ছিতপ্রদঃ।
জনো যৎসেবনান্মুক্তঃ পিতৃভিঃ কোটিভিঃ সহ॥" (ঐ ৩১)

এই পুণ্যভূমি মোক্ষপ্রদ ভারতবর্ষে হরিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিসেবায় যিনি রত হন, তাঁহারই জীবন সার্থক হয়। তিনি কোটি পুরুষকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন এবং দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। সেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচরত্ব লাভ করেন। হরিভক্ত পুরুষের সহোদর, ভৃত্য, বন্ধু, সহচর ও স্ত্রী সকলেই উদ্ধার হইয়া যান। অতএব হে পার্ব্বতি! তুমি হরিমন্ত্র গ্রহণ কর এবং ব্রতে পিতৃগণের মুক্তির কারণ সেই হরিমন্ত্রের জপ কর। মহাদেবের বাক্যে হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া পার্ব্বতী হরিমন্ত্রগ্রহণে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন মহাদেব পার্ব্বতীকে সঙ্গে লইয়া জাহ্নবীতীরে গমন করিয়া তাঁহাকে সুদুর্ল্লভ হরিমন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক শ্রীহরির স্তব কবচ এবং পূজানুষ্ঠানের নিয়মসকল উপদেশ করিলেন। এইভাবে হরিমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পার্ব্বতী নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং মহাদেবকে বলিলেন—"হে নাথ! আপনি সর্ব্বস্ব, করুণার সাগর, দীনজনের আশ্রয় এবং পরাৎপর; আপনি ব্রতের নিয়মগুলি বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে উপদেশ করুন। হে প্রভো! এই ব্রত সুসম্পন্ন করিবার জন্য আপনি আমাকে একজন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত, পুষ্পচয়নকারী ব্রাহ্মণ এবং পূজার অন্যান্য দ্রব্য আহরণকারী ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিউন। হে ভগবন্! স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র প্রভু। আপনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বলোকের সাক্ষীস্বরূপ ও সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, আপনার বর অমোঘ। অতএব আপনি আমাকে পুত্রলাভের বর প্রদান করুন। পুত্রই পিতৃমাতৃকুলকে উদ্ধার করিয়া থাকে। সেই পুত্রলাভার্থী হইয়া আমি আপনার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছি। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আমার মনস্কামনা সমস্তই আপনি অবগত আছেন, আপনাকে আর অধিক কি, বলিব? আর বলিবার প্রয়োজনই বা কি?" পার্ব্বতী এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া মহাদেবের চরণে পতিত হইলেন। তখন মহাদেব বলিলেন—"হে দেবি! এই ব্রতের জন্য ফল ও পুষ্পচয়নের নিমিত্ত একশতজন শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, দ্রব্যসংগ্রাহক একশত ভৃত্য ও সর্ব্বকার্য্যে নিপুণ একশত লক্ষ দাসী নিযুক্ত করিলাম। সর্ব্বোত্তম পুরোহিত তুমি চাহিয়াছিলে, ভগবান্ সনৎকুমার সেই পুরোহিত। তিনি বেদবেদাঙ্গপরায়ণ, সমস্ত ব্রতের অনুষ্ঠানে নিপুণ, হরিভক্তগণের অগ্রগণ্য, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাংশে আমার তুল্য—

বিপ্রাণাং শতকং শুদ্ধং ফলপুষ্পোপহারকম্।
কিঙ্করাণাঞ্চ শতকং দ্রব্যাহরণকারকম্॥
দাসীণাং শতকং লক্ষং নিযুক্তঞ্চ পুরোহিতম্।
সর্ব্বব্রতবিধানজ্ঞং বেদবেদাঙ্গপারগম্॥
প্রবরং হরিভক্তানাং সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানিনাং বরম্।
সনৎকুমারং মত্তুল্যং গৃহাণ ব্রতহেতবে॥

(ব্রঃ বৈঃ পুরাণ গণেশখণ্ড ৪র্থ অঃ ১৪—১৬)

অতঃপর ব্রতের সমস্ত বিধি-বিধান সবিস্তার বর্ণনা করিয়া মহাদেব দেবীকে বলিলেন—"হে দেবি! এই ব্রত উদ্যাপিত হইলে শ্রীহরি-সদৃশ ভুবন-বিখ্যাত পুত্র লাভ হইয়া থাকে। ব্রতের বিধি-বিধান সমস্তই তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে তুমি ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর হও। এই ব্রতের প্রভাবে গোপাঙ্গনাগণের পতি সর্ব্বদেবেশ্বর স্বয়ং নারায়ণ তোমার পুত্র হইবেন।

ব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ স্বয়ং গোপাঙ্গনেশ্বরঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বদেবানাং তব পুত্রো ভবিষ্যতি॥

(ব্রঃ বৈঃ পুঃ গণেশখণ্ড ৫ম অঃ ২৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্করের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেবী প্রহৃষ্টান্তঃকরণে ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। ব্রতানুষ্ঠানে নিয়োজিত ব্রাহ্মণগণ এবং দাসদাসী সকলেই স্বস্ব কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ব্রতের পুরোহিত ব্রহ্মার মানসপুত্র তেজঃপুঞ্জ-কলেবর সনৎকুমারও ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সেখানে আগমন করিলেন—

সনৎকুমারো ভগবান্ আজগাম বিধেঃ সুতঃ।
মূর্ত্তিমাংস্তেজসাং রাশিঃ প্রজ্জ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥"

(ঐ ৬ অঃ ৯)

এই পুণ্যানুষ্ঠানে একে একে দেবগণ, মুনিগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-দিক্‌পাল-কিন্নর-সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণ আসিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথমে সভার্য্যা ব্রহ্মা আসিলেন, তৎপর লক্ষ্মী ও পারিষদগণ সহ বিষ্ণু আসিলেন। তাঁহারা রত্নযানে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন এবং বিপুল দ্রব্যসম্ভার লইয়া আসিয়াছেন। সকলেই পার্ব্বতীর সেই পুণ্যক-ব্রতানুষ্ঠানের দর্শনাভিলাষী। পার্ব্বতীর পিতা শৈলরাজ হিমালয় ভারে ভারে নানাবিধ দ্রব্য এবং মণিমাণিক্য লইয়া তথায় আগমন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের গৃহ নানাবিধ দ্রব্য ও মণি-মাণিক্যে পূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই এই ব্রতানুষ্ঠানে কোন না কোন কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পাককার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রান্না করিলেন—পায়স, পিষ্টক, মনোহর শালিধানের অন্ন এবং ঘৃতসংস্কৃত সুস্বাদু বহু-প্রকারের ব্যঞ্জন। রান্না হইয়া গেলে দেবর্ষি, মহর্ষি ও মুনিগণের সহিত স্বয়ং নারায়ণ ভোজন করিতে বসিলেন। শত শত ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভোজনান্তে ক্ষীরোদশায়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ণু রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় মহাদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—"হে নাথ! হে শ্রীনিবাস! আপনি তপস্যার স্বরূপ, সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা এবং বাঞ্ছাকল্পতরু। পুত্রার্থিনী হইয়া পার্ব্বতী পুণ্যক-ব্রতানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনাকে আমি আর কি বলিব? এ বিষয়ে পরিণাম-সুখপ্রদ আপনার আজ্ঞা ব্যক্ত করুন।" বিষ্ণু স্মিতাননে মধুরবচনে বলিলেন—"আমি অনুমতি করিতেছি, পার্ব্বতী এই পুণ্যকব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। এই ব্রতের ফলস্বরূপ গোলোকনাথ পার্ব্বতীর গর্ভে আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই কৃপানিধি স্বয়ং দেবগণের ঈশ (ঈশ্বর) বলিয়া তিনি ত্রিলোকে 'গণেশ' নামে বিখ্যাত হইবেন।" বিষ্ণু এইরূপ আদেশ করিলে পার্ব্বতী অভীষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল। দেবী পুরোহিত সনৎকুমারকে পূজা করিলেন। তৎপর সমবেত সমস্ত দেব মুনি ও ঋষিগণেরও পূজা করিলেন। মঙ্গলঘট স্থাপিত হইল। তাহাতে অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন করিয়া স্থাপন করিলেন। যথাক্রমে ষোড়শ উপচারে অর্চ্চনা আরম্ভ হইল। বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক একে একে নানাবিধ যজ্ঞীয় দ্রব্য অর্পিত হইতে লাগিল। ঘৃতসংযুক্ত তিল দ্বারা তিন লক্ষ বার আহুতি প্রদান করিয়া যজ্ঞকার্য্য সমাপন করিলেন। তৎপর সমবেত সকলকে অন্ন ও পেয়াদি দ্বারা তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। একবৎসর কাল এইভাবে প্রতিদিন অনুষ্ঠান করতঃ দেবী পার্ব্বতী ব্রত সমাপ্ত করিলেন। ব্রত-সমাপ্তি-দিবসে পুরোহিত ভগবান সনৎকুমার পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুব্রতে! এই ব্রতের দক্ষিণাস্বরূপ তোমার পতিকে আমায় দান কর—

"সমাপ্তিদিবসে বিপ্রস্তামুবাচ পুরোহিতঃ।
সুব্রতে সুব্রতে মহ্যং দেহি ত্বং পতিদক্ষিণাম্॥"
(ব্রঃ বৈঃ পুঃ গণেশখণ্ড ৭ অঃ ১৬)

পুরোহিতের এই দারুণ বাক্য শ্রবণমাত্র পতির বিরহ চিন্তায় কাতর হইয়া পার্ব্বতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শঙ্কর তখন তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া সত্য, মিত, পরিণামে সুখাবহ যশস্কর ও ফলপ্রদ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—"হে দেবি! বেদনির্দ্দেশিত ধর্ম্মসম্মত ইষ্ট বাক্য তোমায় বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। দক্ষিণাই সমস্ত কর্ম্ম ও যজ্ঞের সার। দক্ষিণাবিহীন দৈব, পৈতৃক, নিত্য বা নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়। নিষ্ফল কর্ম্মকর্ত্তা সহস্র বর্ষ নরক ভোগ করে। তাহার ইহকালের সকল ঐশ্বর্য্য এবং পরকালের স্বর্গসুখ সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া দক্ষিণা দান অবশ্য কর্ত্তব্য।" শঙ্করের বাক্য শেষ হইলে বিষ্ণু বলিতে লাগিলেন,—"অয়ি ধর্ম্মিষ্ঠা পার্ব্বতি! ধর্ম্মকর্ম্মে স্বধর্ম্ম রক্ষা করা চাই। স্বধর্ম্ম রক্ষিত হইলে সকলেই রক্ষা পাইয়া থাকে।" তৎপর ব্রহ্মা বলিলেন—"হে ধর্ম্মজ্ঞে! ধর্ম্মপালন অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মহীন ব্যক্তি স্বধর্ম্মচ্যুত হওয়ায় পাপভাগী হইয়া থাকে।" তৎপর ধর্ম্ম স্বয়ং বলিলেন—"হে দেবি! ব্রতের দক্ষিণাদান ধর্ম্মসম্মত। পতিকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়া আমাকে অর্থাৎ ধর্ম্মকে রক্ষা কর। ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে সবই শুভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং মঙ্গলজনক হইবে।" তদনন্তর মুনিগণ বলিলেন—"হে সাধ্বি! হোম পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রবিহিত দক্ষিণা প্রদান কর। তাহাতে শুভই হইবে। আমরা সকলে এখানে বর্ত্তমান থাকিতে কোনরূপ অমঙ্গলের আশঙ্কা করিও না।" এইবার পুরোহিত সনৎ-কুমার বলিতে লাগিলেন—"হে শিবে! ব্রতের দক্ষিণাস্বরূপ শিবকে আমায় দান কর। যদি তাহা না কর, তবে তোমার ব্রত ও তপস্যার ফল আমাকে দাও। যদি এই ব্রতের দক্ষিণা পুরোহিতকে না দাও তবে এই ব্রতের ফলভাগী তুমি হইবে না—আমিই সম্পূর্ণ ব্রতফল প্রাপ্ত হইব। সকলের বক্তব্য শেষ হইলে পার্ব্বতী বলিলেন—"হে দেবগণ ও মুনিগণ! আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাযথ উত্তর প্রদান করুন। যে কর্ম্মে স্বামীকে দক্ষিণাস্বরূপ দিতে হয়, সেই কর্ম্মে, পুত্রে বা ধর্ম্মে কি প্রয়োজন? যদি ভূমি (শস্যক্ষেত্র) অথবা বৃক্ষ ত্যাগ করি, তাহা হইলে শস্য বা ফল কিরূপে প্রাপ্ত হইব? কারণ বিনষ্ট হইলে কার্য্য কিভাবে উৎপাদিত হইবে? স্বেচ্ছায় প্রাণ ত্যাগ করিলে প্রাণহীন দেহে কি প্রয়োজন? দৃষ্টিশক্তিহীন চক্ষুতেই বা কি প্রয়োজন? স্বামীই সাধ্বীগণের একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয় ও শতপুত্রের সমান। যদি সেই স্বামীকেই দান করিতে হয়, তবে সেই ব্রতের এবং ব্রতের ফলস্বরূপ পুত্রেরই বা কি প্রয়োজন? স্বামীর বংশ ও পুত্র এই উভয়ের মূল স্বামী। যে বাণিজ্যে মূলধন নষ্ট হয় তাহা নিষ্ফল বাণিজ্য নয় কি?" পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তদুত্তরে বিষ্ণু বলিলেন—"হাঁ, পুত্র হইতে স্বামী শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু ধর্ম্ম স্বামী হইতেও শ্রেষ্ঠ। হে ধর্ম্মিষ্ঠে! ধর্ম্ম নষ্ট হইলে পুত্র বা স্বামীর কি প্রয়োজন? ব্রহ্মা বলিলেন—"হে সুব্রতে! স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতে সত্য শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি সঙ্কল্পিত সত্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইও না।"

তদুত্তরে পার্ব্বতী বলিলেন—"বেদে 'স্ব' শব্দ ধনবাচক বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সেই ধন যাঁহার আছে, তিনিই স্বামী। স্বামীই ধনের অধিকারী; অতএব স্বামীই ধনের দাতা হইতে পারেন, ধন স্বামীর দাতা হইতে পারে না। আপনারা বেদজ্ঞ তথাপি আপনারা যে এইরূপ অজ্ঞের ন্যায় ব্যবস্থা দিতেছেন, ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

পুনরায় ধর্ম্ম বলিলেন—"হে সাধ্বি! স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া দম্পতি—এক অন্যের পরিপূরক। অতএব পত্নীও স্বামীকে দান করিতে পারেন—উভয়ই উভয়ের দানে সমান অধিকারী।"

পার্ব্বতী বলিলেন—"পিতা জামাতাকে স্বীয় কন্যা দান করেন এবং জামাতা সেই কন্যা গ্রহণ করেন। ইহাই বেদনির্দ্দিষ্ট বলিয়া অবগত আছি। তাহার বিপরীত কথা তো কখনও শুনি নাই।'

দেবগণ বলিলেন—"হে দুর্গে! আপনি জ্ঞানদাতা বুদ্ধিস্বরূপা। আপনার নিকট হইতেই আমরা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বেদজ্ঞে! বেদবাদে আপনাকে কে পরাজিত করিতে পারে? "পুণ্যক"ব্রতের স্বামীই দক্ষিণা, ইহাই বেদসম্মত! বেদনির্দ্দেশিত পন্থাই ধর্ম্ম, তাহার বিপরীত অধর্ম্ম ইহাই আমরা জানি।

পার্ব্বতী বলিলেন—"কেবল বেদকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম্ম নিরূপিত হইতে পারে না। লৌকিক ধর্ম্মেরও বিশেষ মূল্য আছে। ধর্ম্মে বৈদিক ও লৌকিক ধর্ম্মে মতবিরোধ হইলে সেইক্ষেত্রে লৌকিক ধর্ম্মকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। লোকাচার কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যাগ করিতে পারে? লোকাচার ত্যাগ করিলে সমাজবন্ধন শিথিল হয়—ধর্ম্ম নষ্ট হয়। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ের মধ্যে পুরুষই শ্রেষ্ঠ ইহাই বেদের মত। হে দেবগণ! আমি স্ত্রীলোক—অল্পবুদ্ধি। আমি আপনাদিগকে আর কি বলিব?"

বৃহস্পতি বলিলেন—"হে সাধ্বি! সৃষ্টির মূলে যেমন পুরুষ, তেমনি সৃষ্টির জন্য প্রকৃতিরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টিকার্য্যে যখন প্রকৃতি কিংবা পুরুষ কাহাকেও বাদ দিয়াই সৃষ্টি হইতে পারে না, তখন উভয়ই সমান।"

পার্ব্বতী বলিলেন—"যে শ্রীকৃষ্ণ সকলের স্রষ্টা, তিনিও অংশরূপে সগুণ পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন। পুরুষই প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ—প্রকৃতি কখনও পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।"

এইরূপ বাদানুবাদ চলিতেছে এমন সময় বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ অকস্মাৎ সেখানে আবির্ভূত হইলেন। তথায় সমবেত দেবগণ ঋষিগণ ও মুনিগণ পাদ্য অর্ঘদানে তাঁহাকে পূজা করিয়া রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। সকলে মনোহর বাক্যে তাঁহার স্তব করিলেন। স্তবান্তে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সকলে অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন সভাস্থ সকলের মধ্যে কি বাদানুবাদ চলিতেছিল, তাহা তিনি জানিতে চাহিলে সকলেই তাঁহার নিকট সেই বাদানুবাদের কারণ সবিস্তার বর্ণনা করিলেন। এই ভাবে তাঁহাদের মুখে সমস্ত অবগত হইয়া তিনি পার্ব্বতীকে বলিলেন—"হে শিবে! শিবকে দক্ষিণা দিয়া ব্রত পূর্ণ কর, তোমার ব্রত উদ্‌যাপিত হউক। তৎপর সমুচিত মূল্যদানে তাঁহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোসমূহ যেমন বিষ্ণুর দেহ, শিবও তেমনি বিষ্ণুর দেহ। অতএব পুরোহিতকে গোমূল্য দান করিয়া তোমার স্বামীকে পুনরায় ফিরাইয়া পাইতে পার। স্বামীর যেমন স্ত্রীর উপর অধিকার থাকায় স্ত্রীকে স্বামী যজ্ঞে দান করিতে পারেন, সেইরূপ স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী বলিয়া স্ত্রীও স্বামীকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে পারেন—বেদই এইরূপ বিধান করিয়াছেন। এই কথা বলিয়াই বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর পার্ব্বতী হোম সম্পন্ন করিয়া শিবকে ব্রতের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুরোহিত সনৎকুমারকে বলিলেন—"হে বিপ্র! গোমূল্য ও আমার স্বামীর মূল্য একই, ইহাই বেদে নিরূপিত হইয়াছে। অতএব আমার স্বামীর মূল্যস্বরূপ আমি লক্ষ গো দান করিতেছি, আপনি তাহা গ্রহণ করিয়া আমার স্বামীকে প্রত্যর্পণ করুন।" সনৎকুমার বলিলেন—"হে দেবি! আমি লক্ষ গো লইয়া কি করিব? ত্রিলোকে এমন কে আছে যে কতকগুলি গাভী লইয়া অমূল্য রত্ন প্রত্যর্পণ করে? প্রত্যেকে নিজেই নিজের প্রভু, তাহার অন্য কোন প্রভু বা কর্ত্তা নাই। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হইয়া থাকে। আমিও আমার ইচ্ছানুরূপই কার্য্য করিব—আমি বালক, বালকগণের হাস্যের কারণ দিগম্বরকে সঙ্গে লইয়া ত্রিজগতে ভ্রমণ করিব।" এইরূপ বলিয়া সনৎকুমার মহাদেবকে স্বীয় পার্শ্বে বসাইয়া রাখিলেন। দেবী পার্ব্বতী সনৎকুমারের বাক্য শ্রবণে পতিকে ফিরাইয়া পাইবার আশায় নিরাশ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় আকাশমার্গে এক তেজোরাশি সকলের নয়নগোচর হইল। তাঁহারা দেখিলেন—কোটিসূর্য্যসমপ্রভ সেই উজ্জ্বল তেজোমধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান্। দেবগণ ঋষিগণ ও মুনিগণ সকলেই কৃতাঞ্জলি-পুটে মনোহর বাক্যে তাঁহার স্তব করিলেন। মহাদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবী পার্ব্বতীও স্তব করিতে লাগিলেন।

পার্ব্বতী বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ—আপনি সকলকেই জানেন, কিন্তু আপনাকে কেহই জানিতে পারে না; কারণ আপনি জ্ঞানাতীত। বেদ, বেদপ্রকাশক ব্রহ্মা আপনার তত্ত্ব অবগত নহেন। আপনার তত্ত্ব আপনিই জানেন। অল্পবুদ্ধি দেবগণ ও মুনিগণ অসীম অনন্ত-আপনাকে কি করিয়া জানিবেন? আপনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহান্ হইতেও মহান্। আপনি বিশ্ব, বিশ্বরূপ, বিশ্বের কারণ এবং সনাতন পুরুষ। আপনিই কার্য্য, আবার আপনিই কারণ। সমস্ত কারণের কারণ আপনি। আপনি ভগবান্ জ্যোতিস্বরূপ। আপনি নিরাকার ও নিরাশ্রয় হইয়াও সাকার ও সর্ব্বাধার। আপনি নির্গুণ নির্লিপ্ত, অথচ সগুণ বিশ্বস্রষ্টা। আপনি আত্মারাম, পরাৎপর ও সাক্ষীস্বরূপ। আপনি প্রকৃতির ঈশ্বর, বিরাটেরও কারণ; কিন্তু বিরাট্রূপও আপনারই। সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই আপনি। প্রকৃতি ও পুরুষ আপনি ছাড়া আর কেহ নয়। এই দৃশ্য বিশ্বসংসার ও আপনি অভিন্ন—আপনি ছাড়া বিশ্বসংসারে আর কিছুই নাই। যোগিগণ আপনার অমূর্ত্ত তেজেরই ধ্যান করেন। কেহ কেহ বা আপনার চতুর্ভুজ লক্ষ্মীকান্ত-রূপের চিন্তা করেন। বৈষ্ণবগণ আপনাকে সাকার শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পীতাম্বর পরিহিত সুমনোহর-রূপে ধ্যান করেন। দ্বিভুজ, মুরলীধর, কিশোর, শ্যামসুন্দর, গোপাঙ্গনাকান্ত, মনোহর রত্নভূষণে ভূষিত, তেজঃস্বরূপ আপনার সেবা করিতে ভক্তগণ সর্ব্বদাই উৎসুক। হে দেবেশ! আমি পুত্রহীনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই পুত্রাভিলাষী হইয়া আপনার স্তব করিতেছি ও আপনার বর প্রার্থনা করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক পুত্রপ্রাপ্তির বর প্রদান করুন। আপনার সদৃশ পুত্র লাভই আমার অভীপ্সিত। বেদে এই ব্রতে নিজস্বামী দক্ষিণারূপে বিহিত হইয়াছে। তাই আমি পুরোহিতকে দক্ষিণাস্বরূপ আমার স্বামীকে দান করিয়াছি। এক্ষণে গোমূল্য দানে আমার স্বামীকে যাহাতে ফিরাইয়া পাইতে পারি, হে কৃপাসিন্ধো! আপনি কৃপা করিয়া তাহার ব্যবস্থা করুন।"

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পার্ব্বতী মৌনাবলম্বন করিলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বনমালী শ্রীকৃষ্ণ পার্ব্বতীকে স্বীয় স্বরূপ দর্শন করাইলেন। সেই মনোহর রূপ দর্শনে পার্ব্বতী কৃতার্থ হইলেন। সেই কিশোর মূর্ত্তি বংশীধারী, পিতাম্বর পরিহিত, শ্যামবর্ণ, গলদেশে বনমালা দোদুল্যমান্। বহ্নিসংশুদ্ধ শতসূর্য্য-সমপ্রভ উজ্জ্বল সেই রূপ। মুখে মন্দ মন্দ হাসি—মুখের সৌন্দর্য্য শরৎকালীন চন্দ্রকেও হার মানাইয়াছে। মস্তক মালতীমালায় সুশোভিত, তাহাতে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া। গোপাঙ্গনাগণে পরিবৃত শ্রীরাধার বক্ষঃস্থল উজ্জ্বলকারী সেই মূর্ত্তি কোটিকন্দর্পের লাবণ্যের লীলাধাম। তিনি সকলের ইষ্ট এবং ভক্তজনের অনুগ্রহকারী। সেই রূপ-দর্শনে মুগ্ধ পার্ব্বতী মনে মনে তদ্রূপ পুত্রই কামনা করিলেন। বরদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতীর অভিলষিত বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

সনৎকুমার তখন সানন্দচিত্তে পার্ব্বতীকে তাঁহার পতি ফিরাইয়া দিলেন। যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পার্ব্বতীকে বরদানে কৃতার্থ করিবেন ইহার জন্য পুরোহিত সনৎকুমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এত সময় পার্ব্বতীর নিকট তাঁহার স্বামীকে ফিরাইয়া দিতে অঙ্গীকৃত হইয়া ভগবদ্দর্শনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন—তাই পার্ব্বতী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবদ্দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে তৎসদৃশ পুত্র লাভের বর প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। তখন বিশ্ববন্দিতা পূর্ণকাম পার্ব্বতী হৃষ্টান্তঃকরণে প্রার্থী ও ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ রত্ন ও সুবর্ণ দানে আপ্যায়িত করিলেন। সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন এবং সুপেয় পানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ ও দেবগণকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। পতি শঙ্করের ভক্তিসহকারে পূজা করিলেন। চতুর্দ্দিকে মঙ্গলশঙ্খ ও দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। নানাবিধ মঙ্গলকার্য্য দ্বারা দেবতাদিগের সন্তোষ বিধান ও জগতের কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন। কল্যাণপ্রদ সুমধুর হরিনাম কীর্ত্তনে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইতে লাগিল। এইরূপে ব্রত সমাপ্তির উৎসবে সকলের তৃপ্তি সাধন করিয়া পার্ব্বতী নিজেও তৃপ্ত হইলেন।

অনন্তর যথাসময়ে পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকেই পার্ব্বতী পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন। অতুলনীয়-কীর্ত্তি সেই পুত্র গণেশ, বিঘ্নেশ, হেরম্ব, গজানন, লম্বোদর, একদন্ত, শূর্পকর্ণ, বিনায়ক এই অষ্টবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।*

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের দ্বিতীয় আচার্য্য শ্রীসনকাদি চতুঃসনের স্বরূপ, মহিমা ও উপদেশের বিবরণ এই পর্য্যন্তই বর্ণিত হইল। ইহাতে তাঁহারা কতটুকু প্রকাশিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। সমস্ত শাস্ত্রেই এই সনকাদি কুমারচতুষ্টয়ের মহিমা ও প্রভাব বিশেষভাবে ও পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তক তাহার দিগ্দর্শন মাত্র।

---

* ব্রঃ বৈঃ পুঃ গণেশখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে ৮ম অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi